চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 6 Wednesday, 6 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ❋ ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, বুধবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঠিক তথ্য তুলে না ধরায় সুরক্ষিত শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা। দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ীরা এক একজন পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা আর তাদের পঞ্চায়েত ব্যাবস্থায় দক্ষ করে তুলতে উদ্যোগ নিল গড়বেতা ব্লকের প্রশাসন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট বক্তব্য, কারণ পোক্ত না হলে কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। ...বিস্তারিত পাতা ৬

চোট থেকে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি হার্দিক। বিসিসিআই আগামী টি২০ বিশ্বকাপের কথা ভেবে হার্দিকের জন্য আনল এক বিশেষ প্রোগ্রাম। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাংলা ভীত নয়, কেউ আমাদের ভাগ করতে পারবে না মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ সলমনের হাত ধরে শুভ সূচনা হয়ে গেল ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। এবারের ছবি উৎসবে গরহাজির দিদির প্রিয় পাত্র শাহরুখ খান এবং বাংলার জামাইবাবু অমিতাভ বচ্চন। এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যমণি সলমন খান। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ছবি উৎসবের সূচনা করলেন দাবাং খান। পাশে ছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বসেছিল চাঁদের হাট। বলিউডের একঝাঁক তারকা হাজির দিদির ডাকে। অন্যদিকে গোটা টলিউড আজ এক ছাদের তলায়। বিশেষ অতিথির তালিকায় সলমন-সোনাক্ষীর পাশে দেখা মিলল অনিল কাপুর, মহেশ ভাট, তিগমাংশু ধুলিয়া, শত্রুঘ্ন সিনহা, পালেভ লুঙ্গিন, অ্যাঞ্জেলা, লরেন্স কার্ডিস প্রমুখেরা। টলিউডের সব রথী-মহারথীরই দেখা মিলল মঞ্চে। দেব, মিমি, নুসরত, প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা সকলেই ছিলেন এদিন। বলিউড তারকাদের পাশাপাশি এদিন টলিগঞ্জের বর্ষীয়ান তারকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়দেরও সম্বর্ধনা জানানো হল মঞ্চে। উঠে দাঁড়িয়ে সকলে কুর্নিশ জানালো দুই সিনিয়র অভিনেত্রীকে। তাঁদের বুকে টেনে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অল-ব্ল্যাক লুকে মঞ্চে হাজির সলমন। কালো শার্ট-ব্লেজার আর প্যান্টে দেখা মিলল ভাইজানের। গোলাপি রঙের শরারায় ঝলমল করলেন সোনাক্ষী। এইবার ছবি উৎসবে মোট ৩৯টি দেশের ২১৯টি ছবি প্রদর্শিত হবে শহরের ২৩টি প্রেক্ষাগৃহে। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের থালি গার্ল ছিলেন কৌশানি মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনার দায়িত্বে জুন মালিয়া ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল গান' গেয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। এবারের উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি- স্পেন। পাশাপাশি স্পেশ্যাল ফোকাস কান্ট্রি- অস্ট্রেলিয়া। উৎসবে শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে মৃণাল সেন, দেব আনন্দকে। 'সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা' দেন লরেন্স কার্দিশ। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এইবারই 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগের ছবি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এবারও কিফের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন রাজ চক্রবর্তী। বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে এদিন বিশ্বের নানান প্রান্তের নির্মাতা-নির্দেশক এবং সিনেমাপ্রেমীদের ছবি উৎসবে স্বাগত জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শুরুতেই 'ভাইজান' সলমন, মহেশ ভাট, শত্রুঘ্ন সিনহাদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বাংলার মানুষ সিনেমাকে ভালবাসেন। সিনেমার কদর করতে জানেন। তাই গৌতমদা থেকে শুরু করে, সন্দীপ রায়, অঞ্জন দত্ত, দীপঙ্কর দা, সব্যসাচী দা, মাধবীদি, প্রসেনজিৎ, দেব, সোহম, শ্রাবন্তী, কোয়েল, নুসরত সবাই উপস্থিত রয়েছেন। সব সিনেমাপ্রেমী মানুষ আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন। আমরা মনে করি, বাংলায় যেভাবে সিনেমা এগিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সিনেমার ভাষা বিশ্বজনীন। রাষ্ট্র-ধর্ম-জাতির উর্ধ্বে উঠে সিনেমার ভাষা সকলকে স্পর্শ করে যায়। বাংলা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদানের কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি না। সিনেমার ভাষা সর্বজনীন, বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন।'' মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ''বাংলা ভীত নয়। আমরা ভারতকে ভালবাসি। আমরা মুম্বইকে ভালবাসি। আমরা সব ধর্ম, সব জাতির মানুষকে ভালবাসি। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালবাসি। যাই হয়ে যাক, কেউ আমাদের ভাগ করতে পারবে না। আমরা মানবিকতার পক্ষে।'' সৌরভকে নিয়ে মমতা বলেন, ''সৌরভ আমার ভাইয়ের মতো। এখন ও বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।'' অমিতাভ-শাহরুখ না আশায় আক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আমরা এবার অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানকে মিস করছি। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। অমিতাভজির শরীরটা ভাল নেই। আর শাহরুখ ভাই তাঁর মেয়ের সিনেমার প্রোমোশনের জন্য একটু ব্যস্ত আছেন।'' বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''আমরা টলিউড থেকে বলিউড সবাইকে ভালবাসি। বাংলা অনেক তারকাকে তৈরি করেছে, যাঁরা মুম্বইয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বাঙালিরা অনেক প্রতিভাবান ও সৃজনশীল। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বাংলার চলচ্চিত্র জগতকে একটি সৃজনশীল ইন্ডাস্ট্রি (ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি) হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন একটি ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। এখানে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। আরও বেশি শিল্পী তৈরি হচ্ছে। অনেক মানুষকে কাজের সুযোগ দিচ্ছে বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।'' সলমান-অনিল কপুরদের মমতা বললেন, ''সলমন খান, অনিল কাপুর, মহেশ ভাটদের কাছে আমার অনুরোধ, যদি বাংলাকে ভাল কিছু দিতে চান তাহলে বাংলায় এসে কিছু সিনেমা বানান। এখানে এত ভাল ভাল জায়গা আছে। এটাই এখন ডেস্টিনেশন। মুম্বইয়ের ইন্ডাস্ট্রির জন্য এখন বাংলাই ফিল্ম ডেস্টিনেশন। দার্জিলিং, কালিম্পং, কালিম্পং, মিরিক, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বীরভূম, বোলপুর, বর্ধমান, আসানসোল, হাওড়া, সুন্দরবন, গঙ্গাসাগর কত জায়গা আছে। আপনারা যেখানেই যাবেন, দেখবেন সব পরিকাঠামো তৈরি রয়েছে। আপনারা আসুন, বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গেও কাজ করুন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোমোট করুন।'' মমতার অনুরোধের পর সলমনও জানালেন, তিনি আগামী দিনে বাংলায় শুটিংয়ের জন্য আসবেন। মমতা আরও বলেন, ''বলিউড সবসময় টলিউডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। টলিউডও সবসময় বলিউডের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তাই আপনাদের এখানে আসতে হবে। সিনেমা বানাতে হবে। যদি কখনও কোনও দরকার হয়, মনে রাখবেন, বাংলাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুরক্ষা, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারে বাংলা।'' সলমনের উদ্দেশে মমতা বলেন, ''আগামী বছরের চলচ্চিত্র উৎসবেও আসতে হবে। ভাইফোঁটাতেও আসতে হবে। বেঁচে থাকতে গেলে, আদর্শের সঙ্গে লড়তে হবে। স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে লড়তে হবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করা দরকার। আপনাদের কখনও দরকার পড়লে, আমাদের ডাকবেন। আমরা চলে যাব। আমাদের যখন দরকার পড়বে, তখন আপনারাও অবশ্যই আসুন। বাংলার মতো অতিথি পরায়ণ আর কেউ নেই।'' বক্তব্যের শেষে নিজের আঁকা একটি ছবি সলমন খানকে উপহার দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি-সৌরভ দত্ত

'চিঠি পেয়েছে সিবিআই', শিশিরের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে ফের সরব কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ শিশির অধিকারীর বিপুল সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে কয়েকদিন আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল দাবি করেছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনে ২০০৯ সালে শিশির অধিকারী যে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন সেখানে তাঁর মোট সম্পত্তি ১০ লক্ষের বলে জানান। কিন্তু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জমা দেওয়া ঘোষণাপত্রে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটি। ২০১২ সালে এই ঘোষণাপত্র পিএমও-তে জমা দিয়েছিলেন বলে কুণালের দাবি। আবার ২০১৯ সালে কমিশনে নতুন জমা দেওয়া হলফনামায় দেখা যায় সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি। কীভাবে কয়েক বছরে লাগাতার এই ওঠাপড়া সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণাল। ঘটনার তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রের কাছে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি। এবার তারই উত্তর এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সে কথা জানালেন কুণাল। নয়া ফেসবুক পোস্টে কুণাল লিখেছেন, 'শিশির অধিকারীর সম্পত্তিতে বিপুল বৃদ্ধি ও অসঙ্গতি। তদন্ত চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। অমিত শাহর তরফ থেকে উত্তরে জানলাম চিঠি পেয়েছেন। সিবিআই সূত্র থেকে জানলাম চিঠি পৌঁছেছে।' কুণালের দাবি, দিল্লি বাধা না দিলে তদন্ত নিশ্চিত। সারদা মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে এর তদন্তের শীঘ্রই প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁর মত। তাঁর আরও দাবি, শিশিরবাবুকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে হবে। যদিও প্রথমে যখন কুণাল তাঁর সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাতে বিশেষ পাত্তা দিতে চাননি শিশির। উল্টে সারদা মামলার কুণালের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দিয়েছিলেন। সাফ বলেছিলেন, ''কে কুণাল ঘোষ? ওই লোকের কথার উত্তর আমি দিই না।'' এবার কুণালের নয়া পোস্টের পর তা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

'আমি মাস্টারমাইন্ড নই!' ফের সুপ্রিম কোর্টে জামিন মিলল না অনুব্রতর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ ফের সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন। তবে মঙ্গলবার শুনানি তিনি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যা তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শীর্ষ আদালতের শুনানিতে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা প্রশ্ন করেন, ''গরু পাচারকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এনামূল হক জামিন পেয়েছেন। বিএসএফ আধিকারিক সতীশ কুমার জামিন পেয়েছেন। আমি তো মাস্টারমাইন্ড নই। তারপরও আমাকে কেন আটকে রাখা হচ্ছে জেলে?'' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তিহার জেলে রয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এর আগেও একাধিকবার তিনি জামিনের আবেদন করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এ দিনও অনুব্রতর জামিনের বিরোধিতার করেন ইডি-র আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেলারেল এস ভি রাজু। তিনি জামিনের বিপক্ষে বলেন, ''অনুব্রত মণ্ডল প্রভাবশালী। জামিন পেলেই তিনি গোটা তদন্ত প্রভাবিত করার

চেষ্ঠা করতে পারেন।'' তিনি অনুব্রতর হিসাবরক্ষক মণীষ কোঠারির দেওয়া বয়ানেরও উল্লেখ করে সর্বোচ্চ আদালতে। জামিন প্রসঙ্গে শীর্ষ আদালত বলে, ''আগে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে চার্জগঠন করা হোক, তারপর বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা হবে।'' জানুয়ারি মাসে তৃতীয় সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে সমস্ত নথি জমা দেবে সিবিআই ও ইডি। গরু পাচার মামলা ২০২২ সালে সালের ১১ অগস্ট অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ মার্চ তাঁকে দিল্লি নিয়ে যায় ইডি। ২১ মার্চ থেকে তিনি তিহার জেলে বন্দি। একই মামলায় অনুব্রত মেয়ে সুকন্যাও তিহারে বন্দি রয়েছেন। এর মাঝে বেশ কয়েকবার অসুস্থও হয়ে পড়েন বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি। তিনি বার কয়েক জামিনেরও আবেদন করেন। কিন্তু প্রতিবার তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। এবার তিনি আদালতের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, তিনি কী মাস্টারমাইন্ড? তবে কেন তাঁকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। এই মুহূর্তে নিম্ন আদালতে এই মামলার শুনানি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। অনুব্রতর আইনজীবী জানান, পাঁচটি চার্জশিট ফাইল করা হয়েছে। এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, আগে চার্জ গঠন করা হোক। তারপর জামিনের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে।

আংটি, পৈতে, মাদুলি ফের দিচ্ছে না ইডি, বিচারককে নালিশ মানিকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর গ্রেফতারি নিয়ে অনেক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পরে কার্যত মাঝরাতে ইডি দফতরে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আপাতত প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছে নিয়োগ মামলায় অভিযুক্ত বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকেও এই মামলায় গ্রেফতার হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু জিনিস নাকি ফেরত দেওয়া হয়নি তাঁকে। আংটি, পৈতে, মাদুলি- এসব নাকি চেয়ে-চিন্তেও পাচ্ছেন না তিনি। মঙ্গলবার নিয়োগ মামলার শুনানিতে বিচারকের কাছে এই অভিযোগ জানান তিনি। এদিন আদালতে তোলা হলে মানিক ভট্টাচার্য বলেন, ''স্যার আমার কিছু বলার আছে। গত বছরের ১০ অক্টোবর গভীর রাতে ইডি অফিসাররা আমার কিছু ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে নেন।'' বিচারক জানতে চান, ''কোথা থেকে?'' উত্তরে মানিক জানান, ''ইডি অফিস থেকে''। বিচারক প্রশ্ন করেন, ''আপনি ওখানে ছিলেন?'' উত্তরে মানিক বলেন, ''হ্যাঁ সেদিন গ্রেফতার হয়েছিলাম। ইডি অফিসাররা ছিলেন। রাত ১২টা নাগাদ কিছু জিনিস নিয়ে নেন। একাধিকবার বলেছি। বারবার বলছে দিয়ে দেবে।'' মানিক আরও জানান, তিনি পিপি-কে বলেছেন। এ কথা শুনে বিচারক বলেন, ''তাহলে আমাকে আবার বলছেন কেন? নির্দিষ্ট ফোরামে জানান।'' মানিক আবেদন করলে নির্দিষ্ট নির্দেশ দেবেন বলে জানিয়েছেন বিচারক।

হাইকোর্টে এক কথা, সুপ্রিম কোর্টে অন্য কথা কেন? হলফনামা তলব ডিভিশন বেঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ একজন দুর্নীতির চেষ্টা করেছে বলে কি আপনারাও দুর্নীতির ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন? স্কুল সার্ভিস কমিশনকে প্রশ্ন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি ৬ মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গঠিত হয়। মঙ্গলবার সেই মামলারই শুনানি ছিল। তাতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেন স্কুল সার্ভিস কমিশন একই ইস্যুতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছে? কীসের ভিত্তিতে এই ভিন্ন অবস্থান, তা এক সপ্তাহের মধ্যে কমিশনকে হলফনামা আকারে পেশ করতে হবে। নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি দেবাংশু বসাক নির্দেশ দিয়েছেন, বোর্ড মিটিং করে এক সপ্তাহের মধ্যে গোটা বিষয়টি জানাতে হবে কমিশনকে। নিয়োগে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাটির মূল মামলাকারী লক্ষ্মী তুঙ্গা, সাবিনা ইয়াসমিন, সন্দীপ প্রসাদ। দুর্নীতি মামলায় আগে হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছিল, তারা নিজেদের

ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেআইনি চাকরিপ্রাপকদের সুপারিশপত্র প্রত্যাহার করেছে। আবার সেই একই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে কমিশন জানিয়েছিল, কলকাতা হাইকোর্টের চাপে তারা একাজ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেই নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা শীর্ষ আদালত কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। মঙ্গলবারের শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট জানতে চায়, কেন এই ভিন্ন অবস্থান? স্কুল সার্ভিস কমিশন, কোন মিটিংয়ের মাধ্যমে চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারও বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে তাদের। এদিনের শুনানিতে কমিশনের তরফ থেকে সওয়াল করা হয়, মূলত যাঁরা মামলাকারী, তাঁরাই প্রথমে টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চাকরি না পেয়ে মামলা করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের পরীক্ষাতেও বেনিয়ম রয়েছে। তার ভিত্তিতে বিচারপতি পাল্টা বলেন, ''একজন দুর্নীতির চেষ্টা করেছে বলে কি আপনারাও দুর্নীতির ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন?'' বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, যদি সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হয়, তাহলে অনেক যোগ্য প্রার্থীও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জনগণের টাকা কেন এভাবে নষ্ট হবে? সে প্রশ্নও করেন বিচারপতি। কেন দুই আদালতে কমিশনের ভিন্ন অবস্থান, তা নিয়েই প্রশ্ন করে ডিভিশন। আগে কমিশনকে সেই বিষয়টিই পরিষ্কার করে জানাতে বলা হয়েছে।

মিড মিল নিয়ে সিবিআই হলে আপত্তি নেই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে জবাব ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ মিড ডে মিল নিয়ে 'দুর্নীতি'র অভিযোগে সিবিআই তদন্তকে 'স্বাগত' জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এই ইস্যুতে লোকসভায় তৃণমূল সরকারকে কার্যত তুলোধনা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, ''পিএম পোষণ যোজনা, মিড ডে মিলে সরকারি কোষাগার থেকে চার হাজার কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছে।'' এই দুর্নীতির নিয়ে তদন্ত করার জন্য সিবিআই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ''এর ফলে সত্য প্রাকশ্যে আসবে।'' এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়ে মঙ্গলবার ব্রাত্য বসু বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকারের টিম একাধিকবার রাজ্যে এসেছিল এবং সেই দলের সদস্যরা সমস্ত রাজ্য ঘুরে দেখেছিলেন। তার পর তাঁরা রাজ্যকে দরাজ সার্টিফিকেট দেন। রাজনৈতিকভাবে বিজেপির মনে হলে তদন্ত করুন। যে কোনও তদন্তকে সমর্থন জানাব।'' এর আগে শুভেন্দু অধিকারীরা মিডে মিলে দুর্নীতি সরব হন। তিনি দাবি তোলেন এই প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বিষয়টি কেন্দ্রের নজরে আনেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারও এই নিয়ে অভিযোগ তোলেন। সোমবার সংসদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর গলায় এই অভিযোগ প্রসঙ্গে একই সুর শোনা যায়। মন্ত্রী বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ সরকারে নিজেদের ভারতের আইনের উর্ধ্বে মনে করে।'' তিনি আরও বলেন, ''ওঁদের (তৃণমূলের) মন্ত্রীরা জেলে আছেন। ওঁদের ভয় লাগছে এ বার শীর্ষস্তরের নেতারা জেলে যাবেন। তাই সভায় গন্ডগোল করে অধিবেশনের সময় নষ্ট করছেন।'' তবে রাজ্যর শিক্ষামন্ত্রী সিবিআই তদন্তের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ভয় দেখালেই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাব। ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ একদা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ''ইয়ে ডর আচ্ছা হ্যায়!'' পরে এক অনুষ্ঠানের ভয়ের সাত প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন মোদি। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, ''যব ভ্রষ্ট নেতাও কো ভি জেল জানে কা ডর সাতায়ে, তো ইয়ে ডর আচ্ছা হ্যায়।'' অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা যখন জেলে যেতে ভয় পান, সেই ভয়ও আখেরে কল্যাণময়! মোদির এই ব্যাখ্যার পাল্টা ব্যাখ্যাও রয়েছে। বিরোধীদের অধিকাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা ব্যবসায়ীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি দেখতে পান না। সিবিআই ও ইডি সেই সব বিষয়ে চোখ বুজে থাকে। লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় ইডি, সিবিআই অতিশয় সক্রিয় থাকবে। অনেক ধরপাকড় হতে পারে। পুরমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য সেই প্রেক্ষাপটেই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা সাম্প্রতিক সময়ে এও দেখা গিয়েছে যে চাপের মুখে পড়ে রাজনৈতিক আনুগত্য কারও কারও ক্ষেত্রে লঘুতর হয়ে গিয়েছে। কেউ বা শিবির বদল করে ফেলেছেন। আগামী দিনে এহেন চাপ আরও আসার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান দণ্ড সংহিতা বদলে দিয়ে দেশে নতুন ন্যায় সংহিতা প্রণয়ন করতে চাইছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলির মতামতও চাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এদিন

তাদের কাজ বেছে বেছে শুধু বিরোধীদের হেনস্থা করা। তাদের ভয় দেখানো! এমনকী এই ভয় দেখিয়ে দল ভাঙানোর অভিযোগও বার বার উঠেছে। বিজেপিকে ওয়াশিং মেশিন বলে কটাক্ষও হয়েছে। মঙ্গলবার প্রায় একই রকম অভিযোগ করে বিধানসভায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''কী ভাবছেন? ভয় দেখালেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে যাব?'' ববি আরও বলেন, ''মৃত্যু পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকব। যতই ইডি আসুক, সিবিআই আসুক। আমার বাড়িতেও তো এসেছিল, কী পেয়েছে?'' পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা, বিধানসভায় বিতর্কে অংশ নিয়ে পুরমন্ত্রী বোঝাতে চান, কেন্দ্রের উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের সংশয় রয়েছে। কারণ রাষ্ট্রদ্রোহের নামে যার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তা নাগরিক জীবনে দূরগামী প্রভাব ফেলতে পারে। পুরমন্ত্রী আরও বলেন, ''বর্তমান সরকার ধারাবাহিক ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। কিন্তু কয়েকটা নাম বদলে দিয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না। মোঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে দিয়ে ইতিহাসকে পাল্টানো যায়না। এ ভাবে ভারতের ইতিহাস থেকে মোঘল আমলকে মুছে দিতে পারবেন না।''

অডিয়ো ক্লিপের গলা কালীঘাটের কাকুরই? এ সপ্তাহেই হতে পারে 'রহস্য' ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য চার সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন হল। কার্ডিওলজি, ইএনটি, মেডিসিন ও সাইকিয়াট্রির চিকিৎসকরা আছেন এই বোর্ডে। বিশেষ আদালতের নির্দেশ মেনে স্নায়ুরোগের চিকিৎসক ছাড়াই কালীঘাটের কাকুর জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করল ইএসআই জোকা। খুব দ্রুতই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের জন্য কালীঘাটের কাকুকে এখানে আনা হবে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির হাতে গ্রেফতার হন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। ইডির হাতে কিছু অডিয়ো ক্লিপ এসেছে। প্রমাণ যাচাইয়ের জন্য তাঁর কণ্ঠের নমুনা পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইডির কাছে। আদালতও নির্দেশ দিয়েছে কাকুর স্বরের নমুনা পরীক্ষা করা হোক। প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালেই ইডি কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেখানে সাংঘাতিক অভিযোগ করে ইডি। কাকুর কণ্ঠস্বর পরীক্ষার পথে এসএসকেএম ও সেখানকার এমএসভিপি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে

বলে দাবি করে তারা। আদালতের নির্দেশিকাতেও তার উল্লেখ ছিল। এরপরই ইএসআই কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই পরীক্ষা করানোর জন্য। এ নিয়ে রাজনীতির আকচাআকচিও কম হয়নি। বাম-বিজেপি দাবি করে, এসএসকেএমে কাকুর কণ্ঠে অস্ত্রোপচার করে স্বরে কোনও বদল আনা হতে পারে। আর এসবের মধ্যেই গত ২৪ নভেম্বর বিশেষ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছিল। আর তার জন্য কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইএনটি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বোর্ডও গঠন করতে বলেছিল আদালত। ইএসআই জোকাকে এই বোর্ড গঠন করতে বলা হলেও তা এক সপ্তাহে সম্ভব হয়নি। কারণ হিসাবে উঠে এসেছিল, নিউরোলজির চিকিৎসকের অভাব। সূত্রের খবর, এবার সেই চিকিৎসক ছাড়াই কালীঘাটের কাকুর জন্য মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি হল। সেখানেই গলা দেবেন কাকু। ইএসআই জোকার প্রশাসনিক আধিকারিক উৎপল সরকার বলেন, ''শুরুতে নিউরোলজিস্ট না থাকায় সমস্যা হচ্ছিল। তবে আদালত যখন নির্দেশ দিয়েছে নিউরোলজিস্ট ছাড়াই অন্যভাবে বোর্ড গঠন করতে পারি, আমরা সেভাবেই এগিয়েছি।''

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের পেশোয়ার

পেশোয়ার, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের পেশোয়ারের ওয়ারসাক রোড। মঙ্গলবারের এই বিস্ফোরণে ৩ শিশু-সহ ৪ জন আহত হয়েছেন। বিস্ফোরক ফেটে এই বিস্ফোরণ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহতদের লেডি রিডিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দুই শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। শিশুদের বয়স ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে।পুলিশ সুপার আরশাদ খান জানান, মঙ্গলবার সকাল ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয় এবং বিস্ফোরকটি রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা হয়েছিল। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বিস্ফোরকগুলির ওজন ছিল ৪ কেজি এবং রাস্তার পাশে একটি সিমেন্ট ব্লকে লুকানো ছিল। বিস্ফোরণের টার্গেট কে বা কারা ছিলেন, তা এখনও বলতে নারাজ পুলিশ। বিস্ফোরণের পর পুলিশ এবং রেসকিউ ১১২২ টিম পেশোয়ারের ওই এলাকায় ছুটে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় দু'টি গাড়ি ও

টাটা-হাতিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন! আতঙ্কে নেমে পড়লেন যাত্রীরা

চান্ডিল (সরাইকেলা), ৫ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার চান্ডিল মহকুমার রাঁচি-মুরি রেলওয়ে সেকশনের লেটেমদা রেলওয়ে স্টেশনে আগুন ধরে গেল টাটা-হাতিয়া মেমু যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনে। ট্রেনে আগুন লাগার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে লেটেমদা রেলস্টেশনে কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে যাত্রীয়রা ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। ঘটনার খবর পেয়ে রেল কর্মীরা তাক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। মঙ্গলবার সকাল ৭.৩৪ মিনিট নাগাদ টাটা-রাঁচি মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি লেটেমদা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছিল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দেখতে পান, ইঞ্জিনে আগুন লেগেছে। এরপরই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। রেল কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর, প্রায় ৩০ মিনিট পরে ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাধের অভিযোগ

মালদা,৫ডিসেম্বরঃ কাজ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাধের অভিযোগ।মালদার মানিকচকের তৃণমূল পরিচালিত এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মনিরা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ।সরকারি বিভিন্ন কাজ খাতা কলমে হলেও বাস্তবে কিছুই না করেই লক্ষ লক্ষ্ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ।এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার।তবে মানিকচকের বিডিও অভিযোগ খতিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এনায়েতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী আনজুম সাগীরা। পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ তুলে মানিকচক ব্লক ও জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ নর্দমা সংস্কারের কাজ না করেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ভুয়া বিল তুলেছেন প্রাক্তন প্রধান। এনায়েতপুরের মীরাগ্রাম, মোমিনপাড়া, এনায়েতপুর, নোয়াদা, মোহনা এই পাঁচটি সংসদে নর্দমা সংস্কারের কোনো কাজই হয়নি বলে অভিযোগ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত ১৪ তারিখ আগস্ট প্রাক্তন প্রধান তার প্রধান কালের একেবারে শেষ সময়ে তার পেটুয়া ঠিকাদারি সংস্থার নামে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বিল তুলে দিয়েছেন। সরকারি খাতা অনুযায়ী গত ২০২১ সালে নর্দমা সংস্কারের কাজ দেখানো হলেও বিল প্রদান করা হয়েছে চলতি বছরের আগস্ট মাসে। এমনকি বিল প্রদানের দিন ১৪ তারিখ আগস্ট সেই দিনের ছবি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেত্রীর। আরও জানাগেছে দুটি ঢালাই রাস্তা নির্মাণ না করেই আনুমানিক দুই লক্ষ টাকার বিল তুলে নেওয়া হয়েছে।এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান তপতী মজুমদার বলেন, তার সময়কালে এই ধরনের কোন কাজ হয়নি।এমনকি এখনও পর্যন্ত তার হাতে এই ধরনের কোনো ভুয়ো বিল পাস হয়নি।তবে এই দুর্নীতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক শোরগোল প।ছে মানিকচক জুড়ে। এই দুর্নীতির নিয়ে. তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন দক্ষিণ মালদহের জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল।যদিও প্রাক্তন প্রধানের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রের উচিত ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে সমস্ত সাহায্য করাঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রের উচিত ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে সমস্ত সাহায্য করা, মঙ্গলবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য প্রদানের জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। মিগজাউমের প্রভাবে ভারী বর্ষণে ইতিমধ্যেই ভেসে গিয়েছে চেন্নাই।খাড়গে মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্টে করে লেখেন যে, তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা খুবই বেদনাদায়ক, সেখানে বহু প্রাণ অকালে চলে গিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি এদিন আরও জানান যে দুর্যোগের এই সময়ে কেন্দ্রের উচিত ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে সমস্ত সাহায্য করা। যে কোন সংকট এড়াতে আমাদের অবশ্যই একসঙ্গে থাকতে হবে । জনগণের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে এই দাবি করে, তিনি কংগ্রেস কর্মীদেরও অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন সকল নাগরিকদের সব ধরনের সাহায্য করেন।অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে চেন্নাই, একটানা বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ের বিভিন্ন এলাকা জলের তলায়। নৌকায় যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন বহু মানুষ। বহু বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকা পরিদর্শন করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তিনি দুর্গতদের হাতে তুলে দেন ত্রাণ সামগ্রী। কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছেন স্ট্যালিন, মোদী সরকারের কাছে ৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। চেন্নাইয়ে ইতিমধ্যেই ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার চেন্নাই বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে।চেন্নাইয়ের মাদুরভোয়াল এলাকায় বৃষ্টির জল বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করেছে এবং অবিরাম বৃষ্টির ফলে রাস্তা প্লাবিত। চেন্নাইয়ের পশ্চিম তাম্বারাম সিটিও কলোনি এবং শশীবর্ধন নগর এলাকায়.বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যাতায়াতের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা নৌকা ব্যবহার করছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, আমি ২০১৭ সাল থেকে এই এলাকায় বসবাস করছি, প্রতি বছরই আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি, আমাদের সমাধান দরকার...আমাদের বাড়ির প্রথম তলা ডুবে গিয়েছে, সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের দাপটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই। চেন্নাই ছাড়াও তামিলনাড়ুর অন্যত্রও প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। চেন্নাই শহরে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে চেন্নাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছে। মিগজাউমের প্রভাবে ভারী বর্ষণে ইতিমধ্যেই ভেসে গিয়েছে চেন্নাই। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বহু এলাকা জলমগ্ন। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তাঘাট কার্যত নদীতে পরিণত হয়েছে। বহু যানবাহন জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছ, দেওয়াল এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়েছে। বন্যার জল প্রবেশ করায় বেশ কয়েকটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সাময়িক ভাবে স্থগিত। জলবদ্ধ হয়ে পড়েছে মেট্রো স্টেশনগুলি। অবিরাম বর্ষণের কারণে বেশ চেন্নাইয়ের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। চেন্নাইয়ে তাণ্ডব চালানোর পর দ্রুত গতিতে অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে এগিয়ে চলেছে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম। মঙ্গলবারই অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মাঝামাঝি কোনও জায়গায় আছড়ে পড়বে মিগজাউম। যার প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরির উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। এদিকে, ঘূর্ণিঝারে প্রভাবে সম্ভাব্য ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে ওড়িশার গজপতি জেলায় সমস্ত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বায়ুদূষণে 'শ্বাসরুদ্ধ' জাতীয় রাজধানী, দিল্লির বহু এলাকায় বাতাসের গুণমান ফের 'খারাপ'

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি রয়েছে খারাপের পর্যায়েই। বাতাসের গুণমান মঙ্গলবারও খারাপই থেকে গেল। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দিল্লির বেশির ভাগ জায়গায় বাতাসের গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা এআইকিউ) ছিল ' খারাপ'। সর্বোপরি, মঙ্গলবার রাজধানীর অধিকাংশ স্থানেই একিউআই ছিল ৩০০-র ঊর্ধ্বে।এদিন সকালে ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায় দিল্লির বহু এলাকা। দৃশ্যমানতাও নেমে আসে। ধোঁয়াশা ও বায়ুদূষণে ' পরিস্থিতি জাতীয় রাজধানীতে, দূষণের কারণে প্রতিদিনই সকালের দিকে কষ্ট অনুভব করছেন দিল্লিবাসী। মঙ্গলবার ফের খারাপ হয়ে উঠেছে দিল্লির বাতাবরণ। এদিন সকালে দিল্লির আনন্দ বিহারে বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩৪০, অশোক বিহারে ৩১২৫, আইটিও দিল্লিতে ৩০৭ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৩২।ঘ।রি কাঁটায় সকাল তখন সাতটা, তখনও ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল শান্তিপথ এলাকা। সকাল ৭.১৫ মিনিট নাগাদ ইন্ডিয়া গেট চত্বর ছিল ধোঁয়াশার কবলে, সেখানে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম ছিল। সকাল ৭.৪৪ মিনিট নাগাদ দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জও ছিল দূষণের কবলে।

ইভিএম নিয়ে নেতিবাচকতা ছ।ানো বন্ধ করা উচিতঃমেঘওয়াল, টিপ্পনি ফারুক আব্দুল্লাহর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ ইভিএম নিয়ে নেতিবাচকতা ছড়ানো বন্ধ করা উচিত। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তাঁর মতে, এই কথা বলে ভোটারদের অসম্মান করছেন তাঁরা। ইভিএম নিয়ে টিপ্পনি দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহও। ফারুকের কথায়, এই মেশিনগুলিকে নিখুঁত করতে হবে, যাতে মানুষের আস্থা অটুট থাকে।মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির জয়ের পর থেকেই ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন মেঘওয়াল। উত্তরে তিনি বলেছেন, বিরোধীদের নেতিবাচকতা পরিহার করতে হবে। তাহলে কর্ণাটক এবং হিমাচল প্রদেশে জয়ের কী হবে? তাঁদের কোনও সমস্যা হলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো উচিত। মেঘওয়াল আরও বলেছেন, ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোটারদের অসম্মান করছেন তাঁরা।এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, কংগ্রেস শাসনকালে যখন এই মেশিন চালু হয়, আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। সেই সময় আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, ' হতে পারে কি না, তাঁরা বলেছিল, হ্যাঁ এটা সম্ভব। এই যন্ত্রটিকে সংশোধন করার জন্য একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে, যাতে এটির প্রতি মানুষের আস্থা বজায় থাকে।

চন্দ্রযান-৩-এর বড় প্রাপ্তি, চাঁদের কক্ষপথ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে প্রপালশন মডিউল

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর ঃচন্দ্রযান-৩-এ নতুন সাফল্য পেল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। চাঁদের কক্ষপথে পাঠানো চন্দ্রযান-৩-এর প্রোপালশন মডিউলকে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার ইসরোর তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। এই প্রোপালশন মডিউলে ভর করেই চাঁদে পৌঁছেছিল বিক্রম ল্যান্ডার। বিক্রমের অবতরণের পর, এতদিন চাঁদের কক্ষপথেই ঘুরছিল ওই প্রোপালশন মডিউলটি। লক্ষ্যে সফল হওয়ার পর, এবার চন্দ্রযান-৩-এর এই অংশটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরিয়ে আনলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা।ইসরো এদিন এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, চন্দ্রযান-৩-এর প্রপালশন মডিউল সফলভাবে মিশন শেষ করে চাঁদের কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে ফিরে এসেছে। বিক্রম ল্যান্ডারকে চাঁদের এক পৃষ্ঠ থেকে অন্য পৃষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার পর এটি ইসরোর আরেকটি অর্জন। ইসরো আসন্ন মিশনগুলির জন্য কাজ করছে, যার জন্য সফ্টওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারথেকে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান-৩।চাঁদে সফল ল্যান্ডিংয়ের পর একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে বিক্রম ও প্রজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের প্রত্যাশার থেকেও বেশি কাজ করেছে। লক্ষ্য পূরণ হওয়ার বিজ্ঞানীরা দেখেন প্রোপালশন মডিউলের অনেকটা জ্বালানি বেঁচে গিয়েছে। ইসরোর বিজ্ঞানীরা এই জ্বালানি ব্যবহার করে প্রোপালশন মডিউলের আয়ু বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তারপর থেকে চাঁদের কক্ষপথেই ঘুরছিল এটি। বেঁচে যাওয়া জ্বালানিকে ভবিষ্যতের চন্দ্র অভিযানে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা শুরু হয়। এরপর প্রোপালশন মডিউলকে চাঁদ থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে বিজ্ঞানীরা গতিপথ পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে পৃথিবীর জিও বেল্টের সঙ্গে ধাক্কা না লেগে যায় এই প্রোপালশন মডিউলটির। ধাক্কা লেগে গেলে যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যাওরার সম্ভাবনা থাকত। এর জন্য আগেভাগেই কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ইসরোর তরফে।

অযোধ্যার রাম মন্দির সমগ্র ভারতকে এক করবেঃসদগুরু রীতেশ্বর

লখনউ , ৫ ডিসেম্বর ঃ অযোধ্যার রাম মন্দির সমগ্র ভারতকে এক করবে বলে মঙ্গলবার জানান শ্রী আনন্দম ধাম ট্রাস্ট বন্দাবনের প্রতিষ্ঠাতা সদগুরু রীতেশ্বর মহারাজ। তিনি বলেন, অযোধ্যায় শ্রী রামের জন্মস্থানে নির্মিত বিশাল রাম মঃি দর সমগ্র ভারতকে আধ্যাত্মিক চেতনায় এক করবে। তিনি আরও জানান, এটা সাধারণ মন্দির নয়। ভারতীয় আত্মার মন্দির তৈরি হচ্ছে। এই মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে ভারতের আত্মাকে সম্মান জানানো হচ্ছে। ঋতেশ্বর মহারাজ মঙ্গলবার হিন্দুস্থান সমাচারের সাংবাদিককে জানান, ৪৯২ বছর পর আমরা অযোধ্যায় ন্যায়বিচার পেয়েছি। এটা ভারতের আত্মার জয়। এই মন্দিরটি শুধু রাজস্থানের মন্দিরগুলির মধ্যে নয়, এটা গোটা ভারতবর্ষে একটা বিরাট বার্তা দেবে।তিনি বলেন, ভারতের দুর্ভাগ্য যে আমাদের ভগবান রাম, কৃষ্ণ এবং শিবের স্থান প্রমাণ করতে হয়েছে। আপনি যদি কোন বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আপনাকে বলবেন যে রাম অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রী কৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাম মন্দিরর তৈরি করতে ৪৯২ বছর লেগেছে কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির মন্দিরর তৈরি করতে ৪৯২ দিনও লাগবে না বলে তিনি এদিন উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আমরা নিজেরা শ্রী কৃষ্ণের জন্মভূমির মুক্তি অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু এর কৃতিত্ব চাই না। সাধুরা বেঁচে থাকেন শুধুমাত্র চিরন্তন উন্নতির জন্য।তিন রাজ্যে বিজেপির জয় নিয়ে তিনি বলেন, যে দেশ, সনাতন ও উন্নয়নের কথা বলবে তাকেই ভোট দেবে দেশের মানুষ। তিনি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ২০২৪ সালের ১০০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করতে তিনি

পঞ্চায়েত ভোটে ভরাডুবির পরেই ভালুকা অঞ্চলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

মালদাতনুজ জৈন,মালদা,৫ডিসেম্বঃ তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন দক্ষ নেতৃত্বকে বহিস্কারের নির্দেশ দিচ্ছেন অঞ্চল সভাপতি।দলের প্যাডে লেখা সেই নির্দেশ ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও অঞ্চল সভাপতির দাবি তিনি বহিস্কারের জন্য ব্লক সভাপতিকে চিঠি করেছেন। কি ভাবে সেই কাগজ ভাইরাল হলো তিনি জানেন না।সাথে অঞ্চল সভাপতির অভিযোগ অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং ওই প্রাক্তন নেতা পঞ্চায়েত ভোটে দল বিরোধী কাজ করেছেন। তাদের জন্যই পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি তৃণমূল। পাল্টা ওই নেতাদের দাবি অঞ্চল সভাপতি নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত। দলের প্রটোকল না মেনে শোকজ করার আগেই বহিস্কার করে দিচ্ছেন। সমগ্র ঘটনায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ।যা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল। দলের নীতির তোয়াক্কা না করেই প্রটোকল ভেঙে শাসকদলের অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিস্কার করার অভিযোগ ওই অঞ্চলেরই অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে।আর এই বহিস্কারের চিঠি সামনে আসতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বহিস্কারের চিঠি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। যাদের বহিস্কার করার চিঠি ভাইরাল হয়েছে তাদের অভিযোগ দলের অঞ্চল সভাপতি নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই উনি দলের নিয়মকানুন না মেনে স্বচ্ছ ভাব মূর্তির দলের অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিস্কার করেছেন। যদিও অঞ্চল সভাপতির বক্তব্য অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং ব্লকের আরেক নেতা বিগত পঞ্চায়েত ভোটে দলকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন এবং দলবিরোধী কাজ করেছেন বলেই পঞ্চায়েতে শাসক দলের ভরাডুবি ঘটেছে। তাই উনি বহিস্কারের জন্য ব্লক সভাপতিকে চিঠি করেছেন। কিন্তু কিভাবে এই কাগজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো তা তিনি জানেন না। এই ঘটনায় দলের অন্দরে শুরু হয়েছে গোষ্ঠী কোন্দল। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চরম অস্বস্তিতে শাসকদল।হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ভালুকা অঞ্চলের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা গত সপ্তাহে দলের প্যাডে ওই অঞ্চলের বর্তমান চোরম্যান মোজাম্মেল হোক এবং দলের প্রাক্তন ব্লক সাধারণ সম্পাদক বিবেকচন্দ্র সাহাকে বহিস্কার করার নির্দেশ জারি করেন। দলের প্যাডে ছাপানো সেই নির্দেশের কাগজ ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অঞ্চল সভাপতির অভিযোগ বিগত পঞ্চায়েত ভোটে ওই দুজন দলবিরোধী কাজ করেছে এবং অন্তরঘাত করে ভালুকা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটিয়েছে। আর এই কারণে পঞ্চায়েত হাত ছাড়া হয়েছে শাসকদলের তাই এই দুইজনকে দল থেকে বহিস্কার করা হলো। আর এই বহিস্কারের ঘটনার পরেই সরব হয়েছে দলের একাংশ। তাদের দাবি অঞ্চল সভাপতি কখনোই অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিস্কার করতে পারেন না তার সেই অধিকার নেই। তিনি দলের প্রটোকল না মেনেই এই কাজ করেছেন। সাথে অঞ্চল সভাপতি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তার জন্যই পঞ্চায়েতের এই ফলাফল বলে তারা অভিযোগ করেছেন। যদিও এই বিষয়ে দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে সাফাই দিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। ব্লক নেতৃত্ব এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চায়নি। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি।তৃণমূলের অঞ্চল চেয়োরম্যান মোজাম্মেল হক এই বিষয়ে বলেন, এই ভাবে আমাদের বহিস্কার করতে পারে না।আগে শোকোজ লেটার দিতে হবে।খারাপ ফলাফলের দায় অঞ্চল সভাপতির। উনি নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত।ব্লকের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিবেক চন্দ্র সাহার বক্তব্য, আমি বর্তমানে কোন পদে নেই। কিন্তু দলটা বহুদিন ধরে করি। অনেকে নতুন নতুন এসে ক্ষতি করে দিল। এরা নিজের স্বার্থ চলে।ভ্ডঅঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দাবি করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওই দুইজন বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। দল বিরোধী কাজ করেছে। আমি বহিস্কার করার অনুমতি চেয়ে ব্লক সভাপতিকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু ওই কাগজ কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হলো তা জানি না।বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলীর কটাক্ষ, এরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। এভাবে তৃণমূল দলটা উঠে যাবে।ভ্ডজেলা সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা দলের মধ্যে আলোচনা হবে। এটা নিয়ে বিরোধিদের কথার কোন জবাব নেই।পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলার অন্যান্য এলাকার তুলনায় হরিন্দরপুর বিধানসভায় ফলাফল খারাপ তৃণমূলের। সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে শাসক শিবিরের।

রাষ্ট্রপতি ভবনে কেনিয়ার প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা, উইলিয়াম বললেন ভারত পরম বন্ধু

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোকে। মঙ্গলবার সকালে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম সামোই রুটোকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয়, কেনিয়ার প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।ভারতকে পরম বন্ধু আখ্যা দিয়েছেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট। উইলিয়াম সামোই রুটো বলেছেন, ভারত ও কেনিয়া পরম বন্ধু এবং ১৯৪৮ সালে আমাদের বিভিন্ন স্তরের কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা ছিল, এমনকি কেনিয়ার স্বাধীনতার আগেও... আমরা গ্রামীণ উন্নয়ন, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে অংশীদারিত্ব করতে পারি তা দেখছি। আমরা ডিজিটাল স্পেসে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করব।

দিল্লিতে আইএনডিআই-এর বৈঠকে যোগ দেবেন না নীতিশ কুমার

পাটনা, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আজ (বুধবার) জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আইএনডিআই জোটের বৈঠকে যোগ দেবেন না। এই বৈঠক ডেকেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৈঠকে পাঁচ রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল এবং ভবিষ্য কৌশল নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। অসুস্থতার কারণে দিল্লি না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধী জোটের নেতা নীতিশ কুমার।আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব ছাড়াও এই বৈঠকে যোগ দেবেন তেজস্বী যাদব, জেডিইউ জাতীয় সভাপতি লালন সিং এবং মন্ত্রী সঞ্জয় ঝা। এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আহ্বাযকের নামের পাশাপাশি আসন বণ্টন নিয়েও আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে এই বৈঠকে। জোটভুক্ত দলগুলি পাঁচটি রাজ্যে আলাদাভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আঞ্চলিক দলগুলি বিশ্বাস করে যে এই কারণেই তিন রাজ্যে বিজেপি জিতেছে।জেডিইউ এবং আরজেডি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, কংগ্রেস নিজেই পরাজয়ের জন্য দায়ী। একসঙ্গে নির্বাচন হলে ফলাফল হয়তো আলাদা হতো। কেন্দ্রে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে উখাত করতে নীতিশ কুমারের উদ্যোগে গঠিত এই জোটে পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হওয়ার পরে কংগ্রেস নীরবতা বজায় রেখেছিল। সম্প্রতি নীতিশ নিজেই কংগ্রেসের মনোভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিরোধীদের তোপ গিরিরাজের, নির্বাচনে হারলেই তাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলে

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর প্রশ্ন, হিমাচল প্রদেশ নির্বাচন অথবা তেলেঙ্গানা ভোটের সময় তাঁরা কেন ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি? গিরিরাজ কটাক্ষ করে বলেছেন, নির্বাচনে হারলেই তাঁরা ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলে।মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, এটা নতুন কিছু নয়। তাঁরা নির্বাচনে হেরে গেলেই (ইভিএম নিয়ে) প্রশ্ন তোলে। হিমাচল প্রদেশ নির্বাচন অথবা তেলেঙ্গানা ভোটের সময় তাঁরা কেন ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি? তাঁরা জিতলে সবকিছু ঠিক থাকে, আর যখন হেরে যায় তখনমধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির জয়ের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং দাবি করে বলেছেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও জিতবে বিজেপি।

বিহারের রোহতাসে দুর্ঘটনার কবলে মন্ত্রী জামা খানের এসকর্ট গাড়ি চালকের মৃত্যু, ৪ পুলিশ কর্মী আহত

রোহতাস, ৫ ডিসেম্বর ঃবিহারের রোহতাস জেলায় দুর্ঘটনার কবলে প।ল বিহারের সংখ্যালঘু মন্ত্রী জামা খানের পুলিশ এসকর্ট গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মন্ত্রীর গাড়ির চালকের, এছাড়াও ৪ জন পুলিশ কর্মী কমবেশি আহত হয়েছেন। সাসারামের সাব-ইন্সপেক্টর গঙ্গা প্রসাদ রজক জানিয়েছেন, গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের সাসারামের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, বিহারের রোহতাস জেলায় দুর্ঘটনার কবলে প।ছে বিহারের সংখ্যালঘু মন্ত্রী জামা খানের পুলিশ এসকর্ট গাড়ি। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হোমগার্ড জওয়ানের, যিনি গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। ৪ জন পুলিশ কর্মীকে আহত অবস্থায় সাসারামের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দীর্ঘ অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিআই (এম) নেতা নারায়ণ বিশ্বাস। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। দীর্ঘদিন ধরেই লিভারের অসুখে ভুগছিলেন ওই সিপিআই (এম) নেতা। বর্তমানে তিনি সিপিআই (এম)-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সম্পাদক পদে ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া জেলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে।প্রাক্তন মন্ত্রী এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সিপিআই (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক

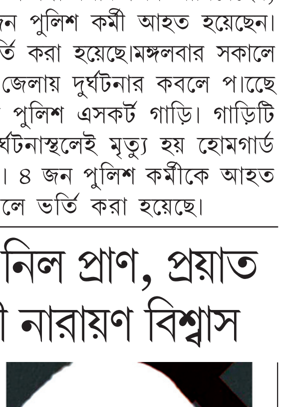

নারায়ণ বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। উনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতাতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

আগ্নেযাস্ত্র ও গুলি সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে সাফল্য

মালদা,৫ডিসেম্বরঃআগ্নেযাস্ত্র ও গুলি সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে সাফল্য পেল মালদার মানিকচক থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের অভিযান চালিয়ে মানিকচক থানার পাওযার হাউস মোর এলাকা থেকে বছর ২৩ এর এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে আদালতে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।ভ্ডপুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ধৃত ওই যুবকের নাম জিসান শেখ বয়স ২৩ বছর। মালদার কালিয়াচক থানার আলিনগর এলাকার বাসিন্দা।ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপ গান এবং এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ জানিয়েছে গত রবিবার গভীর রাতে মানিকচকের রাজ্য সড়কের ধারে পাওয়ার হাউস মোড় এলাকায় এই যুবক আগ্নেযাস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। ছিনতাই এর উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে এই যুবক বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। তারপরই মানিকচক থানার পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায় এবং ওই যুবককে ধরে তল্লাশি চালাতেই আগ্নেযাস্ত্র বেরিয়ে আসে। ধৃত ওই যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে এবং নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মালদা জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,০৬ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ১৯অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ০৬ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৯অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৯অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃবিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। শুভ দিনে হবে।
বৃষভ রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভ
মিথুন রাশিঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আজ আপনার সমস্যা
কর্কট রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।
সিংহ রাশিঃ এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোন হবে
কন্যারাশিঃআপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে ।
তুলা রাশিঃজয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।
বৃশ্চিক রাশিঃবাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একদিনের জন্য বাঁচার
ধনু রাশিঃ আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করে
মকর রাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। শুভদিন
কুম্ভ রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। যারা নিজের ঘনিষ্ঠজন বা আত্মীয়দের । আপনার সঙ্গী সহায়ক এবং জান **মীন রাশিঃ**স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এ।িয়ে চলুন। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। আপনার

৭৮১ টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকস্তর পর্যন্ত স্কুলে মাত্র ৭৮১ টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন। আজ বিধানসভায় তিনি বলেন, শিক্ষা দফতর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, গোটা রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ১৩ টি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, মাধ্যমিক স্কুল গুলিতে এই সংখ্যা ২৮, আপার প্রাইমারি স্তরে ৪৭৩ এবং প্রাইমারি স্কুলে শূন্য শিক্ষক পদের সংখ্যা ২৬৭। সুতরাং বিরোধীরা রাজ্যে যে তিন লক্ষ শিক্ষক পদ খালি থাকার অভিযোগ তুলছে তা ঠিক নয়। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আদালতের নির্দেশ মত এই শূন্য পদ গুলিতে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি আদালতের বেঁধে দেওয়া পথে নতুন পদে শিক্ষক নিয়োগের কাজও করা হবে। এজন্য শিক্ষা দফতর শিক্ষা সংসদ গুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

অনুপমের উপরে আক্রমণ ও একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ, বিচারকের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিজেপির সর্ব ভারতীয় সম্পাদক তথা বীরভূমের বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার তোলা অভিযোগের ভিত্তিতে দলের বীরভূম জেলা সাংগঠনিক সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং বিধায়ক অনুপ সাহার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় বিচারক বলেন, 'ক্ষমতায় আসার আগেই দলের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।' বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের মধ্যে বিগত কয়েকদিনে সবথেকে বেশি সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে অনুপম হাজরাকে। এমনকি, ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহর সভাতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ তোলেন। বিজেপি নেতা তাঁর উপরে আক্রমণ এবং তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে করা একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বীরভূমের দুই বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহা এবং অনুপ সাহার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন অনুপম হাজরার আইনজীবী। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, অভিযোগ কে করেছেন? আইনজীবী অনুপম হাজরার নাম বলতেই বিচারক বলেন, 'ক্ষমতায় আসার আগেই দলের একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।' এরপরই অনুপম হাজরাকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশকে অভিযুক্ত দুই নেতার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে মানা করা হয়েছে। তবে তাঁদের পুলিশের নোটিসে সাড়া দিতে হবে বলেও জানানো হয়। আগামী শুনানিতে কেস ডাইরি হাজির করতে হবে আদালতে। ১৩ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এছাড়াও অনুপমের একটি সভায় ভাঙচুরের অভিযোগ তোলা হয়েছিল ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শুধু ভাঙচুর করা হয়েছে বলা হয়। কখন এবং কী কী ভাঙচুর হয়েছে তার কোনও উল্লেখ নেই অভিযোগে বলে জানায় আদালত। তখন বিধায়ক ছিলেন বিধান সভায়। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে। পুলিশ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে বলে জানানো হয়। প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর ময়ূরেশ্বরে তাঁর একটি সভায় ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেন অনুপম হাজরা। এমনকি, তাঁর উপর হামলা চালানো হয় এবং তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা করে ফেসবুক পোস্ট করেন অনুপম। এই ঘটনায় তাঁর নিশানায় ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা। বীরভূমের বিজেপি জেলা সভাপতির 'বাহিনী' এই ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন অনুপম। জেলার এই দুই নেতার বিরুদ্ধে একাধিকবার বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছেন অনুপম হাজরা।

রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে বিদ্যাসাগর সেতুতে হাওড়াগামী দুটি লেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার থেকে বিদ্যাসাগর সেতুতে শুরু হচ্ছে যান নিয়ন্ত্রণ। রাত ১০ টা থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে হাওড়াগামী দুটি লেন। সেতুর উপরে ছোট গাড়ি, বাইক, যাত্রীবাহী গণপরিবহণ যাতায়াত করলেও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের জন্য বিকল্প রুটের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। গত ১ নভেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করেছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)। সেতু মেরামতির জন্য আগামী কয়েক মাস অন্য পথ দিয়ে পণ্যবাহী যান চলাচল করানো হবে। প্রথম পর্যায় বন্ধ রাখা হবে হাওড়াগামী লেন। পরের পর্যায়ে ফের বন্ধ থাকবে কলকাতাগামী লেন। কলকাতা পুলিশ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১০ টা থেকে ঘুরপথে যাবে পণ্যবাহী গাড়িগুলি। ডিএল খান রোডের দিক থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়ি বিদ্যাসাগর সেতুর বদলে এজেসি বোস রোড বা ডি এল খান রোড হয়ে হসপিটাল রোড, কে পি রোড, ডাফরিন রোড, মেয়ো রোড, ধর্মতলা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, টালা সেতু, বি টি রোড, ডানলপ হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে শহরের বাইরে যেতে পারবে।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে হয়ে গেল এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। এ বছরের বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের মূল ভাবনা ছিল 'জীবনের উৎস - মাটি ও জল '। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণকারী কৃষিজীবী মানুষের উপস্থিতিতে এদিনের এই সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় । নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ তাদের আলোচনায় মাটির স্বাস্থ্যরক্ষায় জৈব সারের ব্যবহার, ফসলের বৈচিত্র্য এবং জীবাণু সারের ব্যবহার নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। ফসলের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনায়. শস্য বিজ্ঞানী সোমনাথ সর্দার তুলো চাষের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। সুন্দরবনের নোনা মাটিতে তুলো চাষ যেমন মাটির নোনা কাটিয়ে দিতে পারে। তেমনি মাটিকে উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে পারে। ভালো ফলনের মাধ্যমে চাষীর মুখে হাসিও ফুটিয়ে তুলতে পারে। জলের সুসংহত ব্যবহার নিয়ে নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে বোরো ধান চাষে যে বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল আহরণ হচ্ছে তার কুপ্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল চাষী ভাইদের ও মায়েদের হাতে নারকেল,সবেদা ও সুপারি জাতীয় ফলের গাছ তুলে দেওয়া হয়। জয়নগর ১, ২, মথুরাপুর ১,২ ও কুলতলি ব্লক থেকে কৃষকেরা এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

আবুধাবি টি-১০-এর জন্য নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স স্পন্সর করছে

৫ ডিসেম্বর ঃ এটা এমন এক অংশীদারিত্ব যা খেলা পুরো বদলে দেবে ক্রিকেটের স্পন্সরশিপের কাঠামোকে। একেবারে নতুন করে সাজানোর প্রতিশ্রুতি করা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপে, বাবু ৮৮আসন্ন আবুধাবি টি-১০ টুর্নামেন্টের জন্য, উৎকৃষ্ট ক্রিকেট দল, নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স-এর স্পন্সরশিপের কথা গর্বের সাথে ঘোষণা করেছে। এই কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাবু ৮৮ ও নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স উভয়ের জন্যই একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে, যা ক্রিকেটের মাঠে উৎকর্ষতার প্রতি আবেগ, স্পোর্টসম্যানশিপ, ও শেয়ার করা প্রতিশ্রুতিকে একসাথে মিলিত করে।

ইন্ডিয়া জোটের পিন্ডি চটকে গেছে, হাওড়ায় মন্তব্য শুভেন্দুর

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৫ ডসেম্বর ঃ ইন্ডিয়া জোটের পিন্ডি চটকে গেছে। ইন্ডিয়া জোটের সবাইকে বলব গয়ায় গিয়ে এবার শেষ কাজটা করে আসতে। মঙ্গলবার সকালে রাজ্য বিজেপির আয়োজনে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য প্রশিক্ষণ বর্গ শীর্ষক এক শিবির উপলক্ষে হাওড়ায় এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মন্তব্য করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, তিন রাজ্যের ভোটের ফলাফলে যে ঝড় এসেছে তাতেই ইন্ডিয়া জোটের পিন্ডি চটকে গেছে। এদিন শুভেন্দু অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন, এদের গোটা মন্ত্রিসভা চোর। গতকাল ধর্মেন্দ্র প্রধান এদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এরা সব চাল চোর, আটা চোর, গম চোর। এরা সবাই নিকৃষ্টতম চোর। এখন পিসির আলাদা গোষ্ঠী। ভাইপোর আলাদা গোষ্ঠী। সুতরাং সর্বত্র মারপিট তো হবেই। যতদিন না পিসিকে ১৪ তলা থেকে নিচে নামাতে না পারছি ততদিন বোমা ফাটতেই থাকবে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সরকারি হাসপাতালের ২৮ জন ডাক্তারদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি আর তার পরিবারকে রাজবৈদ্য হয়ে পাহারা দিতে। কুড়ি লক্ষ জনসংখ্যার শহরে এনসিআরবি'র রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতায় অপরাধ সবচেয়ে কম, এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, আমি এটা বিশ্বাস করিনা। নির্বাচনে গণনার পর হতাহতের সংখ্যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিপিএমের সংখ্যার সমান। তাঁর প্রশ্ন ২০২১ এর নির্বাচনের পর অনেককে ঘর ছাড়তে হয়েছে, অনেক বিজেপি কর্মীকে শহীদ হতে হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৫ জনকে খুন হতে হয়েছে। এক কোটি মানুষ ভোট দিতে পারেনি। অনেকে নমিনেশন জমা দিতে পারেননি, কাউন্টিং হলে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

হাটে আসার আগে খোদ মালিককেই আটকে রেখে সর্বস্ব লুঠ করে পালিয়ে গেল শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ হাটে আসার আগে খোদ মালিককেই একটি ঘরে আটকে রেখে সর্বস্ব লুঠ করে পালাল এক শ্রমিক। চাঞ্চল্য হাওড়ার গোলাবাড়িতে। জানা গেছে, হাওড়ায় হাটে ব্যবসা করতে যাওয়ার জন্য রাতে ওই শ্রমিককে নিয়েই কারখানায় ছিলেন মালিক শ্যামসুন্দর দাস। সকালে যখন হাটে যাওয়ার জন্য তিনি বাইরে বেরতে যান তখন শ্যামসুন্দর বাবু দেখেন দরজা বাইরে থেকে আটকে রাখা হয়েছে। ব্যাগ থেকে লোপাট হয়ে গিয়েছে লক্ষাধিক টাকা ও মোবাইল ফোন। এদিকে, বাইরে বেরতে না পেরে দরজা ধাক্কা দিতে থাকেন মালিক। এরপর কয়েক ঘন্টা পরে এসে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। হাট ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর দাস বলেন, কাজের কথা বলেছিলাম হাটের মুটিয়াদের সঙ্গে। সেই অনুযায়ী রবিবার একটি ছেলেকে নিয়ে আসা হয় আমার কাছে। ওই ছেলেটির বাবা দুপুরে আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমাকে জানানো হয় ছেলেটি ক্যানিংয়ের বাসিন্দা। দুপুর বেলায় সে

খেয়ে ঘুমোয়। হাটে যেতে হবে সেই কারণে রাতে সে শুয়ে পড়ে। রাত প্রায় ১২টা নাগাদ বাথরুমে যায়। এরজন্য সে চাবি চায়। সে বাথরুমে যায়। ফিরে এসে সে শার্টার অর্ধেক খুলে রেখে শুয়ে পড়ে। তারপর আমিও ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর দেখি ছেলেটি নেই। শার্টার তুলে দেখি বাইরের দরজায় তালা দেওয়া। পিছনের জানালা দিয়ে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। ঘরের ব্যাগে দেখি ব্যাগের চেন সব খোলা। সেখানে রাখা লক্ষাধিক টাকা উধাও। তারপর দেখি বাইরেও তালা দেওয়া। পরে জানালা দিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকি। তখন তাঁরা এসে তালা কেটে বের করেন।

জাতীয় যোগাসনে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়ে সেরা সৃজা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৫ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের প্রতিভার অভাব নেই। অভাব যেটা আছে সেটা প্রতিভা বিকাশ। অসম্ভব সাধনা এবং অধ্যাবসায়কে সামনে রেখে একটি সাফল্য অর্জন করে চলেছে। সদ্য আসামের গৌহাটিতে ডিটিআর পি নেহেরু স্টেডিয়ামে ২৩ থেকে ২৬ শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৮ তম সাব জুনিয়র ও জুনিয়র জাতীয় যোগাসন চ্যাম্পিনশিপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তিনটি বিভাগে বাংলার মেয়ে সৃজা সাহা প্রথম স্থান লাভ করে সোনার পদক পেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছেন। বাংলার সৃজা সাহা নামটা যোগাসন মহলে ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য জাতীয় স্তরে ধারাবাহিক পারফরমেন্সের দৌলতে সৃজ কে ভবিষ্যতের তারকার মতো দেখাচ্ছে। হুগলি চন্দননগরের দু নম্বর মহাডাঙ্গা কলোনির বাসিন্দা সৃজা তার বাবার সুশান্ত সাহা ইলেকট্রিক ব্যবসায়ী। তার মা নবনীতা যোগাসনের সর্বক্ষণের সঙ্গ। সে চন্দননগর সঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। দিদি সুদীপা বি এ গ্র্যাজুয়েট। ওই প্রতিযোগিতায় সৃজা ১৪ থেকে ১৬ বছরের গ্রুপে ট্রেডিশনাল বিভাগে অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া দলগত বিভাগী আর্টিস্টিক ও ফ্রি ফ্লো যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সেখানে দুটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনা পেয়েছে। তিনটি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পদকের সাফল্যে এক নজির সৃষ্টি করেছে।। বাংলা থেকে মোট ৩০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। আর ২৮ টি রাজ্য দল অংশগ্রহণ করে। এই মুহূর্তে বাংলার যোগাসনে অসংখ্য সাফল্যের অধিকারী ছোট্ট সৃজা। মাত্র ছ বছর বয়স থেকেই যোগ অন্ত প্রাণ সৃজাকে হাতে খড়ি দেন প্রশিক্ষক অমিত কুমার দাস। সেই থেকেই তার ধ্যান জ্ঞান ছিল কি করে যোগাসনে সাফল্য পাওয়া যায়। সৃজার সেই চেষ্টা বিফলে যায়নি। এই নজর করা সাফল্যে গর্বিত হলো বাংলার যোগাসন মহল। তার মা নবনীতা গৌহাটি থেকে মুঠোফোনে বললেন আগামী দিনের এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সৃজা। তবে যদি কোন স্পন্সর বা সহৃদয় ব্যক্তি আর্থিক সাহায্য করেন তাহলে খুবই উপকৃত হব। প্রসঙ্গত ২০১৯ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলার হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

পরীক্ষা দিতে এসে 'ধাক্কা' খেল ছাত্র

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর, ৫ ডিসেম্বর ঃ 'ফিজ দিতে না পারায় পরীক্ষা দিতে এসে ' ধাক্কা' খেল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্র। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের শরপল্লি এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে। জানা গিয়েছে, ওই স্কুলে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা। ইংরেজি, বাংলা পরীক্ষার পর মঙ্গলবার ছিল ভূগোলের পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পরিবারের দাবি, স্কুলের তরফ থেকে বলা হয় স্কুলের ফিজ.বাকি থাকার কারণে তাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। এমনকি তাকে 'ধাক্কা' দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে যান তারকেশ্বর পৌরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু- সহ পৌর প্রতিনিধিরা।

তথ্য লুকিয়েই শহরের তকমা, দাবি শমীকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ তথ্য লুকিয়েই সুরক্ষিত শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা। দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি-র মুখপাত্র শমিক ভট্টাচার্য । ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (এনসিআরবি) রেকর্ড অনুযায়ী, ২০২২ সালেও দেশের প্রধান শহরগুলির মধ্যে নিরাপদতম শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা। রিপোর্ট মোতাবেক, ২০২০ এবং ২১ সালের থেকে কলকাতায় ২০২২ সালে অপরাধের সংখ্যা কমেছে। অপরাধের হার লাখ প্রতি জনসংখ্যায় সবথেকে কম কলকাতার। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, শহর কলকাতার জনসংখ্যা ১৪.১১ কোটি। সেখানে অপরাধ হয়েছে ১১ হাজার ৩৮। এ ব্যাপারে শমীকবাবু বলেন, ' সরকার সঠিক তথ্য তুলে ধরছে না। তথ্য ধামা চাপা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সেফ সিটির জায়গায় আসছে। কলকাতায় মানুষ দেখছে, পুলিশ কিয়স্কের সামনে মানুষকে কুপিয়ে মারছে।''

চুঁচুড়া পুরসভার যুব কল্যাণ দফতরের কম্পিউটার চুরির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ পুরসভার যুব কল্যাণ দফতরের কম্পিউটার চুরির অভিযোগ ঘিরে সরগরম হুগলি জেলা। পরিকল্পিতভাবে এই চুরি অভিযোগ বিজেপির। হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার যুব কল্যাণ দফতরের কম্পিউটার চুরি হয় গত ২৮ নভেম্বর। সেই ঘটনায় এখনও অবধি কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। পুরসভার কম্পিউটার চুরির পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ। তথ্য লোপাট করার জন্য পরিকল্পনা করে এই কাজ করা হয়েছে। এমন অভিযোগে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে মিছিল করে চুঁচুড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, একাধিক পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে হানা দিচ্ছে ইডি ও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে তদন্তকারী সংস্থা। তথ্য লোপাট করতে তাই পরিকল্পিতভাবে এই চুরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ সরাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। চ্যাংদোলা করে বিজেপি কর্মীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা সূত্রে খবর, যেখানে কম্পিউটারগুলি রাখা ছিল সেখানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি খারাপ। তবে পুরসভার তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরসভা বিজেপির যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে।বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, 'চুঁচুড়া পুরসভা থেকে একাধিক কম্পিউটার চুরি গিয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। যেখানে একাধিক সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে সেখান থেকে কী ভাবে এই চুরি হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৩/৫০, তারিখ ০৪.১২.২০২৩। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি যথাক্রমে ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ১০২৩১০৯১; হাই টেন্সাইল ট্রানজিশন সি.বি. কাপলার ইত্যাদির ব্যবস্থা; ১,৪৯,৩০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ০৮২৩১০৫৯; রেক্টিফাইং ইত্যাদি সমেত ৪.৫ কেডব্লু অল্টারনেটর সংগ্রহ; ১,৬৮,৬১০ টাকা। (৩) ১০২৩১৮১৬এ; কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (সিএফএল) অ্যাসেম্ব্রি ইত্যাদি; ০। (৪) ১১২৩১২২৯এ; ইউআইসি ভেস্টিবিউল বেলোর আপার ফ্ল্যাঞ্জ; ৬১,২৫০ টাকা। (৫) ২০২৩১৯৬১; ইএমইউ ট্র্যাকশন কোচগুলির জন্য ব্রেক হেড এবং ব্লক কমপ্লিট; ৭৩,৭০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ১০২৩১৫৯৬এ; ব্যাটারি বক্স ইত্যাদির সেট সংগ্রহ; ৫৩,১৯০ টাকা। (৭) ১১২৩১৮০৮; অ্যাক্সল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদির জন্য লোয়ার স্প্রিং সিট সংগ্রহ; ১,৮৮,৪০০ টাকা। (৮) ১২২৩৫৪৫০; ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ারস সংগ্রহ; ৭৪,০৩০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৯) ১২২৩৫৩০৭; সিএমএস ক্রসিং সংগ্রহ, ৬০ কেজি ১ ইন ১২ (টি-৪২২০); ১,২১,২১০ টাকা। (১০) ২০২৩৫০৩৭এ; ফিল্টার এলিমেন্ট ইত্যাদি সহ এয়ার সাপ্লাই ইউনিট সংগ্রহ; ১,১৩,৬৩০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১১) ০৫২৩১২৮০; সোপ লন্ড্রি বার সংগ্রহ (মাপ ঃ আনুমানিক ৫০×৫০×৩৭০ মিমি এবং ন্যূনতম ওজন ৯০০ গ্রাম), আই.এস. স্পেসিফিকেশন ২৮৫/১৯৯২ তৎসহ অ্যামেন্ডমেন্ট নং ১ থেকে ৪, টাইপ-১, শেল্ফ লাইফ ১২-১৮ মাস; ১,৪৪,৭০০ টাকা। (১২) ১১২৩৫০১৪; এয়ার স্প্রিং বেলো ইত্যাদি সংগ্রহ; ২,৩২,৪৬০ টাকা। (১৩) ১৫২৩৫০৮৭এ; ৩ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ; ৫২,০০০ টাকা। (১৪) ২০২৩২১৩৮এ; ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ মোটর কোচ, সিজিএল, তৈরি এইচএইচপি ট্র্যাকশন মোটর, টাইপ-সি১০০৫ পিই বেয়ারিং এন্ড শিল্ড এবং স্পেয়ারস; ১,৭৩,৭৮০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৭.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৫) ১৫২৩৫১৩৮; অ্যানেক্সার/অ্যামুড এম/সি / কেপিএ অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মাইকা আন্ডার কাটিং ও ডিবারিং মেশিন সরবরাহ ও চালুকরণ; ৮০,৩২০ টাকা। (১৬) ১৫২৩৫১৪৩; এএমসি সহ ১৪০ টন ক্ষমতার পিটলেস ইলেক্ট্রনিক ইন মোশন ওয়ে ব্রিজ সরবরাহ ও চালুকরণ (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং ডব্লুডি-২৯ এমআইএসসি-১৯ (রিভ-১); ৮০,০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭) ১০২৩২৫২৫এ; মিডিয়াম ফসফরাস (কাস্ট আয়রন) ব্রেক ব্লক ইত্যাদি; ৮৮,৫৯০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৮) ২২২৩৫৫৯৯এ; ইঞ্জেকশন এমিসিজুম্যাব ৬০ মিগ্রা/০.৪ মিলি ভায়াল; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.১২.২০২৩-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯) ১০২৩২১৫৮; এফ.এল. ল্যাম্প ইত্যাদির সেট সংগ্রহ; ৫০,৪৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২০) ২১২৩১১২৬এ; এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি; ৪,০৬,০৭০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২১) ০৭২৩১০৮৩; এক সারফেসে চেকারড্ ডিজাইনের উড বেসড্ ইমপ্রেগনেটেড কম্প্রেসড্ ল্যামিনেট্স সংগ্রহ মাপ ঃ (৩৩৫০±১০ মিমি) × (৭৭০±৫ মিমি) × ১২ মিমি, যার আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং সি-৯৪০৭, টাইপ-২ (রিভ.০৩ অফ ফেব ২০০৭) তৎসহ ০৪ অ্যামেন্ডমেন্ট - সর্বশেষ অ্যামেন্ডমেন্ট স্লিপ নং ০৪ যা জুলাই-২০১৯-এ ইস্যু করা হয়েছিল এবং তৎসহ করিজেন্ডাম নং-১ অফ জুন-২০১৫; ৫,৪৫,৯৪০ টাকা। (২২) ১১২৩১১২৫; লোকালাইজড্ ব্রেক ডিস্ক; ২০,০০,০০০ টাকা। (২৩) ১৫২৩৫০৩২সি; এএমসি সহ হাইড্রলিক প্রেস ভার্টিক্যাল সংগ্রহ; ৭৯,৪৪০ টাকা। (২৪) ২০২৩১০২০; ইএমইউ/মোটর কোচের জন্য নাইলন বুশের সেট; ১,০৪,৫০০ টাকা। (২৫) ২০২৩১০৯৩; ইএমইউ কোচগুলির এয়ার সাসপেনশন সিস্টেমের জন্য লিভার স্থাপন; ৫৪,৯৫০ টাকা। (২৬) ২০২৩১০৯৯; ইন্টার/আফ্টার কুলার ইত্যাদি; ৬০,২৫০ টাকা। (২৭) ২০২৩১৪৯২; এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে লাগানো ২০ টন অ্যাক্সল বগির জন্য ব্রেক বিম ইনার; ১,০৮,১২০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৮) ১০২৩২১৪১এ; পি৭/জি৯ লোকো ইত্যাদির জন্য ইলাস্টিক রিং সংগ্রহ; ১,৮৪,১০০ টাকা। (২৯) ১০২৩২৪৭০; সেশেরন কন্ট্যাক্টর টাইপ বিপিএস ইত্যাদির জন্য এওএইচ/আইওএইচ/পিওএইচ কিট সংগ্রহ; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩০) ০৫২৩১০১২; পেইন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং সিগন্যাল রেড সংগ্রহ; ০। (৩১) ১৫২৩৫০৮৬এ; ১০ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন সংগ্রহ; ৮০,০০০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩২) ০৮২৩১০৫৭; ৪.৫ কেডব্লু ইত্যাদির জন্য ভি-ডিপ গ্রুভ অ্যাক্সল পুলি সংগ্রহ; ৯৭,৯১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৩) ১০২৩১২৭৬; মোটর ইত্যাদি সহ অক্সিলিয়ারি কম্প্রেসর কমপ্লিট; ৫৯,৪৩০ টাকা। (৩৪) ১০২৩২৩৭৬; হাইড্রলিক ড্যাম্পার ইত্যাদি ক্রয়; ৮৬,৭৬০ টাকা। (৩৫) ১৫২৩৫১৪৯; ইওটি ক্রেন সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ, ক্ষমতা-১০ টন, কফমৌ স্পেসিফিকেশন নং সিওএফএমওডব্লু/আইআর/ইওটিসি/২০২০, রিভ-০ অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন; ৯০,৪১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৬) ১১২৩১৫২৩; স্মোক ডিটেক্টর এবং ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম ইত্যাদি; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৭) ১১২৩১০৭৩এ; ফিটিংস সহ সেফটি ওয়্যার রোপ; ৬৬,৬১০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৮) ১১২৩১১৩৪; বেয়ারিং; ৬৭,৫৪০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০১. ২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৯) ০৮২৩১১৪৫এ; ৭৫০ ভি ইত্যাদির মেজারিং ও মনিটরিং রিলে সংগ্রহ; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪০) ১৫২৩৫১৫৭; সংলগ্ন অ্যানেক্সার 'এ'তে প্রদত্ত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এয়ার প্লাজমা কাটিং ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ ও চালুকরণ; ৬০,১৩০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪১) ১১২৩১০৯১; ফ্ল্যাট পলিভিনাইল এক্সপ্যানশন মোল্ডিং; ৭৯,৫৫০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪২) ০৫২৩১২৮১; টু কম্পোনেন্ট ইপোক্সি টপ কোট ইলাস্টিফায়েড কালার শেড সংগ্রহ, আরএএল-৭০১২; ০। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০২.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪৩) ০৮২৩১৪৮৩; ব্যাটারি ১১০ ভি, ২০০ এএইচ, লেড অ্যাসিড ব্যাটারি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০। টেন্ডার মূল্য ঃ নেই (প্রতিটির জন্য)। দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং https://www.ireps.gov.in-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-55/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজে দেবার জন্য ই-অকশন

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/ই-অক/২০২২, তারিখ ০১.১২.২০২৩। রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০১টি এসএলআর লিজে দেবার জন্য ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নেওয়া প্রয়োজন। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ ঃ অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৩-৬ডি। ট্রেন নম্বর ঃ ০১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০১টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১১.১২.২০২৩, সকাল ১০.৩০টা।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১

(HWH-381/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Electrical), KMC invites e-tender by two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/49/MKT/54/VI/II/23-24

Name of the Work : **Operation & maintenance of electrical distribution network and routine maintenance of different passage of ground floor and 1st floor of Entally Market, BR-VI, KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,67,721.00**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **300 days**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/50/MKT/54/VI/II/23-24

Name of the Work : **Operation & maintenance of electrical distribution network and routine maintenance of Vidyasagar Market, Entally e-Governance Office, Market Superintendent Office along with labour Qtr. and other offices under Ward No. 54, BR-VI, KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,67,721.00**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **300 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/51/MKT/46/VI/II/23-24

Name of the Work : **Operation & maintenance work for electrical distribution network and routine maintenance of S.S. Hogg Mkt. (Old) KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,67,721.00**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **300 days.** Last date and time of submission of bid : **19.12.2023 at 4 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from : **06.12.2023 at 4 p.m.** at **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/472

Name of the Work : **Installation of lighting arrangement by energy efficient eco-friendly led lights at no light area at Matheswartala Road towards Topsia N. Road and surrounding area in Ward No. 66, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,71,120.56**. Earnest Money : **Rs. 9,500.00**. Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/473

Name of the Work : **Installation of lighting arrangement by energy efficient eco-friendly led lights at no light area at Matheswartala Road towards China Gate (Maa Flyover) and surrounding area in Ward No. 66, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,81,725.56**. Earnest Money : **Rs. 9,700.00**. Period of Completion : **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/474

Name of the Work : **Improvement of bustee lighting system of no light zone area at 1, Seal Lane (Bhagawan Das Bustee) in Ward No. 56.** Estimated Amount : **Rs. 4,58,656.15**. Earnest Money : **Rs. 9,200.00**. Period of Completion : **30 days**. Last date and time of submission of bid : **15.12.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]**. Technical bid open on : **16.12.2023 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (6 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3]**.

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/469

Name of the Work : **Improvement of street lighting at Karaya Road (market place), Beck Bagan Row, Nasiruddin Shah Road and Congress Exhibition Road in Ward No. 64, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,97,982.52**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00.** Period of Completion : **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/492

Name of the Work : **Deployment of operations for electric vehicle charging station (EVCS) at 104, New Park Street (near Topsia P.S.) and 2 Circus Avenue, Kolkata 700 017, KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,84,920.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **365 days**.

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/493

Name of the Work : **Operation & maintenance of lighting system at "Peace World" Mortuary Building, Topsia Hindu Burial Ground, sub-register office & labour quarter in Ward No. 59, BR-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,84,920.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **365 days**. Last date and time of submission of bid : **15.12.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 4 to 6]**. Technical bid open on : **16.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 4 to 6]**. The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 4 to 6].**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/480 (1st Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of trident fittings, LED lamp for decorative lightings system at Harish Mukherjee Road (from AJC Bose Road Xing to Gurudwara Xing and Nandan Road Xing to Suhasini Ganguly Xing) in Ward No. 71.** Estimated Amount : **Rs. 2,47,234.00**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/481 (1st Call)

Name of the Work : **Supply and delivery of trident fittings, LED lamp for decorative lightings system at D.L. Khan Road East Flank in Ward No. 71.** Estimated Amount : **Rs. 2,46,608.00**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of bid : **15.12.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 6 & 7].** Bid opening date for technical proposals (online) : **15.12.2023 at 4 p.m. [For Sl. No. 7 & 8]**. The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2023 at 4 p.m. [For Sl. No. 7 & 8].** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8]**.

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/486

Name of the Work : **Development of lighting system at Coal Dock Bustee, Hussain Shah Bustee and surrounding areas in Ward No. 79 under BR-IX**. Estimated Amount : **Rs. 1,98,213.51**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/487

Name of the Work : **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No. 79**. Estimated Amount : **Rs. 4,96,902.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **366 days**.

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/488

Name of the Work : **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No. 84**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,212.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **366 days**.

(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/489

Name of the Work : **Installation of decorative LED street lighting system at Deshapriya Park Road, Deshapriya Park Road West and Park Side Road in Ward No. 84**. Estimated Amount : **Rs. 4,49,670.18**. Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 days**. Last date and time of completion of bid : **18.12.2023 up to 2 p.m. [For Sl. No. 9 to 12]**. Tender opening date and time : **19.12.2023 at 2 p.m. [For Sl. No. 9 to 12]**. The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2023 from 2 p.m. [For Sl. No. 9 to 12]**. For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **[For Sl. No. 9 to 12]**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online two part bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/115/23-24

Name of the Work : **Installation of LED singe board of I love Kolkata and Mono Pole at Lords Bakery Crossing in Ward No. 93, BR-X.** Estimated Amount: **Rs. 4,93,566.80**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **20 days**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/116/23-24

Name of the Work : **Installation of LED singe board of I love Kolkata and Decorative Pole at in front of Rathtala Bus Stand area in Ward No. 91, BR-X.** Estimated Amount : **Rs. 4,95,135.33**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **20 days**. Last date and time of completion of bid : **15.12.2023 up to 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2023 at 2 p.m.** in the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/54

Name of the Work : **Installation of street lighting system from Panikal More to T-250 Garden Reach Road (Murry Road More) and others allied Electrical Works in Ward No. 138, BR-XV.** Estimated Amount : **Rs. 3,94,300.20**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/55

Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Bara Bagan Lane, Kashyap Para and others in Ward No. 138, BR-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,98,744.30**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/LTG/RS/23-24/56

Name of the Work : **Repairing and renovation works of street lighting system at Golam Mollah Lane, Ratan Ghosh Lane and others in Ward No. 139, BR-XV**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,923.13**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/LTG/CM/23-24/29

Name of the Work : **Electrical works for proposed rest shed at Bichali Ghat 42B Bus stand at Wajid Ali Shah Road in Ward No. 135, BR-XV**. Estimated Amount : **Rs. 3,29,759.95**. Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **20 days**. Last date and time of submission of bid : **19.12.2023 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 4]**. The bid forms and other details are available on and from : **08.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**. For corrigendum/addendum etc. if any, the same website has to be seen. **[For Sl. No. 1 to 4]**

1044/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৬ সংখ্যা, বুধবার, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

নিরাপদ কলকাতা, অপরাধের শীর্ষে দিল্লি

সম্পাদকীয়

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো রিপোর্ট ২০২১ সালে দেশের প্রথম শ্রেণির শহরগুলির মধ্যে সব চেয়ে নিরাপদ শহর হল কলকাতা। ২০২২ সালের জন্যও এই তকমা ধরে রাখল এই শহর। যদিও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা অপরাধের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে। উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের পরই পশ্চিমবঙ্গ। তবে মহিলাদের অপরাধের ক্ষেত্র তালিকায় দিল্লি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মহিলাদের ওপরে কম অপরাধ হয়েছে কোয়ম্বত্তুরে। রিপোর্ট বলেছে ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে অপরাধের সংখ্যা কম হয়েছে। ২০২১ সালে অপরাধের সংখ্যা ছিল ১৩,০৬৭টি। সেখানে এবারে দুই হাজার কম দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এবারের সংখ্যা ছিল ১১, ০৩৮টি। দিল্লিতে সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। সেখানে দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার নয় শত অষ্টাশি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। প্রতি লক্ষ জনস,ংখ্যার হাতে অপরাধের সংখ্যা কলকাতায় কম বলা যেতেই পারে। তবে জনসংখ্যার নিরিখে ছোট শহর আমেদাবাদ, পুণে, তোয়েম্বত্তুর, সুরাতও অপরাধে এগিয়ে রয়েছে। ভারতের যে সব শহরে অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে সেখানে কলকাতার অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। তবে এনসিআরবি'র রিপোর্ট বলেছে যে শুধু মাত্র জনসংখ্যার বিচার করে অপরাধ কম বা বেশি বলা যায় না? আসলে শহরের মানুষেরা কেন অপরাধী মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করেছে তা দিকে বেশি করে নজর দিতে হয়। শহরের লোকেরা যখন অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি করতে শুরু করে সেখানকার পুলিশ প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়ে দেওয়াটা রাজ্য প্রশাসনের কাজ। সেই কাজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে থাকে। কলকাতা শহরের পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয়। তার ফলে কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে। কলকাতা পুলিশ অপরাধ ঘটলে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এক একটি বছরে দেখতে পাওয়া গিয়েছে অপরাধ ক্রমশ তলানিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে। কলকাতায যেসব অপরাধ সংগঠিত হয় তা কিন্তু বলতে গেলে রাজনৈতিক ঝামেলা। মহিলা ঘটিত অপরাধ কলকাতায় বেশি হতে দেখা যায় না। তার কারণ হচ্ছে এখান পুরুষ মহিলারা এক সঙ্গে কথা বলতে পারে। এক সঙ্গে বেড়াতে পারে। এক সঙ্গে মেলা, উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কোনও ভেদ রাখা হয় না মেলামেশার ক্ষেত্রে। পুরুষরা যদি বেশি সহজ করে মহিলাদের সঙ্গে মিশতে পারবে ততই অপরাধ কম হতে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে মহিলারা রাজনৈতিক দলে অংশ গ্রহণ করে বেশি। মিছিল মিটিং করে বেশি করে মহিলারা। তারাই স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করা থেকে শুরু করে বাইরে এবং সংসারের কাজ করে থাকে। মহিলাদের যত বেশি স্বাধীনতা দেওয়া যাবে ততই মহিলা অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে। কলকাতায় এখনও রাতের বেলায় মহিলারা বিবাহ বাড়ি থেকে ফেরে গা ভর্তি গহণা পরে। তবে এর মধ্যে যে অপরাধ সংগঠিত হয় তা নয়। তবে সংখ্যায় অত্যন্ত কম। মহিলাদের নিয়ে মাথা বেশি ঘামায় না কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা। পশ্চিমবঙ্গের পুরুষরা মহিলাদের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলে। কোনও মহিলা সংগঠিত গটনার সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষরা জড়িয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু দিল্লিতে সেখানকার পুরুষদের মানসিকতটা একেবারে আলাদা রকমের। তারা মহিলাদের একটু কুনজরে দেখে থাকে। তার ফলে সেখানে মহিলাদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। দিল্লিতে মহিলারা রাস্তায় বের হতে পারে না সন্ধ্যার পরে। তারা নির্ভয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে না ভারতের রাজধানি দিল্লিতে। সবর্দা মহিলারা সেখানে ভয় ভীতির মধ্যে বিরাজ করতে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য

অখণ্ড ভারত গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্রমশ এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য দিল্লিতে যখন মাউন্টব্যাটেন উপস্থিত হন। তখন ভারত ভাগ করে সৃষ্টি হল পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কা ভারত ত্যাগ করলো। বর্মাকে স্বাধীন করে দেওয়া হল। ভারতকে ছোট করে দিয়ে ইংরেজরা দেশত্যাগ করলো। এবারে কিন্তু বিজেপি সরকার অখণ্ড ভারত তৈরি করার দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। মোদি চাইছেন পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং বর্মা যেমন ভারতের মধ্যে ছিল সেই রকম অবস্থায় এসে উপস্থিত হোক। পাকি্সানের বহু নাগরিকেরা ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে। তারা নিজেদের ভারতীয় নাগিরক বলতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের বহু নাগরিকেরা এখন ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার কথা বলছে। শ্রীলঙ্কাও সেই পথ ধরে এগিয়ে চলছে। অখণ্ড ভারত গড়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ একই পথ ধরেছেন। কংগ্রেসের ভারত জোড়া আন্দোলনকে এবার মোদি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। ভারত জোড়ো আংেদালনের মূল কথা হলো অখণ্ড ভারত তৈরি করা। কংগ্রেসের ভারত জোড়ো আন্দোলনের পথকে বিজেপি দলের নেতারা এবারে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। কাশ্মীরে লালবাগে গিয়ে রাহুল গান্ধি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে অখণ্ড ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিজেপি কংগ্রেস একই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিজেপি দল সরকারের রয়েছে। ফলে প্রশাসনিক দিক দিয়ে বিজেপি দল চেষ্টা করছে অখণ্ড ভারত নির্মাণ করতে। এই অখণ্ড ভারত নির্মাণ করতে গেলে নেতাজির আদর্শকে সমানে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। সেই কারণে দিল্লিতে নেতাজির মূর্তি স্থাপন এবং রাজপথের নাম পরিবর্তন করে 'কর্তব্য পথ' তৈরি করা হয়েছে। কর্তব্য পথ তৈরি করার একটি অর্থ রয়েছে সেটা হচ্ছে বিজেপি দল এখন অখণ্ড ভারত নির্মাণ করতে ব্যস্ত। সেই কারণে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর শ্রীলঙ্কা সফর করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে কথা চালাতে শুরু করেছেন। পাকিস্তান থেকে তো আপনা আপনি আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে তারা ভারত ভুক্তি চায়। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধে পকিস্তানের আর্থিক অবস্থা একেবারে টলমল। পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করার মতো পরিস্থিতি নেই। চিন সযোগ বঝে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। ভারত কাশ্মীরের ব্যাপারে চিনের সঙ্গে কোনও কথা বলতে রাজি নয়। মোদির কৌশল হচ্ছে অখণ্ড ভারত নির্মাণ করা।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

তিনি সব সময়ে সদানন্দ থাকেন। মনকে সুস্থ করতে হবে। শিশুদের ভালো বাসতে হবে। যিনি শিশুদের ভালোবাসেন তিনি সবাইকে ভালো বাসতে পারেন। শিশুরা হচ্ছে ঈশ্বরের দূত। তাদের হাসি হচ্ছে ঈশ্বরের হাসি। সেই হাসি সবার মনকে আনন্দ দান করে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন।

কলকাতার প্রতিটি উদ্যান স্বদেশি সংগ্রামের পীঠস্থান

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্বপ্রকাশের পর)

দ্মপুকুর স্কোয়ার ঃ 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক গোপাললাল সান্যালের নেতৃত্বে কলকাতার পদ্মপুকুর রোড, বকুলবাগান রোড এবং রসময় রোড পরিক্রমা করে একটি মিছিল এসে উপস্থিত হল পদ্মপুকুর স্কোয়ারে। উদ্দেশ্য 'স্বাধীনতা দিবস' পালন। পুলিশ এসে জানালো কোনও রকম সভা করা চলবে না। কিন্তু পুলিশের কথাকে অমান্য করতে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে শুরু করে এবং বেশ কয়েকজন নেতাকে ধরে ভবানীপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। এর কিছুদিন বাদে হিজলী জেলে যা ঘটল তা পৃথিবীর মানুষকে লজ্জা দেবে। হিজলি জেলে পুলিশ বঃিদদের ওপরে গুলি চালানো থেকে শুরু করে লাঠিচার্জ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে বঃিদ বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্র এবং বরিশালের তারেকেশ্বর সেন শহিদ হলেন। এই ঘটনার খবর আশা মাত্র সারা দেশের মানুষ বিচলিত হয়ে পড়ল। রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর মর্মাহত হলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ময়দানে একটি সভা ডাকা হল। লক্ষাধিক মানুষ জড়ো হয়েছিল এসপ্লানেডের প্রাঙ্গনে। এই জনসভায় আয়োজক ছিলেন সুভাষ চঃদ্র বোস, যতীঃদ্রমোহন সেনগুপ্তপ্রমুখ। হিজলি জেলে পুলিশের গুলি চালানোর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন রবীঃদ্রনাথ- ''আমি রাষ্ট্র নেতা নই..এই যে হিজলির গুলি চালানোর ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মানুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে...ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।..আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ.প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিমত অধিকার নিয়েপ্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন শক্তি?'' এদিকে ইংল্যাণ্ডের গোল টেবিল বৈঠক ফলপ্রসূ হল না। তার ফলে শুরু হয়ে গেল আইন অমান্য আংেদালন। তবে এবারে গণ আইন অমান্য আংেদালন নয়, ব্যক্তি আইন আমান্য আংেদালন। গান্ধিজি যুক্তি দেখালেন যে অহিংস পুজারিদের 'একলা চলো রে'র পথ ধরে চলার সাহস থাকা চাই। যদিও উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম খাজনা ও কর বন্ধের আংেদালনে ভাটা পড়েনি। ১৯৩২ সালে ৪ জানুয়ারি কংগ্রেস এবং তার সমর্থক সমস্ত সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হল। গান্ধিজি, প্যাটেলসহ বিভিন্ন নেতাদের ধরে ধরে গ্রেফতার করতে শুরু করলো ইংরেজ সরকার। গ্রেফতার হলেন জওহরলাল নেহরু, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডেন সহপ্রমুখ নেতারা। সীমান্ত গান্ধি গফফর খানের দল 'লালকোর্তা'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। বাংলার সরকারি সন্ত্রাস বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতা দিবস পালন করার সময়ে সবাই সমাবেত হয়ে গান গাইতে থাকলেন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়?' চারদিক থেকে ডা আসতে শুরু করলো -''ঞ ঃঠ্ত্র ২৬ঃঠ্ত্রঃ ঠ ভ্ন ঃঠখদ্ধত্র ডদ্র ঃদ্র শ্বখ্ ঃদ্রত্র ন্শ্ব্‌ডত্র খন ত্রত্রদ্বখ ঃদ্রত্র্‌ডত্র খ ঃ ঠ শ্ব''। স্বাধীনতার তৃষ্ণা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে। ছাত্র সমাজ একটি সংগঠন তৈরি করলো তার নাম দিল 'সারা বাংলা ছাত্র সংগঠন' (ঙ্ক()। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার ঃ ১৯৩২ সালে শুধু ছাত্ররা এসে মিটিং মিছিল করেনি, তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল ছাত্রীরাও। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী অমিতা দত্ত এবং বিভাবতী দত্ত বিশাল মিছিল নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের সামনে উপস্থিত হলেন তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে সেই মিছিল রাস্তায় বের হয়ে পড়ল। রিপন কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ হে একেবারে কর্ণওয়ালিস স্কোরায়ের সমানে উপস্থিত হল। এই পার্কটির আগের নাম ছিল হেদো পার্ক। সেখানেই ইংরেজ পুলিশ সবাইকে গ্রেফতার করলো। ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করলেন 'সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার কথা। প্রতিবাদে গান্ধিজি অনশন করতে বসলেন। এরপরে তিনি হঠাৎ করে আত্মশুদ্ধি ও হরিজন কল্যাণের জন্য ২১ দিনের অনশন করতে শুরু করলেন। বিনা শর্তেপ্রত্যাহার করা হল আইন অমান্য আংেদালন। সুভাষ বসু এবং ভিটলভাই প্যাটেল তখন বিদেশে কারাগারে নির্বাসিত। সবাই গান্ধির এই সিদ্ধান্তকে পরাজয়ের সামিল বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল। গান্ধিজির ২১ দফা দাবির মধ্যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার কোনও কথা বলা ছিল না। এই সয়ে দেখতে পাওয়া গেল নেতৃত্বের অভাবে সরকার বিরোধী আংেদালন ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। মনুমেঃট ময়দান ঃ সেই সময়ে রাশিয়ার বিপ্লবের ছোঁয়া বাংলার স্বশেি আংেদালনের ওপরে এসেপ্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল। 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যরা ৭ নভেম্বর ১৯৩৪ সালে মনুমেঃটের তলার সমাবেত হয়ে সভা করতে শুরু করে। বহু ট্রেড ইউনিয়ন তাতে যোগ দিয়েছিল। 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'ক্যালকাটা ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন', 'ডক মজদুর' সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন এসে যোগ দিয়েছিল। এই বছরই প্রতিষ্ঠা লাভ করে আচার্য নরে ঃদ্র দেব এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বেপ্রতিষ্ঠা লাভ করলো 'কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি'। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। জাতীয় আংেদালনের রাশ ক্রমশ গান্ধির হাত থেকে সরে যাচ্ছিল বলেই তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি নিলেন। কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। ওদিকে মীরাট ষড়যন্ত্রে ফলে ইংরেজ সরকার ব্যাপক ধরপাকড় করতে শুরু করলো। গড়ের মাঠ ঃ ১৯৩৪ সালে কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের একটি সভা হয়েছিল। গড়ের মাঠটা ছিল সেকালের গোবিঃদপুর। তার সীমানা ছিল হেস্টিংস থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত। গোবিঃদুপুরের গড় বা কেল্লা থেকেই গড়ের মাঠ নামটি সৃষ্টি হয়েছিল। সেই মাঠেই সভা করেছিলেন মহম্মদ ইসমাইল শ্রমিকদের সঙ্গে করে নিয়ে। ট্রাম কোম্পানির একজন বড় সাহেব মাতাল হয়ে শ্রমিকদের গাল দিতে থাকে। ইসমাইল তাঁকে ঘাড় ধরে মাঠ থেকে বের করে দেন। তারপর থেকে কমিউনিস্টরা লুকিয়ে দেশের কাজ করতে শুরু করে। ১৯৩৪ সালে জুলাই মাসে ভারতীয় কমিউস্টি পার্টি

এবং তার শাখাগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো সরকার। শ্রদ্ধানঃদ পার্ক ঃ বেঙ্গল ইয়ুথ লিগের পক্ষ থেকে বিল্পবী যুব সমাজ শ্রদ্ধানঃদ পার্কে একটি জনসভার আয়োজন করে ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর। সেদিনের বক্তা ছিলেন কমল সরকার। দেশবন্ধু পার্ক ঃ ১৯ জুলাই কলকাতায় এসেছিলেন গান্ধিজি। ২১ জুলই কলকাতার নাগরিকেরা একটি জনসভার আয়োজন করে দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে গান্ধিজিকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অধিনায়ক বলে সম্বোধন করা হয়। গান্ধিজি সেই সভায় কলকাতাকে 'প্রসাদময় নগরী' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন কলকাতায় সু ঃদর সু ঃদর বাড়ি রয়েছে, রাস্তা ও পার্ক রয়েছে। আবার অগণিত বস্তি রয়েছে। বস্তি উন্নয়ন করতে পুরপিতাদের এগিয়ে আসতে হবে। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা দিল যে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' ভারতের নয়া শাসন ব্যবস্থা। সুভাষচঃদ্র সোব থেকে শুরু করে বিঠলভাই প্যাটেল এর বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। কিন্তু ভুলাভাই দেশাই, ডাক্তার বিধানচঃদ্র রায় সত্যমূর্তি নেতারা নয়া সংবিধানে প্রাদেশিক সরকার মূলত নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন। গর্ভনরের হাতে বিশেষ ক্ষমতা এবং শাসন ব্যবস্থার রক্ষাকবচ থাকবে। কংগ্রেস অবশ্য এই আইনে খুশি হয়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৫০ বছর পূর্তি পূর্ণ হল ১৯৩৫ সালে। সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার ধূম পড়ে গেল সর্বত্র। ১৯৩৫ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিন ধরে ছিল উৎসবের মেজাজ। ২২ ডিসেম্বর কলকাতার মহাবোধী সোসাইটিতে দুই শত পড়ুয়াদের নিয়ে একটি সভা করা হয়েছিল। সেই সভার সভাপতি ছিলেন জে.সি গুপ্তা। ২৪ ডিসেম্বর শারীরিক সুস্থার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল শ্রদ্ধানন্ত পার্কে। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'জুবিলি সেলিব্রেশন' কমিটি তৈরি করা হল। ১) উত্তর কলকাতা ঃ সভাপতি সুরেশচঃদ্র মজুমদার। সম্পাদক ছিলেন সুধীর কুমার ঘোষ। দক্ষিণ কলকাতা ঃ সভানেত্রী উর্মিলা দেবী, সম্পাদক পরিতোষ ব্যানার্জি। মধ্য কলিকাতা ঃ সভাপতি রাজকুমার বসু। মুখ্য সম্পাদক ঃ বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। যুগ্ম সম্পাদক ঃপ্রভাসচঃদ্র রায়চৌধুরী এবং প্রমোদ ঘোষাল। উত্তর কলকাতা তিনদিন ব্যাপী (২৫-২৭ ডিস্বের) শারীরিক পটুতাপ্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। দেশবন্ধু পার্ক ঃ ভারতমাতা'র ছবি দিয়েপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। 'ভারতমাতা'কে সাজানো হয়েছিল হলুদ বসনে, চরকায় এবং সুতোয়। দেশবন্ধু স্মৃতি সমিতি'র সদস্যরা লাঠি এবং ছুরি খেলাপ্রদর্শন করে। সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন হেমন্ত কুমার বোস, সুধীর ঘোষ, অমরেনদ্রনাথ বোস, জগুমোহন বোসপ্রমুখ। (ক্রমশ)

নির্বাচনে বিজেপির প্রাধান্যে 'ইণ্ডিয়া' জোট দায়ী করলো কংগ্রেসকে

জোট 'ইণ্ডিয়া' গোষ্ঠী এখন কংগ্রেসকে বলির পাঁঠা করতে শুরু করে দিয়েছে। সব দোষ নঃদ ঘোষ। দেশে কংগ্রেসের কোনও হাওয়া নেই। দেশের লোকেরা কংগ্রেসকে আর চাইছে না। সেই কারণে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছে। আসলে কংগ্রেস আমলে যেসব দুর্নীতি হয়েছে তাকে সামাল দিতে পারেনি ইউপিএস জোট। কমনওয়েলথ দুনীতি, কয়লা কেলেঙ্কারী থেকে শুরু করে টেলিকম দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতির কথা জেনেওপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং চুপ করে বসেছিলেন। তিনি তখন ইউপিএ সরকারকে রক্ষা করতে গিয়ে জোটের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতিগুলি দেখেও দেখেননি। কলকাতায় এসে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিগুলি যে হয়েছে তার সন্ধান করবে কে? দুর্নীতিগ্র্স নেতারাই তো শাসক দলের অভ্যন্তরে বসে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেত্রী সব জানেন। কিন্তু তিনি কোনও কিছু করতে পারছেন না। কারণ আগে থেকে তিনি এহ দুর্নীতি বিরুদ্ধে সরব হননি। একের পর এক দুর্নীতি বাংলায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। নেত্রী তা দেখে চুপ করে বসেছিলেন। তিনি এখন সেই সব দুর্নীতিবাজদের সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছ দল তৈরি করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে যেসব দুর্নীতি বাংলায় হয়েছে তার বিচার করতে শুরু করে দিয়েছে আদালত। আদালত শাসক দলের দুর্নীতিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছিল। তবুও ভাতা দিয়ে শাসক দল ভোটকে কেনার চেষ্টা করেছে। এখন দুর্নীতিকে দমন করতে গেলে গদি উল্টে যেতে পারে। সেই কারণে এখনও তিনি চুপ করে বসে রয়েছেন। যাদেরকে নিয়ে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপ এবং বেআইনী টাকার লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। কেঃদ্রীয় তদন্ত সংস্থা আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সব দুর্নীতিকেপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। এদিকে বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন যে কংগ্রেসকে শুধু দোষ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেত্রী আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। হিঃিদ বলয়ে বাংলার শাসক দলের কোনও নামগন্ধ নেই। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কালীঘাটে এসেছিলেন বাংলার নেত্রীকে সম্মান দিতে। সেই সম্মান তিনি বজায় রাখতে পারলেন না। তার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা চলে না। জোট ইণ্ডিয়া এখনও কোনও ইস্তাহার প্রকাশ করতে পারেনি। জোট ইণ্ডিয়া ভাতা দিয়ে লোকসভার ভোট গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা সেটা দেখার খুবই দরকার। কংগ্রেস দল তো এখন ভাতা এবং ভর্তুকির লোভ দেখিয়ে ভোট আদায় করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এদিকে নেত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় বলেছেন যে জোট ইণ্ডিয়া শরিকদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে রাজনৈতিক প্রচার করলে বিজেপি দল এবারে তিন রাজ্যে পরাজিত হতো। সেটা হতে পারলো না। জোট ইণ্ডিয়া এখনও পর্যন্ত আসন ভাগাভাগিকেপ্রধান্য দেয়নি। আসন ভাগাভাগি করে জোট ইণ্ডিয়াকে জোরলো ভাবেপ্রচারাভিযান করতে হবে। তাহলে বিজেপি পরাজয় নিশ্চিত ছিল। বিধানসভায় তিনি রাজ্যে বিজেপি যে এগিয়ে রয়েছে সেই খবর পশ্চিমবঙ্গের ভোটারা পায়নি। তারা জানতো বিজেপি পরাস্ত হবে বিধানসভার নির্বাচনে। বাংলার ভোটাররা জানতে পারেনি যে জোট ইণ্ডিয়ার হাওয়া কিন্তু বাংলার বাইরে একেবারে নেই। বাংলার বিজেপি তাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারেনি যোগ্য নেতৃত্ব না থাকার ফলে। রাজস্থান কর্নাটক হতে পারলো না। মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড় বিজেপি হাতে থেকে গেল। তেলেঙ্গানা বিজেপি ভালো ফল করতে পারেনি বটে। তবে সেখানে বিআরএসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস বিরোধী মঞ্চ তৈরি নিয়েপ্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে এখন ভারতের বড় রাজনৈতিক কৌশলী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। তিনি বিজেপি সরকারকে যেভাবে পরিচালিত করছেন তাতে সবাই হলো। এর জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ভুল ছিল। সেই ভুল সংশোধন করে নিতে হবে। এদিকে জোট ইণ্ডিয়া দলের একজন নেতা বলেছেন যে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি হয়েছিল লোকসভার ভোটে বিজেপিকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

করবে বিজেপি দলের নেতারা সেটা বলতে শুরু করেছে। বিজেপির এই রাজনৈতিক ঝড়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে জোট ইণ্ডিয়া। তারা কংগ্রেস দলকে এই ব্যাপারে দায়ী করতে শুরু করেছে। কংগ্রেস দল যদি সক্রিয় হতো তাহলে কিন্তু বিজেপি দল এত শক্তিশালী হতে পারতো না। হিঃিদ বলয়ে বিজেপি দল শক্তিকে বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে সেখানে কিন্তু জোট ইণ্ডিয়া কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। কংগ্রেস জাত গণনার দাবি তুলে ওবিসি ভোট আদায় করতে পারলো না। মোদি আদানি অভিযোগ তুলে ভোটের ওপরে ধাক্কা দিতে পারলো না রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব সন্তুষ্ট। মোদির ওপরে দেশের নাগরিকেরাা আস্থা রাখতে শুরু করেছে। গত এক বছরে কর্নাটকে এবং হিমাচলপ্রদেশে কংগ্রেস তাদের হারানো গৌরবকে ফিরে পেয়ে খানিকটা স্বস্তিতে ছিল। কিন্তু হিন্দি বলয়ে তিন রাজ্যে কংগ্রেস বিজেপির মুখোমুখি লড়াই করতে গিয়ে পরাস্ত হলো। অনেকে এক সঙ্গে লড়াই করেও বিজেপি দলকে সামলাতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে জোট ইণ্ডিয়ার দলগুলি। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে কংগ্রেসের খামতির ফলে আজকে জোট ইণ্ডিয়ার দলগুলিকে পরাস্ত হতে বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোট ইণ্ডিয়া তৈরি হয়নি। কিন্তু বিজেপি দল বিধানসভার নির্বাচনে জয়ী হয়েও আগামী লোকসভার জয়ের বার্তা দিয়ে গেল। এদিকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে এটা মানুষের হার নয়, কংগ্রেসের হার। মানুষ বিজেপি বিরুদ্ধে ভোট দিতে চেয়েছেন। এদিকে রাজ্য বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেত্রী কি যেসব রাজ্যে বিজেপি জিতেছে সেই রাজ্য সফর করে এই কথা বলছেন, নাকি এটা তাঁর মনগড়া কথা। নেত্রী মমতা বলেছেন যে এটা দারুণ ফাটাফাটি জয় নয় এটা কাটাকাটির। ভোট কাটাকাটি হয়েছে। তার ফলে তিন রাজ্যে জিতেছে। নেত্রী মমতা বলেছেন ২০২৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি করে নিলে বিজেপি জিততে পারবে না। নিজেদের ভুল শুধরে নিলে ইণ্ডিয়া জোট জিতবে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি বলেছেন পরাজয়ের রাগ সংসদে দেখাবেন না। এই হার থেকে শিক্ষা নিন। হারের জন্য নিজেদের রাগ-ক্ষোভ গণতন্ত্রের এই মঃিদরে উগরে দেবেন না। হারকে মেনে নিন। ভবিষ্যত যাতে হার না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখুন। সঠিক পথ ধরে চলার চেষ্টা করুন। নেতিবাচক মানসিকতাকে সরিয়ে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করুন। প্রধানমন্ত্রী মজা করে আরও বলেছেন যে দিল্লিতে শীত এবার পড়তে দেরি হচ্ছে। কন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস জোট ইণ্ডিয়ার বৈঠক ডেকেছে। সেখানে জানতে পারা গিয়েছে নেত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। এদিকে রাজ্য বিজেপি দলের একজন নেতা বলতে শুরু করেছেন যে নেত্রী মমতা বংেদ্যাপাধ্যায় এখন ঘরকে সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের প্রার্থীদের জয়কে নিশ্চিত করতে চাইছেন। সেই কারণে তিনি রাজ্য ছেড়ে বাংলার বাইরে অন্য কোনও স্থানে যেতে একেবারে নারাজ। তবে এটা পরিস্কার যে জোট ইণ্ডিয়া ব্যাপারটা একেবারে মুখ খুবড়ে পড়ল।

বিজেপির এই রাজনৈতিক ঝড়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে জোট ইণ্ডিয়া। তারা কংগ্রেস দলকে এই ব্যাপারে দায়ী করতে শুরু করেছে।

হেরিটেজ ঃ জোড়া বাঘ গৌরাঙ্গিনী

নবদ্বীপের রাসের পুজোর. সময়ে জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী পুজো হয়ে থাকে। নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উৎসবে যে কটা গৌরাঙ্গিনী পুজো হয়ে থাকে সেখানে থাকে একটি সিংহ। ১৯৭৫ সালে রণজিৎ ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে এই পুজো ১৪৫ বছরে পা রাখলো। জোড়াবাঘ গোরাঙ্গিনী পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৪১ সালে। আবার ডক্টর প্রদ্যেৎ গোস্বামী দাবি করেছেন এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। আবার কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির পুরোহিত বলেছেন যে ১৮৩০ সাল থেকেই এই পুজো শুরু হয়ে আসছে। ওই দেবী গৌরাঙ্গী বিন্ধ্যবাসিনী। জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনীর দেবীর গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল। দেবীর ডানপাশে লক্ষনী এবং বাম পাশে সরস্বতী। নবদ্বীপের আলমপুলিয়া পাড়ার বাসিন্দা গৌর মালাকার এই ডাকের সাজ দিয়েছেন। প্রথম পুরোহিত ছিলেন লক্ষনীকান্ত ন্যায়ভূষণ। তারপরে হরিদাস শিরোমণি এবং ঘনশ্যাম পৌরহিত্য করেন। মৃৎশিল্পী কেনা পালের পূর্ব পুরুষ এই প্রতিমার নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরাই এই প্রতিমা তৈরি করে আসছে। নবদ্বীপের প্রতিমা বিসর্জন হয় আড়ং তেরি করে। আড়ং মানে হল একটি ছোট লোহার গাড়ি যেখানে প্রতিমাকে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনীকে ২০১৯ সাল থেকে ১০৮ জন বেহারা কাঁদে নিয়ে বির্সজন দিয়ে থাকে। নবদ্বীপের রাসকে নিয়ে নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব মহাশয় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটি নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদে পাওয়া যাবে। বইটির নাম হচ্ছে 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস'। ডক্টর শুকদেব সিংহ লিখেছেন, এই মূর্তি আগে পুরাতন গঞ্জের অর্থাৎ পীরতলার বাজারে পুজিতা হতেন। পুরানগঞ্জের গাঁড়ালরা গৌরাঙ্গিনী পুজো শুরু করেছিলেন। তবে এই পুজোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক রয়েছে। গাঁড়ালবাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনীর পুজো হতো। জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী পুজোর সঙ্গে গাঁড়ালদের কোনও সম্পর্ক নেই। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এই পুজোর.সঙ্গে জড়িত ছিল।

চিনের লগ্নির খবর পেয়েছে নবান্ন

চিনের লগ্নি এখন ঘুর পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে চাইছে সে খবর পেয়েছে নবান্ন। সেই কারণে এখন ভূমি রাজস্ব বিভাগ সব কিছু খতিয়ে দেখে তবেই ছাড়পত্র দিচ্ছে। বিশাল অঙ্কের টাকা প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। চিনের ব্যবসা এমনিতে খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। চিন দেশের অভ্যন্তরীন বাজার তেজি নয়। একেবারে ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তারও রে যদি ভারত চিনা পণ্য বয়কট করা ডাক দেয় তাহলে যে কোনও সময়ে চিনা আর্থিক অবস্থা একেবারে. ভেঙে পড়তে পারে। সেটা এখন হয়তো হবে না। তবে আগামি দিনে চিনা পণ্য সত্যি কারের বয়কট হতে পারে। চিনকে বাদ দিয়ে বিশ্ব আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবারে একত্রিত হয়ে উন্নয়নের কাজ করতে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে চিনকে একেবারে ছেয়ে ফেলা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন যাতে আর্থিকভাবে থাবা বসাতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ গ্রহণ করছে। এই গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আছে আমেরিকার সহ গোটা ইউরোপ ইউনিয়ন এবং ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে। ফলে আগামি দিনে চিন বেশ বেকাদায় পড়ে যাবে নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে।

পঞ্চায়েতী প্রশিক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, গড়বেতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ সদ্য শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তাতে জয়ীরা এক একজন পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা। আর তাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দক্ষ করে তুলতে উদ্যোগ নিল গড়বেতা ১,২ ও ৩ নং ব্লকের প্রশাসন। প্রতিটি পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। গড়বেতা ১ নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শিলাদিত্য জানা থেকে শুরু করে জেলার তাবড় তাবড় প্রশাসনিক আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। পঞ্চায়েতে অনলাইন টেন্ডার থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, আলো, জল সহ নানান কাজকর্ম নিয়ে এদিন বিস্তারিত বুঝিয়ে বলেন প্রশিক্ষণ দেওয়া আধিকারিকেরা। এদিন প্রশিক্ষণ পেয়ে খুশি সকলেই। সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিকাঞ্চন রায় জানান, আমি প্রধান হয়েছি খুব কম দিন হলো। এতো নিয়ম কানুন ও পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আমার জানা ছিল না, আজ অনেক কিছুই জানলাম শিখলাম। আগামী দিনে চেষ্টা করবো আরও মন দিয়ে কাজ করার। অপরদিকে গড়বেতার গাছকাটা অঞ্চল কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দাসের বক্তব্যেও একই সুর ওঠে। তার বক্তব্য, আমি অরাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে আসা। আমার রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজানা। আজ অনেক কিছুই জানলাম। খেয়াল রাখব বিষয়গুলো। প্রসঙ্গত এই গ্রাম পঞ্চায়েত বারবার জড়িয়েছে গাছ কাটা থেকে মাটি কাটা, বণ্যপ্রান হত্যা থেকে সরকারী অর্থ নয়ছয়ে। তাই এই প্রশিক্ষণ যে আগামী দিনে অনেকাংশে সুফল দেবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দৃশ্য দূষণ রুখতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি পৌরসভার তরফে এবার পুরানো ও বেআইনি ভাবে লাগানো ব্যানার-পোস্টার ছেঁড়ার কাজ শুরু করা হলো। পৌরসভা সূত্রে খবর, সাধারণ মানুষের বারবার দৃশ্য দূষণ হচ্ছে শহরে এই ব্যানার বা পোস্টার লাগানোর ফলে। তাই সেগুলো যাতে শহরে আর না থাকে তার কথা চিন্তা করে আজ থেকেই সেই ব্যানার ও পোস্টারগুলো ছেঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। ব্যানার ও পোস্টারগুলোর মধ্যে ছিল শুভেচ্ছা বার্তা, বিভিন্ন স্কুলের বিজ্ঞাপন, খাবারের বিজ্ঞাপন। পৌরসভার অনুমতি ছাড়া যারা এই সমস্ত ব্যানার-পোস্টার লাগিয়েছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই সমস্ত ব্যানার-পোস্টার ছেঁড়ার কাজ শুরু করলো পৌরসভা। আজ থেকে শুরু হয়ে আগামী কয়েক দিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যানার-পোস্টার ছেঁড়ার কাজ হবে বলে পৌরসভা সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই শহরের পোস্ট অফিস মোড়, কদমতলা মোড়, থানা মোড় সহ ইত্যাদি জায়গায় ব্যানার-পোস্টার ছেঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এইকাজে পৌরসভার অস্থায়ী কর্মীরা নিযুক্ত।

E tender notice

Online bids are invited the year 2023-24 from bonafied contractors for listed work from fund 5th SFC tied in respect of **tender ref no: 509/kGP/e- nit 07/2023-24, Date: 05/12/23 . Tender Id: 2023 ZPHD - 615132 1 to 5** (5 scheme). Last date of submission **21/12/2023 at 3:30 pm.** For details information contact to the undersigned

**Sd/- prodhan
Kusumgram Gram Panchayet**

কৃষি আলোচনা ও শস্য বীজ প্রদান

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বরঃ আন্তর্জাতিক মাটি দিবস উপলক্ষে 'মাটির স্বাস্থ্য ও জলের ব্যবহার' বিষয়ক কৃষি আলোচনা সভা করা হল। ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত মা অর্চনা মেমারি কৃষক ভেজিটেবল প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড নামে এফপিসি মেমারি ১ ও ২ নং ব্লকের কৃষকদের এবং কৃষি ও সহযোগী কার্যের সার্বিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য (এফপিসি) খয়েরপুর গ্রামে চালু হওয়ার পর চাষিদের তৈলশস্য বীজ, ভুট্টা বীজ প্রদান ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে চলেছে সংস্থা। আই সি এ আর এন্ড সি আর আই জে এ এফ ডাইরেক্টর ডঃ গৌরাঙ্গ করের অনুপ্রেরণায় এবং সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী ও প্রধান ডঃ এস কে মহঃ আজিজুর রহমানের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ শিবির চলছে এবং চাষীদের সমস্ত রকম সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আজকের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বুদবুদ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ দীপঙ্কর ঘড়াই, মেমারি ২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা কৌশিক মন্ডল ও মা অর্চনা মেমারি কৃষক ভেজিটেবল প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড-এর সিইও স্বামী দিব্যাত্মানন্দ মহারাজ, প্রাক্তন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ সনাতন হেমব্রম সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও এলাকার চাষীবৃন্দ। মহারাজের প্রচেষ্টায় এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া সহ এলাকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করার পাশাপাশি কৃষক, মৎস্য চাষী ও প্রাণী পালকদেরও উন্নয়নের ব্রত নিয়ে মা অর্চনা মেমারি কৃষক ভেজিটেবল প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড নামে এফপিসি কাজ করছে। এই আলোচনা সভায় যোগদান করেন ৩০ জন কৃষক এবং প্রশিক্ষণ শেষে বকেয়া থাকা কয়েকজন কৃষকের হাতে বীজ দেওয়া হয়। এদিন মাটি দিবসে এলাকার চারটি অঞ্চলের জমির মাটির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান বিজ্ঞানী ডঃ দীপঙ্কর ঘড়াই। বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা করে চাষীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ ডিসেম্বর ঃ চাষের জন্য সেচের জল না পাওয়ার কৃষি ও কৃষক বাঁচাও পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হল মঙ্গলবার। তাদের অভিযোগ, আউশগ্রাম-২ ব্লকের এড়াল ও ভাল্কি অঞ্চলে ডিভিসির দীর্ঘ ক্যানেল থাকা সত্ত্বেও কয়েক বছর ধরে চাষের জল তারা পাচ্ছেন না। এতে চাষের সাথে অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের।

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI, PO-JANAI, Dist-Hooghly, West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under CHANDITALA-II Dev block, JANAI Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Tender id-2023_ZPHD_614477 Publish Date-06.12.2023 10AM NIT no-418/JGP dt 05.12.2023.** Sl no 1 :; Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Ila Das to HO Menaka Tanti at Sansad No 4 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs.339298.00 SL NO 2:-, Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Arun Malik to HO Sunil Malik at Sansad No 12 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs.239865.00 SL NO 3:-, Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Lakshmi Mondal to HO K Tanti at Sansad 4 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT :-Tender Amount-Rs.98319 .00 Sl no 4 :- Name of The Work- Construction of Pucca Drain from PWD Road to HO P Mondal at SN 5 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs.228608.00, Sl no 5:-Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Satya Garang to HO Parboti Malik at SN 10 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs.348511.00, Sl no 6:- Name of The Work- Construction of pucca drain from Ho Hajaber to Ho Babulal at Sansad No 11 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; TenderAmount-Rs.169193.00, Sl no 7:- Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Samsuddin Mallick to HO Jamsed Mallick at SN 9 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; TenderAmount-Rs.249580.00 , Sl no 8:- Name of The Work Construction of Pucca Drain from HO Sk Samad to HO Sk Laltu at SN 10 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; TenderAmount-Rs.136084.00, Sl no 9:- Name of The Work- Construction of Pucca Drain from HO Bappa Adak to HO Ranjit Halder at SN 6 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs..199692.00, Sl no 10:- Name of The Work- Construction of Pucca Drain from Gola Bari to Das Pukur Sansad No Construction of Pucca Drain from Gola Bari to Das Pukur Sansad No 3 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Tender Amount-Rs.349752.00, Completion Time-15 days .Last date of Online Submission of technical & Financial BID upto:-**15.12.2023, 12.30 PM,** Technical Bid opening on **18.12.2023. at 12.00 PM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligibie contactors/suppliers for the different works as specified in **NIT No.- 1460/BPM/N-141/2023 dated-04/12/2023, 1461/BPM/N-142/2023 dated-04/12/2023 & 1464/BPM/N-143/2023 dated-04/12/2023, (Closing date- 14/12/2023, 4.55 PM), and NIT No.- 1465/BPM/N-144/2023 dated-04/12/2023 (Closing date-21/12/2023, 5.00 PM).** For details piease contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality and Dakshin Dinajpur.

**Sd/-Chairperson
Buniadpur Municipality**

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

S.E, NBCC-II, P.W.Dte , Jalpaiguri, invites offline Quotation for the work of --- "Urgent additional work (10,000 capacity)erection of pandal with hanger/without hanger, temporary Dias, Barricading, Carpeting, Furniture, Drop gate etc. including illumination of sound system, setting up CC cameras and other allied works in connection with visit of high level dignitaries at Banarhat Block on **11-12-2023** for District Level Public Distribution Programme in the district of Jalpaiguri". Venue of programme : Tarun Sangha Club Ground, Banarhat Block, Banarhat. **Tender Ref No: 03 of 2023-2024 of SE, PWD, NBCC_II, Jalpaiguri.** Bid submission / dropping start date (offline) : **06.12.2023 at 12.00 Noon.** Bid submission / dropping closing date (offline) : **08.12.2023 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Offline): **08.12.2023 at 02.30 P.M.**

Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri, Govt. of WB

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, P.O. & Dist.: Hooghly
Phone: 2680-2319/3166, Fax No.: 2680 - 6091
URGENT NOTICE

All the citizens of Hooghly-Chinsurah Municipality are hereby informed that as per the Solid Waste Management Rules, 2016, bye-law has been prepared to transform Hooghly-Chinsurah Municipality into a garbage free city. A minimum monthly collection of Rs. 20/- (twenty) per holding/family, Rs. 30/-(Thirty) per shop, Rs. 100/- per Hotel/ Restaurant/ Sweet shop/ Meat shop is proposed in this bye-law for segregated garbage collection from house, hotels, hospitals, restaurant, factories, shops, shrines etc. with six topics including waste generation, separation at source, waste recycling etc. Local citizens are requested to submit in writing in regards to any objections/ complaints or well thought out views on this subject to Hooghly-Chinsurah Municipality within 23rd December 2023. The Hooghly-Chinsurah Municipality Board seeks the help of all citizens to keep the Hooghly-Chinsurah Municipality garbage free.

**Sd/- Amit Ray
Chairman
Hooghly – Chinsurah Municipality**

পান্ডুতে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিনিয়র ডিইই/জিএইচ/১৮ অফ ২০২৩-২৪, তারিখ: ৩০-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** ইএল/জিএইচ/৯৩৭ তারিখ ৩০-১১-২০২৩; **কাজের নাম:** পান্ডুতে: "আইডব্লিউএআই (ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) -এর চলমান প্রকল্পে ০৩ নম্বর কলোনি এস/এস থেকে ইনস্টিটিউট কলোনি এস/এস পর্যন্ত ওএইচ এইচটি এবং এলটি লাইনের স্থানান্তর " -এর সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজগুলি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য: ₹** ২১,৬১,৬০৩/-; **বায়না মূল্য: ₹** ৪৩,২০০/-; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২২-১২-২০২৩** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৩৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** আদ্রা ডিভিসনের আদ্রা-নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস জং গোমো এবং কোটশীলা-বোকারো স্টিল সিটি শাখায় ৬টি প্রহরাযুক্ত এলসি গেট এএম-১৩, এএম-১৮, এএম-২২, এএম-৪২, এমআর-৩৩ এবং এমআর-৪৫ অপসারণের জন্য আরইউবি/ সাবওয়ে নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং ও টেলিকম শিফ্টিং-এর কাজ।**টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৯,৫৯,৫৩৬.৫১ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** **(PR-879)**

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide **NIeT No-MSD/KAN/GOK-II GP/06/2023-24 (Sl No. 1 to 14).** Last date of submission **13/12/23 up to 4.00 p.m.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad**

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide **Notice No. & Dated - eNIT No: 824/JGP/e-NIT/2023-24 Date: Dated the - 05/12/2023, 825/JGP/e-NIT/2023-24 Date: Dated the - 05/12/2023 @ https://wbtenders.gov.in** for necessary information. Last date of bidding **13/12/2023.**

**Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat**

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT
PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN
Notice Inviting e-Tender/NIT No. 322/NAB-II/2023, Dated-05/12/2023

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for 2(Two)Nos. different works. Last date of submission of Bid on **12/12/2023 up to 1.00 PM.** Date of opening of tender (online): **14/12/2023 at 02.30 pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat**

Badla Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Badla, Dist.: Purba Bardhaman, Pin: 713122
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Memo No: 630/eNIT/PBG-SFC/BGP/2023, Date: 01.12.2023 & 631/eNIT/PBG-SFC/BGP/2023, Date: 01.12.2023. Fund: PBG-SFC-2021-22**. Bid Submission Start Date (Online): **06.12.2023 up to 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **14.12.2023 up to 18:00 Hrs.** Bid Opening Date: **18.12.2023 at 10:00 Hrs.** For More Details please visit **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Prodhan
Badla Gram Panchayat**

Office of The
Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender

Pradhan, Baragram GP has invited 2 nos. e-tender of 06 nos. schemes on **05/12/23.** For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Pradhan
Baragram GP**

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/৬৬/১১/২৩-২৪, তারিখ: ০৪-১২-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম নং.:১: টেন্ডার নং. : কেটি২৩৫৮৭৮;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০১-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: (১) আরডিএসও -এর স্পেসিফিকেশন নম্বর -আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯৫ (রেভ'৩')-২০১৯ অনুযায়ী কাটিহার ডিভিশনে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মগুলিতে যাত্রী এসকেলেটর সরবরাহ, নকশা এবং উৎপাদন। (এসকেলেটর লম্বায় উচ্চতা ৬ মিটার বা সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী)। প্যাকিং এবং ফরওয়ার্ডিং, গন্তব্যে মাল সরবরাহ এবং বীমা চার্জ সহ। (২) আরডিএসও -এর স্পেসিফিকেশন নং - আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/টিএল/০০৯৫ (রেভ'৩') ২০১৯ বা সর্বশেষ অথবা এসটিআর নং.-আরডিএসও/ ২০১৭/ইএম/এসটিআর/০০০২ (রেভ'১')-২০১৯ বা সর্বশেষ অনুযায়ী সমস্ত সংশ্লিষ্ট আনুষাঙ্গিক এবং নিরাপত্তা ডিভাইস ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ ৬ মিটার -এর লম্বা উচ্চতার জন্য বা সাইটের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাসেঞ্জার এস্কেলেটের নির্মাণ, পরীক্ষা ও চালু করা। দামের মধ্যে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যাত্রী এসকেলেটরের ওয়ারেন্টি চলাকালীন দুই বছরের বিনামূল্যে রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্মাণ কাজের মধ্যে ছোটখাটো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তুতকারক জনসন লিফটস/ভবনী লিফট/এলটি লিফট বা অনুরূপ।প্রেরক:- এসএসই/পি/মালদা টাউন। **পরিমাণ: ০২টি**

টিকা :-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলির থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ব্লুলাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কবি সুভাষ প্ল্যাটফর্ম আপলিফটিংয়ের জন্য এয়ার সার্কুলেটর ফ্যান এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজের জন্য সার্কিটের উন্নয়ন । **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৮৩,৬২,১৬০.৭৪ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২১.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে (আইএসটি)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা** : প্রিন্সিপাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইট বিবরণ** : www.ireps.gov.in

টেন্ডার নং ইএলএম_৯৬_এসিএফ_এমডি_তাং-২১-১১-২৩

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly

Notice inviting Tender no: NIT NO: 170/NGP/2023, dated: 02/12/2023 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of application: **02/12/2023(For SL_1) & 04/12/23(For SL-2 to 11).** Last date of submission of Tender: **11/12/2023(for SL_1) & 13/12/23(For SL-2 to 11).** Date of Opening of Tender: **14/12/2023(For SL_1) & 16/12/23 (For SL-2 to 11).** Details will be available at the office of the Naity Gram Panchayat.

**Sd/- Pradhan
Naity Gram Panchayat**

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1316/EO/JLD-II, Dated: 04/12/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-17(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 04.12.2023,** for 35 nos. scheme **(Tender ID : 2023_ZPHD_614492_1 to 2023_ZPHD_614492_35),** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **12.12.2023 up to 06-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity**

কাষ্ঠডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
হরিণঘাটা ব্লক, নদীয়া
টেন্ডার নোটিশ আহ্বান করা হচ্ছে

Application Invites for following NIT 1. E-Tender Notice No. K-II/499/5 th SFC(Untied)/2023. 02nos. scheme. 2. E-Tender Notice No. K-II/500/SMB &15th FC(Tied)/2023, 05 nos. scheme.

বিঃদ্রঃ- বিস্তারিত জানার জন্য কাষ্ঠডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tender vide **NIT No.-23/BDO/2023-24** for "Construction of AWC at Ghoshpur Kazi Para under Ghoshpur GP within Khanakul-I Dev. Block Amounting to Rs. 13,31,000.00". Last date of application **07.12.2023 up to 12:00 Noon.** For details please visit **'wbtenders.gov.in'**

Sd/- BDO, Khanakul-I Dev. Block, Khanakul, Hooghly

ABRIDGED e-TENDER NOTICE

UNDERSIGNED invites e-tenders, vide **NIT 22/EO/2023-24** for Construction of 7 nos. Boro Bundhs. Last date of application **07.12.2023 up to 12:00 Noon.** For details please visit **'wbtenders.gov.in'**

**Sd/- Executive Officer,
Khanakul-I Panchayat Samity,
Khanakul, Hooghly**

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: wbtenders.gov.in

Sl. No.	NIT No.	Last Date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-34/2023-24	12.12.2023 Upto 6.55 PM
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-35/2023-24	13.12.2023 Upto 6.55 PM
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-36/2023-24	
4	WB/EO/BLR/PS/NIeT-37/2023-24	
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-38/2023-24	
6	WB/EO/BLR/PS/NIeT-39/2023-24	
7	WB/EO/BLR/PS/NIeT-40/2023-24	
8	WB/EO/BLR/PS/NIeT-41/2023-24	
9	WB/EO/BLR/PS/NIeT-42/2023-24	
10	WB/EO/BLR/PS/NIeT-43/2023-24	
11	WB/EO/BLR/PS/NIeT-44/2023-24	
12	WB/EO/BLR/PS/NIeT-45/2023-24	
13	WB/EO/BLR/PS/NIeT-46/2023-24	
14	WB/EO/BLR/PS/NIeT-47/2023-24	
15	WB/EO/BLR/PS/NIeT-48/2023-24	

**Sd/-Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti**

OFFICE OF THE MOYNA PANCHAYAT SAMITY
E-Tender

On and behalf of Moyna Panchayat Samity the under signed invites E-tender for **NIT 11/EO/2023-2024** vide this office memo no. **1199,** dated- **04.12.2023** from bonafide and resourceful outside contractors. **Tender ID: 2023_ZPHD_614245_1, Tender ID: 2023_ZPHD_614245_2 Bid Start date:- 04.12.2023. Bid closing date:- 16.12.2023** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** or **www.purbamedinipur.gov.in.**

**Sd/- Executive Officer,
Moyna Panchayat Samity**

Notice e-tender are hereby invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat for the works Repairing & Renovation of Office Building (Office Maintenance) of Jharaltagram-II GP within Dhupguri Block under 15th FC vide **e-NIT-04/Jharaltagram-II GP/2023-24 Dated-04/12/2023,** Last Date of bid submission **16/12/2023 up to 18.55 hrs.** All details may be had from this office notice board and in website **http://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Sona Bala Roy
Pradhan
Jharaltagram-II GP**

Office of the Mollabelia Gram Panchayat
Vill:Uttar Duttapara, P.O-Mollabelia, P.S.Haringhata,Dist- Nadia. Pin-741249
NOTICE INVITING TENDER
NO. –E-15/MGP/2023-2024, Dated: 05.12.2023

For and on behalf of the Mollabelia Gram Panchayat, Prodhan, Mollabelia Gram Panchayat invites tenders through E-tendering for total 2(TWO) Nos. different works. Document download / Sale Starting **from 05.12.2023 10.00 Hrs. up to 11.12.2023 up to 12.00 Hrs.** Last date of submission of Bid on **11.12.2023 up to 12.00 Hrs.** Bid Opening Date(Technical) **15.12.2023 at 11:00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Mollabelia Gram Panchayat**

পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং ঠিকার লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম।
রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-১৯

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-টু হুইলার)	আলিপুরদুয়ার জংশনের এমএফসি কার্যালয়ের সম্মুখে দুই চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-টু হুইলার)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-কেওজে-এমএক্স-৩১-২৩-২ (পার্কিং-মিস্কড)	কোকরাঝার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	চাংগ্রাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিস্কড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লটের পরিচালন
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএক্স-৩৩-২৩-২ (পার্কিং-মিস্কড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমএক্স-৩৭-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত, তিনচাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/৯	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিস্কড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন
এবি/১০	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিস্কড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং ইহার ওপরের বাহনের জন্যে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১২-২০২৩ তারিখে ১৩.৩০ ঘন্টায়।
নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-১২-২০২৩ তারিখে ১৫.৫০ বজাত।
প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/128/032/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. passage at different places of S.S. Pally 2nd lane, Dr. N.G. Saha bye lane, B.M. Lane bye lane and Hochiminh Sarani bye lane etc. in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **2,97,266.90;** Earnest Money : ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/128/033/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Repairing of road at Basudevpur bye lane near Boys Club in Ward No. 128;** Work Value : ₹ **1,51,690.24;** Earnest Money : ₹ **3,100.00;** Period of completion : **21 days (For Sl. No. 1 & 2);** Last date of submission of bid : **14.12.2023 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be be opened on : **16.12.2023 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2);** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (from 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/XIV/132/023/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Improvement of concrete passage at D.H. Road bye lane near Pr. No. 242 etc. in Ward No. 132;** Estimated cost : ₹ **2,98,917.88 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Period of completion : **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/132/027/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Replacement of manhole & catchpit covers etc. at 10 No. Bustee, 51 No. Bustee, 1 No. Cocola Bustee etc. in Ward No. 132;** Estimated cost : ₹ **1,48,699.27 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **3,000.00;** Period of completion : **25 days;** Last date of submission of bid : **14.12.2023 upto 5 pm (For Sl. No. 3 & 4)**; Tender will be opened on : **16.12.2023 (5 pm) (For Sl. No. 3 & 4);** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2023 (from 5 pm) (For Sl. No. 3 & 4).**

(5) NIT No. : KMC/XIV/131/20/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer at Bangasree Pally near Pr. no. P/22, 23A, 48, 72, 38 etc. in Ward No. 131;** Estimated cost : ₹ **4,14,652.11 (Incl. GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **8,300.00;** Period of completion : **25 days;** Last date of submission of bid : **16.12.2023 upto 5 pm**; Tender will be opened on : **18.12.2023 (5 pm);** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 (from 5 pm).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : X/100/015/2023-2024/BUSTEE (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of sanitary latrine at Garia Khalpar, 128 Raja S.C. Mullick Rd. Bustee, Garia Muslim Bustee, Sawtal Bustee etc. in Ward No. 100, Br.-X;** Estimated cost : ₹ **2,99,808.11 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Time of completion : **60 days.**

(2) NIT No. : X/099/017/2023-2024/BEUP (2nd Call)
Name of work : **Extension, Extra Classroom or Repairing of building for Jadavpur Baghajatin High School, F9MF+9R6, Baghajatin Colony, Kolkata-700092 in Ward No. 099;** Estimated cost : ₹ **2,98,862.39 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00;** Time of completion : **90 days;** Last date and time of submission of bid : **14.12.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid : **16.12.2023 -12 Noon (For Sl. No. 1 & 2);** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/125/047/23-24
Name of work : **Const. of C.C. Road at Sree Guru Colony near Pre. No. 213/63 in Ward No. 125;** Estimated cost : ₹ **2,23,953.80 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **4,500.00.**

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/048/23-24
Name of work : **Maint. of surface drain at Manna Para near L.P. No.-P-125 in Ward No. 142;** Estimated cost : ₹ **2,18,312.70 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,400.00;** Period of completion : **30 days (For Sl. No. 1 & 2);** Last date and time of submission of bid : **13.12.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The tender will be opened on : **15.12.2023 -12 Noon (For Sl. No. 1 & 2);** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. : LTG/119/52/VI/Z-II/23-24 published in this Newspaper on 02.12.2023 (Key No. : 1022/23-24) of **Lighting/Zone-II Department**. Last date and time of submission of bid (Online) will be read as **13.12.2023 upto 2 pm** instead of 11.12.2023 at 4 pm.

1042/23-24

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
विजया VIJAYA देना DENA

ডানকুনি শাখা
টি.এন. মুখার্জি রোড, রাম সীতা মন্দিরের নিকট
স্টেশন পল্লী, পোস্ট ঃ ডানকুনি, জেলা ঃ হুগলী, পিন-৭১২৩১১

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিস

অ্যানেক্সার-সি (অনুবিধি ২এ সঙ্গে রুল ৬(২) অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিস
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিস স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক, বন্ধকদাতা এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত অস্থাবর/ স্থাবর সম্পত্তি/ দায়বদ্ধতা/ বন্ধকী/ দাবীযুক্ত রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, যাহার অধিগ্রহণ করেছেন অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতা যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যাকিছু রয়েছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু রয়েছে''** ভিত্তিতে বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলি থেকে।
গ্রাহক/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত সম্পত্তি/ বকেয়া/ সংরক্ষিত মূল্য/ ই-নিলাম তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং বর্ধিত দর রাশির বিস্তারিত নিম্নে উল্লেখিত -

ক্র /লট নং.	গ্রাহক / জামিনদার/ বন্ধকদাতার ঠিকানা	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষুদ্র বিবরণ জ্ঞাত দায় সহকারে, যদি থাকে /বন্ধকী	মোট বকেয়া	১. ই-নিলাম তারিখ ই-নিলাম শুরুর সময় থেকে শেষ সময় ২. দর জমা করার শেষ তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য বায়না মূল্য জমা বর্ধিত দর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নং. আইএফএসসি কোড ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখা	অধিগ্রহণের ধরণ (গঠনমূলক /শারিরীক) সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	প্রদীপ কুমার নস্কর	স্যামসাং বক্স টিভি, কাঠের আসবাবপত্র, রেফ্রিজেরেটর, মাইক্রোওভেন, রান্নার সামগ্রী, ওয়াড্রোব ইত্যাদি	টাকা. ৮,৯৯,০০২.৬৯ ০৫.১২.২০২৩ তারিখে সঙ্গে সুদ	১. ২২.১২.২০২৩ সময় ঃ সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা ২. ২১.১২.২০২৩ বিকাল ০৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	টাকা. ৩৫,০০০ /- টাকা. ৩,৫০০ /- টাকা. ১,০০০ /-	অ্যাকা. নং. অ্যাকা. নাম ঃ নিউ ইন্টারমেডাইরি শাখা-ডানকুনি আইএফএসসি কোড ঃ BARB0DANKUN (পঞ্চম সংখ্যা শূন্য)	শারিরীক ০৬.১২.২০২৩ থেকে ২০.১২.২০২৩ অফিস সময়ে, পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে, দয়াকরে দেখুন ওয়েবসাইট লিংক ইচ্ছুক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং **https://bob.auctiontiger.net/EPROC/**ক্রেতারা যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সাথে টেলিফোন নং. ০৩২১২-২৬০৯৮০, মোবাইল নং-৯৬৯৩৫৮৮৮৮১।

তারিখ ঃ ০৬.১২.২০২৩
স্থান ঃ ডানকুনি

নাম ঃ শিল্পা ঝাওয়ার
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

এই শীতে মেটালিক লুকটাই বেশি চলবে

শীতে বেড়ে যায় নিমন্ত্রণের ধুম। এই সময়ে মেকআপে কোন

রংগুলো প্রাধান্য পাবে, কেমন বেজ মেকআপ চলবে ঠোঁটে, কোন রংগুলোই বা মানাবে। এবার লাতে মেকআপ ট্রেন্ডটা চলছে। হঠাৎ করেই! গত কয়েক বছরে আমরা এ রকম কোনো রঙের প্রাধান্য দেখিনি। লাতে কফির মতোই একটা রং। ওয়ার্ম ব্রাউন একটা রং। কমলা আর ব্রাউন মেশালে যে রকম হয়, অনেকটা সে রকম। প্যারিস ফ্যাশন উইক, ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের স্প্রিং ফলের ফ্যাশন শোতে মডেলদের চোখে, ঠোঁটে, চিকবোনে এই রং উঠে এসেছে। আর এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে খুব সহজেই ইন্টারনেটের গতিতে সকলেই ঢুকে পড়েছে। এমনিতে তো কয়েক বছর ধরে ম্যাটের রাজত্ব চলছে। লিকুইড লিপস্টিক ঠোঁটে ব্যবহারের পর শুকিয়ে যায়। তবে শীতকালে ম্যাট ব্যবহারের আগে একটু লিপজেল ব্যবহার করে নেওয়া ভালো। নয়তো ঠোঁট শুকিয়ে টান টান হয়ে যেতে পারে। ফেটে যেতে পারে। অথবা প্রথমে গ্লসি কিছু ব্যবহার করে ওপরে ম্যাট। ব্যবহার করতে পারেন। আবার এখন শীতকালে ব্যবহারের জন্য ক্রিমি ম্যাট লিপস্টিকও ব্যবহার সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। আগে একটা সময় ধারণা ছিল যে ' দিয়ে মেকআপ করতে গেছি, কম করব কেন!' এর মানে মুখে যত লেয়ারের ভারী মেকআপ করা হবে, ততই টাকা উশুল হবে। তবে এখন ন্যাচারাল লুকিং মেকআপ বেশ জনপ্রিয়। সময় লেগেছে, তবে বিশেষ করে বেজের ক্ষেত্রে অনেক মিনিমাল হয়েছে। এখনো আমাদের দেশে ড্রামাটিক আই বা ড্রামাটিক লিপ অনেক জনপ্রিয়। অবশ্যই একটা বেজ ব্যবহার করতে হবে। হতে পারে সেটা আই ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজার-জাতীয় ক্রিম। আই প্রাইমার ব্যবহার করতে হবে। মুখের বেজ মেকআপে। আইলিডেও ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর কিছু একটা করলেও হবে। তাতে যে আইশ্যাডো ব্যবহার করা হবে, সেটা ফুটবে ভালো, মিক্স করতেও সুবিধা হবে আর দীর্ঘস্থায়ী হবে। সরাসরি আইলিডের ওপর আইশ্যাডো ব্যবহার করা যাবে না। আইশ্যাডোর ক্ষেত্রে মেটালিক লুকটাই পার্টি বা রাতের নিমন্ত্রণে চল বেশি। আবার গ্লসি আইয়েরও চল চলছে। গ্লসি আইয়ের ক্ষেত্রে আপনি হাইলাইট বাম ব্যবহার করতে পারেন। চিকবোনেও সেটা ব্যবহার করতে পারেন। চোখে দুই লাইনের আইলাইনার ব্যবহারের চলটা আবার ফিরে এসেছে। ওপরে তো আইলাইনার দেবেনই, নিচেও দিতে পারেন। প্রথমে, ঠিকমতো ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। কাজল পণ্যগুলো, ব্লাশন যেন ক্রিম বেজড হয়। বোল্ড, গ্লামারাস লুকের জন্য স্মোকি আই, মেটালিক আইয়ের সঙ্গে রেড লিপের কোনো বিকল্প নেই। ফিনিশিং স্প্রে ব্যবহার করবেন। গ্লসি ফিনিশিং ব্যবহার করতে পারেন।

বিয়ের মরশুমে বাহারি শালেই হোক বাজিমাত

এই সময়ে শীতের লীলা সত্যিই বোঝা ভার! দিনে গরম তো রাতে শীত! এদিকে বিয়ের মরশুম শুরু। ডিসেম্বর, জানুয়ারি জুড়ে উৎসব-অনুষ্ঠানে ঠাসাঠাসি মাস! কিন্তু শীতকাল এলেই 'দফারফা' বলে অনেকে ভ্রু কোঁচকান। ফলস্বরূপ বিয়েবাড়িতে গরম পোশাক ছাড়াই যেতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করেন। শাড়ি হোক কিংবা কুর্তি, আনারকলি সব পোশাকের সঙ্গেই শালের ব্যবহার দিব্যি মানিয়ে যায় শাল। তবে তার মধ্যেও রকমারি সম্ভার রয়েছে। সুতি, উলি, পশম বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের শাল হয়। তাতে এমব্রয়ডারি, ব্লক, কাঁথাস্টিচের বিভিন্ন রকমের কাজ রয়েছে। কাশ্মিরী শাল আবার চিরাচরিতভাবে ফ্যাশনে ইন। শাড়ির সঙ্গে এই শাল ক্যারি করলে যেমন মহিলাদের লুকে এক্স ফ্যাক্টর যোগ হয়। ঠিক তেমনই পুরুষরাও পাঞ্জাবির সঙ্গে কাশ্মিরী শাল অনায়াসে নিতে পারেন। এতে সাজপোশাকে আরও আভিজাত্য যোগ হয়। দামও মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই। উলে বোনা ক্রুশের চাদরও শাড়ির সঙ্গে দিব্যি মানায়। এছাড়াও বাজারে বর্তমানে স্টোল বেশ জনপ্রিয়। জিন্স হোক কিংবা কুর্তি, টপ, সবকিছুর সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়। সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে রকমারি স্টোলকে আপনি যেমন স্কার্ফ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক তেমনি পোশাকের সঙ্গে বিভিন্ন স্টাইলে নিতে পারেন। ফ্যাশনিস্তাদের শীতকালীন ওয়াড্রোবে বরাবর স্টোল প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। পঞ্চো শালও ফ্যাশনে ভীষণভাবে ইন। এই শীতকালে রকমারি শাল সম্ভারে রেখে ফ্যাশন ট্রেন্ডে এগিয়ে থাকুন।

শীতে গরম জলে স্নান করে চুলের ক্ষতি করছেন কি!

কুয়াশা আর হিম-জড়ানো দিনে চুল হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। এ সময় চুলের বাড়তি যত্ন তো নেবেনই, তবে সাধারণ কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে ভুলবেন না। যেমন কেমন তাপমাত্রার জল দিয়ে চুল ধোয়া উচিত। ঠান্ডা জল ব্যবহারে অসুবিধা হয় বলে কেউ কেউ চুলে গরম জল দিয়ে দেন। দীর্ঘদিন ধরে গরম জলতে ধোয়া হলে চুল হয়ে পড়ে রুক্ষ, একসময় পড়তেও শুরু করে। আবার শীতে অনেকেরই মাথা ঘামে। এই ঘামও চুলের জন্য ক্ষতিকর। ছোটখাটো এসব বিষয়েও শীতে তাই যত্নশীল হতে হবে এমনটাই জানালেন এক রূপবিশেষজ্ঞ। গরম জল এড়িয়ে চলুন। এই সময় কুসুম গরম জল বরং মাথার ত্বকের জন্য ভালো। এটা যেমন আরামদায়ক, তেমনি এতে মাথার ত্বকও ভালোভাবে পরিষ্কার হয়। তবে আপনি যদি মাথায় ঠান্ডা জল দিয়েই অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। ঠান্ডা জল দিয়ে ভালোভাবে মাথার ত্বক পরিষ্কার করে নিলেই হলো। এ ছাড়াও শীতে চুল ধুতে আর্দ্রতাযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এতে করে চুল থাকবে ঝরঝরে।

কমল নাথকে সরাচ্ছে কংগ্রেস!

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের দুই দিন পরে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন তিনি। জানা গিয়েছে যে কংগ্রেস নেতৃত্ব কমল নাথ দলীয় নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে দেখা না করায় ক্ষুব্ধ। তবে এই পরাজয়ের একদিন পরে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস প্রধান মঙ্গলবার দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পরে পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন, সূত্র জানিয়েছে। কংগ্রেস, ২০১৮ সালের নির্বাচনে ১১৪টি আসন জিতে কমল নাথের নেতৃত্বে রাজ্যে সরকার গঠন করেছিল। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ২০২৩ সালে তারা মাত্র ৬৬ টি আসন পেয়েছিল।

বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে বিশেষ টিকিট-চেকিং ড্রাইভ চলছে

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে তার যাত্রীদের আরও ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য ক্রমাগত তার সুবিধাগুলি আপগ্রেড করে চলেছে। একই সময়ে শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, টিকিট চেকিং ড্রাইভের নির্দেশ অনুসারে টোকেন ক্ষতি চেক করার জন্য বিভিন্ন স্টেশনে টিকিট চেকিং ড্রাইভ নেওয়া হয়েছে। টোকেন হার বন্ধ করতে এবং নিয়ম অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দিতে বিশেষ টিকিট-চেকিং দল গঠন করা হয়েছে। অনুপযুক্ত টিকিট নিয়ে যাতায়াত করা যাত্রীদের জরিমানাও করছে এই দলগুলো। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এই তীব্র অভিযানের সময়, ৬৪৩ নম্বর উপদ্রব মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ১,৬০,৭৫০- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে. ৩৪৮টি শর্ট জার্নি কেসও নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ৮৮,৭৯০- টাকা আদায় করা হয়েছে। টিকিট ছাড়াই ২০৪টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ৫৫,৬৯০ টাকা আদায় করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সকলকে সঠিক টিকিট সহ মেট্রোতে চড়ার জন্য অনুরোধ করে এবং যাত্রা শেষ করার পরে এএফসি-পিসি গেটে জমা টোকেন।

উন্নত যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করায় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনের সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট গর্বিতভাবে ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম (আইপিআইএস) এর সফল বাস্তবায়ন ঘোষণা

করেছে, এটি একটি রূপান্তরমূলক উদ্যোগ যা পুরো বিভাগ জুড়ে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা এবং সুবিধা বাড়ায়। আইপিআইএস, কৌশলগতভাবে প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স জুড়ে অবস্থান করে, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এবং স্বয়ংক্রিয় ভয়েস ঘোষণার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ট্রেনের আগমন এবং প্রস্থান তথ্য, প্ল্যাটফর্ম বরাদ্দের বিবরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সরবরাহ করে। এই ব্যাপক ব্যবস্থা বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তা দূর করে, প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে সময়োপযোগী এবং সঠিক তথ্য প্রদান করে। ইন্টিগ্রেটেড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম এর মূল বৈশিষ্ট্য- কৌশলগত অবস্থান, প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স জুড়ে স্পষ্ট দৃশ্যমানতার জন্য কৌশলগতভাবে অবস্থান করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ভয়েসঃ ঘোষণা, ট্রেনের আগমন, প্রস্থান এবং প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের জন্য বিরামহীন ভয়েস ঘোষণা। বিদ্যমান সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন, সিস্টেমটি নির্বিঘ্নে সঠিক এবং আপ-টু-ডেট তথ্যের জন্য বিদ্যমান রেলওয়ে সিস্টেমের সাথে সংহত করে। এই উদ্ভাবনী কাজটি শিয়ালদহ বিভাগের সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ শিয়ালদহের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী দীপক নিগমের যোগ্য নির্দেশনায় করা হচ্ছে। এই উদ্যোগ উন্নত যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করার জন্য রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইপিআইএস সময়মত, নির্ভুল এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য তথ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতা পরিবর্তনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। শ্রী কৌশিক মিত্র, প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, পূর্ব রেলওয়ে বলেন, আইপিআইএস ইনস্টলেশন উদ্ভাবন এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবার প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে, যা যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রগামী হিসেবে শিয়ালদহ বিভাগের অবস্থানকে শক্তিশালী করে।

উত্তর পূর্ব রেলে পুনরায় শিডিউল করে চালানো হবে ট্রেন

গোরক্ষপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং নিরাপত্তা প্রদান এবং যান চলাচল সহজ করার জন্য লখনউ বিভাগের গোরক্ষপুর-গোন্ডা রেলওয়ে সেকশনে অবস্থিত লাখপত নগর স্টেশনে ট্র্যাক মেশিনের কাজের জন্য রেলওয়ে প্রশাসনের দেওয়া ব্লকের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এবং এটি পুনরায় শিডিউল করে চালানো হবে। নিয়ন্ত্রণ-১২৫৯২ যশবন্তপুর- গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস ০৬ এবং ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ৭০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ সহ রুটে চলবে।- ১৫২১২ অমৃতসর-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস ০৬, ১১ এবং ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ২৫ মিনিটের কম ফ্রিকোয়েন্সি সহ চলবে।- ০২৫৬৯ দারভাঙ্গা-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ সহ রুটে চলবে। পুনঃনির্ধারণ-- ১৫২১২ অমৃতসর-দরভাঙ্গা এক্সপ্রেস ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে অমৃতসর থেকে অমৃতসর থেকে ১৪৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।- ০৫৪২৬ অযোধ্যা- গোরক্ষপুর বিশেষ ট্রেনটি ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে অযোধ্যা থেকে অযোধ্যা থেকে ৮৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণে চলবে।- ১৪২৩২ বস্তি- প্রয়াগরাজ মানওয়ার সঙ্গম এক্সপ্রেস ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে বস্তি থেকে ৭৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।- ১৫০৭৮ গোমতীনগর- কামাখ্যা এক্সপ্রেস ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে গোমতীনগর থেকে গোমতীনগর থেকে ৯০ মিনিটের জন্য নিযন্ত্রিত পদ্ধতিতে চালানো হবে।- ২২৪২৩ গোরক্ষপুর - অমৃতসর এক্সপ্রেস, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, গোরক্ষপুর থেকে ৬০ মিনিটের নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চালানো হবে।

কারণ পোক্ত না হলে কেউ আত্মহত্যার প্ররোচনায় দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না ঃ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট বক্তব্য, কারণ পোক্ত না হলে কাউকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বিচারপতি অভয় এস ওকা ও বিচারপতি পঙ্কজ মিথালের বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের একটি আত্মহত্যা সংক্রান্ত মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় শীর্ষ আদালতের। ২০১৭ সালের ৪ জুলাই ঋণের দায়ে আত্মঘাতী হন অশোক কুমার। প্রথমে ৪০ হাজার, তারপর ৬০ হাজার। মোট ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তিনি। সেই ঋণ মেটাতে অশোক কুমারের উপর চাপ দেওয়ার অভিযোগের আঙুল ওঠে মহাজনের ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, টাকা মেটানোর জন্য আইনি নোটিসও পাঠানো হয় অশোক কুমারকে। আর এইসব কারণেই মানসিক চাপে-উদ্বেগে অশোক কুমার আত্মঘাতী হন বলে অভিযোগ। সুইসাইড নোটে সেকথা লিখেও রেখে যান অশোক কুমার। যার ভিত্তিতে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট মামলা গ্রহণ করে এবং অভিযুক্তকে দোষীও সাব্যস্ত করে। যারপরই মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায় যে, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এমন পোক্ত কোনও কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, যাতে প্রমাণিত হয় যে 'ভিক্টিম'-এর সামনে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। ওটাই একমাত্র পথ ছিল না। অর্থাৎ, অশোক কুমারকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দিয়েছে অভিযুক্ত, সেই অভিযোগের কোনও পোক্ত প্রমাণ নেই। তাই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

আইএসআই-এর নির্দেশে ভারতে নাশকতা! পাকিস্তানে মৃত খলিস্তানি জঙ্গি নেতা লখবির সিং

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ পাকিস্তানে মৃত্যু হল খলিস্তানি নেতা লখবির সিং রোদের। কুখ্যাত খলিস্তানি জঙ্গি জার্নেল সিং বিন্দ্রনওয়ালের ভাইপোকেও সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিয়েছিল ভারত সরকার। জানা গিয়েছে, গত ২ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়েছে। পাকিস্তানেই খলিস্তানি নেতার শেষকৃত্যও সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের নির্দেশে ভারতে নাশকতা চালানোর অভিযোগ ছিল লখবিরের বিরুদ্ধে। গত কয়েকদিনে একাধিকবার ভারতের 'শত্রু' তথা জঙ্গিদের মৃত্যুর খবর মিলেছে পাকিস্তান থেকে। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন খলিস্তানি জঙ্গি নেতা। নিষিদ্ধ সংগঠন শিখ ইউথ ফেডারেশনের প্রধান ছিল লখবির সিং। পাঞ্জাবের একাধিক এলাকায় নাশকতা চালানোর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। খলিস্তান আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিন্দ্রনওয়ালের ভাইপো ছিল এই লখবির। তাকে সন্ত্রাসবাদী তকমাও দিয়েছে ভারত সরকার। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের (ISI) পরিচালনায় পাঞ্জাবে নাশকতা চালাত লখবির, এমন অভিযোগও উঠেছে। ২০২১ থেকে শুরু করে দুবছর ধরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছে লখবির। তার বিরুদ্ধে মোট ৬ টি মামলা দায়ের হয়েছে। তদন্তে নেমে লখবিরের বাড়িতে তল্লাশিও চালায় এনআইএ। লখবিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। সূত্রের খবর, গত ২ ডিসেম্বর পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে লখবিরের। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে খলিস্তানি জঙ্গি নেতার। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে শিখ রীতি মেনেই তাঁর শেষকৃত্য করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও সরকারিবভাবে এই মৃত্যু সংক্রান্ত কোনও খবর মেলেনি।

আবার কামাল, সর্বকালের রেকর্ড উত্থান সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ পরপর দুদিন নজির শেয়ার বাজারের। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স। প্রথমবার সেনসেক্সের গণ্ডি ৬৯ হাজার পেরিয়ে গেল। সোমবারের তুলনায় ১৩৭ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটিও। তবে মার্কিন ডলারের তুলনায় খানিকটা কমেছে ভারতীয় টাকার দাম। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, তিন রাজ্যের বিধানসভায় বিজেপির সাফল্যের পর সোমবার যেভাবে তরতরিয়ে বেড়েছিল শেয়ার, মঙ্গলবার সেই ধারাই বজায় রয়েছে। সোমবার ৯০০ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্সের পরিমাণ। ইতিহাসে প্রথমবার ৬৮ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে সেনসেক্স। এক শতাংশ বেড়ে ২০ হাজার টপকে গিয়েছে নিফটিও। শেয়ার বাজারের দাপুটে ব্যাটিংয়ে লাভবান হয়েছে রিলায়্যান্স, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের মতো একাধিক ভারতীয় সংস্থা। একদিনের মধ্যেই ১ থেকে ৩ শতাংশ বেড়েছে তাদের শেয়ার। লাভবান হয়েছেন লগ্নিকারীরাও। একই ধারা বজায় রয়েছে মঙ্গলবারেও। প্রথমবারের জন্য ৬৯ হাজার পেরিয়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স। ২১ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে নিফটিও। বাজার খুলতেই এক লাফে অনেকখানি বেড়েছে ভোডাফোন, ইয়েস ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের মতো সংস্থাগুলোর শেয়ার। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগকারীদেরও লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। তবে ভারতের শেয়ারের দাপট থাকলেও উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে কমেছে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর লগ্নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজেপির জয়ের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। কারণ গেরুয়া শিবিরের ক্ষমতা দখলের পর বাজারে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে। ফলে নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ছে। সেই জন্যই সোমবার ৪১৮ পয়েন্ট উন্নতি হয়েছিল সেনসেক্সে। কিন্তু শেয়ার বাজারের এই দাপুটে ব্যাটিং খুব বেশিদিন চলবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ভারতের বাজার উর্ধ্বমুখীই থাকবে। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলের আঁচ পড়বে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনেও, এমনটাই মনে করছেন শেয়ার বাজারের ওয়াকিবহাল মহল।

রাম মন্দির সমগ্র ভারতকে এক করবে ঃ সদগুরু রীতেশ্বর

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর ঃ অযোধ্যার রাম মন্দির সমগ্র ভারতকে এক করবে বলে মঙ্গলবার জানান শ্রী আনন্দম ধাম ট্রাস্ট বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠাতা সদগুরু রীতেশ্বর মহারাজ। তিনি বলেন, অযোধ্যায় শ্রী রামের জন্মস্থানে নির্মিত বিশাল রাম মন্দির সমগ্র ভারতকে আধ্যাত্মিক চেতনায় এক করবে। তিনি আরও জানান, এটা সাধারণ মন্দির নয়। ভারতীয় আত্মার মন্দির তৈরি হচ্ছে। এই মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে ভারতের আত্মাকে সম্মান জানানো হচ্ছে। ঋতেশ্বর মহারাজ মঙ্গলবার সাংবাদিককে জানান, ৪৯২ বছর পর আমরা অযোধ্যায় ন্যায়বিচার পেয়েছি। এটা ভারতের আত্মার জয়। এই মন্দিরটি শুধু রাজস্থানের মন্দিরগুলির মধ্যে নয়, এটা গোটা ভারতবর্ষে একটা বিরাট বার্তা দেবে। তিনি বলেন, ভারতের দুর্ভাগ্য যে আমাদের ভগবান রাম, কৃষ্ণ এবং শিবের স্থান প্রমাণ করতে হয়েছে। আপনি যদি কোন বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি আপনাকে বলবেন যে রাম অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রী কৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাম মন্দির তৈরি করতে ৪৯২ বছর লেগেছে কিন্তু এখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির মন্দির তৈরি করতে ৪৯২ দিনও লাগবে না বলে তিনি এদিন উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আমরা নিজেরা শ্রী কৃষ্ণের জন্মভূমির মুক্তি অভিযানের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু এর কৃতিত্ব চাই না। সাধুরা বেঁচে থাকেন শুধুমাত্র চিরন্তন উন্নতির জন্য। তিন রাজ্যে বিজেপির জয় নিয়ে তিনি বলেন, যে দেশ, সনাতন ও উন্নয়নের কথা বলবে তাকেই ভোট দেবে দেশের মানুষ। তিনি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ২০২৪ সালের ১০০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করতে তিনি সারা দেশে একটি সচেতনতা প্রচার চালাবেন।

কাশ্মীর উপত্যকার একাধিক স্থানে অভিযান এনআইএ-এর

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ কাশ্মীর উপত্যকার বেশ কয়েকটি জায়গায় মঙ্গলবার অভিযান চালিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সরকারি সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা এবং শোপিয়ান জেলার বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এনআইএ আধিকারিকদের পাশাপাশি, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মীরাও এই অভিযানকার্যে যুক্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে এখনও অভিযানকার্য জারি রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা এবং শোপিয়ান জেলার সন্দেহজনক স্থানে তল্লাশি চালানো হয়।

করণপুর বিধানসভা আসনে ভোট হচ্ছে ৫ জানুয়ারি

জয়পুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থানের করণপুর বিধানসভা আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ জানুয়ারি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর জেলার করণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। এই আসনে ভোট হবে ৫ জানুয়ারি এবং ভোট গণনা হবে ১০ জানুয়ারি। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচনী কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, করণপুর আসনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে ১২ ডিসেম্বর থেকে। ১৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। ২০ তারিখে বাছাইপর্ব করা হবে এবং ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করা যাবে। কংগ্রেস প্রার্থী গুরমিত সিং কুন্নারের মৃত্যুর পর এই আসনের নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। রাজ্যের ২০০ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১৯৯ টি আসনের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২৫ নভেম্বর এবং ৩ ডিসেম্বর ভোট গণনা হয়।

স্থিতিশীল পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকা। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

Name Change

I MOHAMMAD IMDADUL HAQUE MOLLA, S/O MOHAMMAD USMAN MOLLA, R/O BAHIRGACHHI USTHI, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743375, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IMDADUL HAQUE MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. IMDADUL HAQUE MOLLA AND MOHAMMAD IMDADUL HAQUE MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I AFTAB AHMAD, RESIDING AT 6/1/H/6 EKBALPUR LANE, KOLKATA - 700023,WEST BENGAL.THAT MY MOTHER ALAM ARA KAHTOON SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALAM ARA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT ALAM ARA KAHTOON AND ALAM ARA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I GHOSH MONICA GOPAL MANJU(OLD NAME), W/O BAPPA GHOSH, R/O MAKARDAHA DAS PARA, DOMJUR, HOWRAH - 711409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONICA GOPAL CHANDRA GHOSH (NEW NAME), VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. MONICA GOPAL CHANDRA GHOSH AND GHOSH MONICA GOPAL MANJU SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SANTOS DAS S/o- BISWACHANDRA DAS, Residing at Vill- Purbanawapara, Post- Purbanawapara, Ps- Dhantala, Dist- Ranaghat, Pin- 741501, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SANTOS DAS To SANTOSH DAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SANTOSH DAS in all purpose Vide an affidavit No- 789815 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 29/11/2023, SANTOSH DAS and SANTOS DAS both are Same and one identical person.

Name Change

I GAURGOPAL DAS, S/O LATE PANKAJ DAS, R/O RAMNAGAR, PO RAMNAGAR, PS RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR , PIN-721441, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURGOPAL DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CONTAI, EAST MEDINIPUR ON 20/11/2023. GAURGOPAL DAS AND GOURGOPAL DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) JALALUDDIN S/o- NAJAR, Residing at NH-34 Prantikpara Flat No-5A, Post- Berhampore, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JALALUDDIN To MD JALALUDDIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD JALALUDDIN in all purpose Vide an affidavit No- 789814 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 29/11/2023, MD JALALUDDIN and JALALUDDIN and JALALUDDIN BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I S MD YASIN, S/O LATE MD YASIN, R/O 1, CHANDNI CHOWK STREET, PRINCEP STREET, KOLKATA -700072, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD SHAHID , S/O MAHAMMAD YASIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. S MD YASIN, S/O LATE MD YASIN, AND MOHAMMAD SHAHID, S/O MAHAMMAD YASIN, SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) MANSUR ALI SEIKH S/o- LATE SERAJUDDIN SEIKH, Residing at Vill - South kadamtala, Post - South kadamtala, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732216, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANSUR ALI SEIKH To MANSUR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MANSUR ALI in all purpose Vide an affidavit No- 789811 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 29/11/2023, MANSUR ALI and MANSUR ALI SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I LALIT KR CHOUDHARY, S/O H N CHOUDHARY, R/O 67/11, STRAND RD, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LALIT KAMAT, S/O HARINATH KAMAT, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. LALIT KR CHOUDHARY, S/O H N CHOUDHARY, AND LALIT KAMAT, S/O HARINATH KAMAT, SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) SAMSUJJAHA S/o- RAHATULLA SEKH, Residing at Vill - Khidirpur, Post- Purandapur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SAMSUJJAHA To SAMSUZZOHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SAMSUZZOHA in all purpose Vide an affidavit No- 789812 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 29/11/2023, SAMSUZZOHA and SAMSUJJAHA both are Same and one identical person.

Name Change

I NEELAM CHHETRI, W/O MAN BAHADUR RASAILY, R/O MAL BUSTY GORUBATHAN, MAL KHASMAHAL, DARJEELING, FAGU, PS GORUBATHAN, PIN-735231, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NILAM RASAILY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. NEELAM CHHETRI AND NILAM RASAILY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) ASURA AHMED W/o- SAMIM AHMED, Residing at NH-34 Prantikpara Flat No-5A, Post- Berhampore, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASURA AHMED To ASURA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASURA KHATUN in all purpose Vide an affidavit No- 789813 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 29/11/2023, ASURA KHATUN and ASURA AHMED both are Same and one identical person.

Name Change

I BABLU KR PODDAR, S/O A PODDAR, R/O ARAPANCH NEAR SHANI MANDIR SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700150, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INDRA NARAYAN PODDAR, S/O ASRFI PODDAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. BABLU KR PODDAR, S/O A PODDAR AND INDRA NARAYAN PODDAR, S/O ASRFI PODDAR, SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) Sarbasis Ghosh S/o- Mahadab Ghosh, Residing at Vill- Anandanagar, P.O- Aranghata, P.S- Taharpur, Dist- Nadia, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from Sarbasis Ghosh To Sarbasish Ghosh (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) Sarbasish Ghosh in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Ld.Executive Magistrate at Ranaghat, Nadia, 10/11/2023, Sarbasish Ghosh and Sarbasis Ghosh both are Same and one identical person.

Name Change

I GAURGOPAL DAS, S/O LATE PANKAJ DAS, R/O RAMNAGAR, PO RAMNAGAR, PS RAMNAGAR, EAST MEDINIPUR , PIN-721441, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURGOPAL DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT CONTAI,EAST MEDINIPUR ON 28/11/2023. GAURGOPAL DAS AND GOURGOPAL DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAGOTA ROY, W/O SANTI GOPAL ROY, R/O MADHUSUDAN APARTMENT, 4TH FLOOR, FLAT -C, HARINATH SEN LANE, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAGATA ROY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. SWAGATA ROY AND SAGOTA ROY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I KAMAL JIT KAUR , D/O RABINDAR SINGH, R/O 47/B, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL JEET KAUR RATAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. KAMAL JIT KAUR AND JEET KAUR RATAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I JIT KAUR , D/O RABINDER SINGH, R/O 47/B, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL JEET KAUR RATAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. JIT KAUR AND JEET KAUR RATAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK ABDUR RAHAMAN, S/O SK GOLAM ROSUL, R/O CHANDRAHATI, PS JANGIPARA, HOOGHLY, PIN-712403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUR RAHMAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023. SK ABDUR RAHAMAN AND SK ABDUR RAHMAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANDEEP KUMAR BHUI, RESIDING AT UTALIKA LUXURY-FLAT- 401 DWITYA, BARAKOLA, MUKUNDOPUR, KOLKATA - 700099, WEST BENGAL.THAT MY MINOR CHILD REYAAN KUMAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REYAAN KUMAR CHANDRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT REYAAN KUMAR AND REYAAN KUMAR CHANDRA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBIKA MITARA,WIFE OF AVIJIT KUMAR MITRA, RESIDING AT 4 SATCHASI PARA LANE,COSSIEPORE,KOLKATA-700036, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBIKA DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/12/2023.THAT DEBIKA MITRA AND DEBIKA DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Simran Singh, daughter of Rupesh Singh, residing at 46, Sanatan Mistri Lane, Salkia, Howrah-711106, do hereby solemnly affirm and declare that Simran Singh and Aakancha Kumari Singh are the names of the same and one identical person via affidavit in the Court of 1st Class Executive Magistrate at Howrah dated 10th October 2023.

উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হচ্ছে ৮ ডিসেম্বর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের গর্ব ৪১ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হচ্ছে ৮

ডিসেম্বর। কাঞ্চনজঙ্ঘা ষ্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে ১০ দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী এই বইমেলা শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। এবছর কালজয়ী সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের অনন্য সৃষ্টি আবোল তাবোল প্রকাশের শতবর্ষ চলছে। আবোল তাবোল সৃষ্টির শতবর্ষে আমাদের এবারের বইমেলার থিম আবোল তাবোল। এবারের বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করেছি আবোল তাবোল মঞ্চ। এবছর Oxford, Penguin, Harper Collins, আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, দেব সাহিত্য কুটির, দীপ প্রকাশন ও শৈব্যা প্রকাশন সহ বেশ কিছু নামী প্রকাশক বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও বাংলা, ইংরাজী এবং হিন্দি মিলিয়ে কমপক্ষে ৭৫টি ষ্টল এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। ৯ ডিসেম্বর শনিবার বেলা ৩টায় বাঘাযতীন পার্ক থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা হবে। ৪১ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায়। উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী স্বপ্নময় চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব। আবোল তাবোল সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন বিকাল ৪ টা থেকে থাকছে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় বিভিন্ন সরকারী ও [illegible]

আবারও নদীয়া পুলিশের সাফল্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ উৎসবের আমেজ শেষ হতেই নদীয়ায় ফের বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ প্রশাসন। নদীয়ার কল্যানি ও শান্তিপুর থানার হাত ধরে এলো এই সাফল্য। উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, গ্রেপ্তার তিনজন।

ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কল্যানি থানার ভবানীপুর এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায় ও তিনজনকে আটক করে ও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ছটি দেশি পিস্তল, নয়টি কার্তুজ একটি দেশি ম্যাগাজিন। জানা গেছে ধৃতদের নাম প্রহ্লাদ ঘোষ, দেবু সরকার, লোকনাথ ঘোষ। প্রত্যেকের বাড়ি নদীয়ার রানাঘাটে। পুলিশ সুত্রে আরও জানা যায় মঙ্গলবার ধৃতদের কল্যাণী আদালতে তোলা হবে, এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই বেআইনি অস্ত্র নিয়েছিল, ও তাদের সাথে আর কারা জরিত তা জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের স্বার্থে পুলিশ নিজেদের হেফাজতের চেয়ে আবেদন করবে আদালতে। পাশাপাশি মঙ্গলবার নদীয়ার শান্তিপুরে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে সাতটি তাজাবোমা নিস্ক্রিয় করল বোম্ব স্কোয়ার্ড জানা যায় শান্তিপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল এই তাজা বোমা, গুলো, যা মঙ্গলবার শান্তিপুর থানার গুপ্তিপাড়া ঘাটে, বোম স্কোয়ার্ড নিস্ক্রিয় করল। এদিন এই নিস্ক্রিয় অভিযানে শান্তিপুর পুলিশ প্রশাসন সহ, উপস্থিত ছিলেন দমকল আধিকারিকরা এবং শান্তিপুর হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। প্রখর পুলিশি নিরাপত্তায়, ফাঁকা জায়গায় সাতটি তাজা বোমা নিস্ক্রিয় করল বোম স্কোয়ার্ড।

এলাকা দখলকে ঘিরে বিবাদ, রাতভর বোমবাজিতে তপ্ত সামসেরগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ ডিসেম্বর ঃ পুরাতন বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড। সোমবার রাতে দফায় দফায় চলল বোমাবাজি।

কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে। পুলিশের সামনে মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে এলাকা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়েই। বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর অভিযোগে উঠে স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতির পাশাপাশি ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। রাতেই বিশাল পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সামসেরগঞ্জ থানার নবনিযুক্ত ওসি অভিজিত সরকার। অভিযোগ, পুলিশের সামনেই বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। টানা কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি। বোমাবাজি এবং গুলি চালানোর ঘটনার পরেই এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়। এদিকে সোমবার রাতের ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই এলাকায় টহলদারি শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। শুরু হয় ধরপাকড়। পুরো ঘটনা তদন্তে নামে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বোমাবাজি ও গুলিকাণ্ডে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। সোমবার রাতেই ধুলিয়ান এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। ঘটনায় জড়িত থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে বন্দে ভারত স্পেশাল ট্রেনের সময়সীমা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ৫ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে, হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল-এর পরিষেবা উভয় দিকে আরও নয়টি ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটি বিদ্যমান দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত চলাচল করবে। এছাড়াও, ডিব্রুগড়-সাঁতরাগাছি ও গুয়াহাটি- গোমতি নগরের মধ্যে দুটি একমুখী স্পেশাল

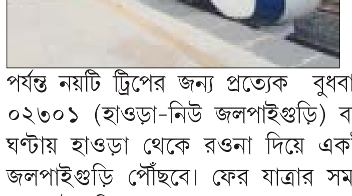

ট্রেন চালানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৩০১ / ০২৩০২ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত নয়টি ট্রিপের জন্য প্রত্যেক বুধবারে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০২৩০১ (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) বন্দে ভারত স্পেশাল ০৫.৫৫ ঘণ্টায় হাওড়া থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ১৩.২৫ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৩০২ (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) বন্দে ভারত স্পেশাল ১৫.০০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে ২২.৩৫ ঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৫৯৪৭ (ডিব্রুগড় - সাঁতরাগাছি) একমুখী স্পেশাল ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ডিব্রুগড় থেকে ১৯.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের ০৩.০০ ঘণ্টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছবে। ট্রেনটি নিউ তিনসুকিয়া, মরিয়নী জং, ডিমাপুর, লামডিং জং., গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি জং., কিষাণগঞ্জ, মালদা টাউন ও বর্ধমান হয়ে চলবে। ট্রেন নং. ০৫৬৫২ (গুয়াহাটি - গোমতি নগর) একমুখী স্পেশাল ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি থেকে ১৪.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২০.০০ ঘণ্টায় গোমতি নগর পৌঁছবে। ট্রেনটি রঙিয়া জং. বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি জং., কিষাণগঞ্জ, কাটিহার, বারাউনি জং., হাজীপুর ও গোরক্ষপুর হয়ে চলবে। ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শীতকালীন ফুল চাষে চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল উদ্যান পালন দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ডিসেম্বর ঃ শীতকালীন ফুল চাষে চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে সহযোগিতার হাত

বাড়িয়ে দিল উদ্যানপালন দপ্তর। মূলতঃ গাঁদা ফুল চাষ লাভজনক হওয়ায় এই চাষেই নানাভাবে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। উদ্যান পালন দপ্তর জানিয়েছে, তবে শুধু শীতকালে গাঁদা চাষ নয়, সারা বছর এই ফুল চাষ যাতে করা যায়, সেই ব্যাপারেও পরামর্শ এবং শিবির করে চাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও কাজ শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। গাঁদা ফুলের চাহিদা বাজারে সবসময় রয়েছে। যেকোনো অনুষ্ঠান, পুজো অথবা উৎসবে গাঁদা ফুলের প্রয়োজন সবসময়ের জন্য রয়েছে। স্বল্প খরচ এবং অল্প পরিশ্রমে গাঁদা ফুলের চাষ করে চাষিরা অনেকটাই লাভবান হতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে উদ্যান ফলন দপ্তর। উল্লেখ্য, মালদা জেলায় গাঁদা ফুলের চাষের পাশাপাশি বেশকিছু অংশে জবা, গ্ল্যাডিওলাস ফুল চাষ হচ্ছে। জেলায় এতদিন সেইভাবে ফুল চাষ না হওয়ায় সরকারিভাবে কোন সাহায্য বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমশঃ জেলার কৃষকদের মধ্যে ফুল চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবার ফুল চাষে আগ্রহ বাড়াতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জেলা উদ্যান পালন দফতর। মালদা জেলা উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা কমবেশি প্রতিটি ব্লকেই কৃষকেরা ফুল চাষ শুরু করছেন। তবে পুরাতন মালদা, বামনগোলা ও চাঁচল ব্লকে বেশি ফুল চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ৫০০ একর জমিতে বিভিন্ন ফুল চাষ হচ্ছে। যার মধ্যে গাঁদা ফুলের চাষ সবথেকে বেশি হয়। তাই এবার ফুলচাষীদের প্রশিক্ষণ চাষের পদ্ধতি বীজ বা চারা গাছ বিতরণ সহ আর্থিকভাবে সাহায্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উদ্যান পালন দফতর। ফুল চাষ করে ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন কৃষকেরা। কিন্তু সঠিক প্রশিক্ষণ বা সরকারিভাবে কোনরকম সাহায্য না করায় অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রশিক্ষণের অভাবে ভালো মানের ফুল চাষ করতে পারছেন না। তাই আগামী অর্থ বর্ষে জেলার ২৫ বিঘা জমিতে সরকারিভাবে ফুল চাষ করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের ফুল চাষের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হবে। তেমনি ফুল চাষের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করাই জেলায় ফুল চাষ আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেকের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। বর্তমানে ব্যাপক ফুলের চাহিদা রয়েছে। চাহিদা পূরণের জন্য এখন ভিন রাজ্য বা অন্যান্য জেলা থেকে জেলায় ফুল আমদানি করা হচ্ছে। জেলাতেই পর্যাপ্ত ফুল চাষ হলে উপকৃত হবেন কৃষকেরা।

জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নৈশালোকে সূচনা হল ৯ বর্ষ সকার কাপ

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৫ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আতশবাজির রোশনাই ও জমকালো বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপ বিবেকানন্দ

স্টেডিয়ামে সূচনা হল নবম বর্ষ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সূচনাকালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জলন করে ৯ বর্ষ সরকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক পুন্ডরিকাক্ষ সাহা এবং পুরপিতা বিমানকৃষ্ণ সাহা। এরপর একে একে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জিমনাস্টিক খেলোয়াড়দের জিমনাস্টিক প্রদর্শনী, আতশবাজির রোশনাইয়ের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় ৯ বর্ষ নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। নবদ্বীপের অন্যতম নৃত্য একাডেমির কলাকুশলী নৃত্য পরিবেশন ও ক্রিয়েটিভ জিমনাস্টিক একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের জিমনাস্টিক প্রদর্শনী শেষে ফুটবলে শট মেরে উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা করেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। নবম বর্ষ সকার কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন গত বছরের বিজয়ী স্থানীয় নবদ্বীপ নিউ শিব শংকর ক্লাব বনাম বিষ্ণুপুর রাওতারা আদিবাসী যুব সংঘ। উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন প্রায় হাজার পাঁচেক দর্শক। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও ৩২ টি ক্লাবকে নিয়ে শুরু হল প্রায় দেড় মাস ব্যাপী নবম বর্ষ সকার কাপ। স্থানীয় ২৩ টি ও কলকাতা সহ আরও ৯ টি ক্লাব অংশ নেবে সকার কাপে। বিগত বছরের ন্যায় এবছরও নবদ্বীপ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমি পরিচালিত সকার কাপকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে কোনও প্রকার কসুর করবেনা টুর্নামেন্ট কমিটি। গত বছরের মত এ বছরও দর্শকদের জন্য প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে। প্রাথমিক রাউন্ড থেকে শুরু করে প্রি- কোয়াটার ফাইনাল পর্যন্ত টিকিটের মূল্য পাঁচ টাকা। কোয়াটার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত টিকিট ১০ টাকা। সিজন টিকিট যথারীতি গত বছরের মতো এবারেও ১৩০ টাকা রাখা হয়েছে বলে জানালেন, টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক সুজিত সাহা। পাশাপাশি গত বছরের মতো এবছরও ক্রীড়া প্রেমী দর্শকদের জন্য লটারির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ধরনটা একটু বদলানো হয়েছে। প্রতিদিন দৈনিক টিকিটের ওপর উপস্থিত একজন ভাগ্যবান দর্শককে রাঙ্গামাটি রেস্টুরেন্ট এবং ব্যাঙ্কোয়েট এর তরফে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। সুজিত বাবু বলেন, আজ থেকে শুরু হল নবম বর্ষ সকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। যার সমাপ্তি ঘটবে ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি ফাইনাল খেলার মধ্যে দিয়ে। নবদ্বীপ পুরসভার পুরপিতা তথা সকার কাপের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, স্থানীয় স্তরে ফুটবলের সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে নবদ্বীপ পুরসভার ব্যবস্থাপনায় ও নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমির পরিচালনায় প্যাক কোম্পানির মাঠে শুরু হয়েছিল প্রথম বর্ষ সরকার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সেই শুরু, মাঝে ২০২০ সালে করোনাকালে এক বছর বন্ধ রাখা হয় প্রতিযোগিতাটি। পাশাপাশি টুর্নামেন্ট কমিটির কিছুটা ব্যয়ভার কমানোর লক্ষ্যে ২০২২ সাল থেকে দর্শকদের জন্য প্রবেশ মূল্য চালু করা হয়। যা এ বছরও অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে জানান, সকার কাপের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক তথা পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ও পুরপিতা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপ ব্লক সমষ্টি আধিকারিক মনীশ নন্দী, নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারি জলেশ্বর তিওয়ারি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তাপস ঘোষ, উপ-পুরপিতা শচীন্দ্র বসাক, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমন ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের অন্যতম সেবায়েত সুদিন গোস্বামী, নবদ্বীপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মহাসচিব কিশোর গোস্বামী, বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও লেখক জনাব সিরাজুল ইসলাম সহ নবদ্বীপ পৌরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ।

বামুনগাছির তৃণমূল নেতা খুনে রাঁচি থেকে গ্রেপ্তার আরও ১ জন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার জয়নগর থানার বামুনগাছির দাপুটে তৃনমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি থেকে ধৃত জাকির হোসেন ঢালিকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বরের ভোরে বাড়ির কাছে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার পথে খুন হয় দাপুটে তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর। এরপরে পুলিশ তদন্তে নেমে চারজনকে গ্রেফতার করে। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে সোমবার ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচি থেকে জাকির হোসেন ঢালী নামে এক ব্যক্তিকে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। তবে এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত জাকির হোসেন ঢালী এই ঘটনায় আগেই গ্রেফতার হওয়া কামালউদ্দিন ঢালির খুড়তুতো ভাই বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

পায়ে হেটে বহরমপুর থেকে অযোধ্যা যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ বাংলা জুড়ে অরাজকতার প্রতিবাদ জানিয়ে, সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দিতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বহরমপুরের রাম ভক্ত বিশ্বম্ভর কলিকা। সোমবার সকালে বহরমপুরের হাতিনগর এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দুপুরে জীবন্তিতে পৌঁছালেন বিশ্বম্ভর কলিকা নামে এক ব্যাক্তি। কান্দির জীবন্তিতে দুপুরের আহার ও বিশ্রাম সেরে আবার কান্দি দিকে রওনা দেন। জীবন্তি থেকে কান্দি যেতে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এরজন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জীবন্তির মানুষ। মঙ্গলবার সকালে কান্দি থেকে বীরভূমের দিকে যাত্রা শুরু করেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘ প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অযোধ্যায় পৌঁছাতে বিশ্বম্ভর কলিকার সময় লাগবে আনুমানিক প্রায় ৩ মাস। এই দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করতে সঙ্গে নিয়েছেন নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হনুমানজীর মূর্তিটি। একটি ব্যাগ শীতবস্ত্র মতো সামান্য জিনিস পত্র। যথারীতি পরিবার সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি রওনা দিয়েছেন তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। রাজ্যবাসী তথা সারা দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করে যে ছেলে এই দুর্বিষহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে- ছেলের সেই মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে নিজেদের চোখের জলে ছেলেকে বিদায় জানান তার বাবা, মা, স্ত্রী সহ প্রতিবেশী ও ওই এলাকার সাধারণ মানুষও। সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ ভুলে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই বাংলায় গড়ে উঠুক সম্প্রীতি ও শান্তি। বহরমপুর থেকে পায়ে হেটে অযোধ্যা যাত্রার পথ বিশ্বম্ভর কলিকার সফল হোক এই বার্তা ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে বিশ্বম্ভর কলিকা বলেন বাংলা জুড়ে হিংসার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে, হিংসা মুক্ত করে শান্তি সম্প্রীতি গড়ে তোলার বার্তা দিতে এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে অযোধ্যা যাত্রা।

চুরির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ গতকাল দুপুর বেলা বৈকন্ট পল্লীর একজন অভিযোগ করে যে তার একটি ট্রান্সপোর্ট এর মালপত্র রাখার গোডাউন আছে বৈকন্ঠ পল্লীতে। গত পরশু রাত্রিবেলা কে বা কাহারা, গোডাউনে ঢুকে নতুন ইলেকট্রিক তার চুরি করে। ঘটনার তদন্তে নেমে ভক্তিনগর থানা একজন কে গ্রেফতার করে তার হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া তার উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম হরেন দাস। জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/অনু-II, তারিখ ০৪.১২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, [illegible] বিল্ডিং, [illegible], কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রম নং ১। টেন্ডার নং ঃ [illegible]। কাজের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বারুইপুর এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বারুইপুর-এর অধীনে [illegible] (আপ লাইন) [illegible] কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা। ইএমডি ঃ [illegible] টাকা। ক্রম নং ২। টেন্ডার নং ঃ [illegible]। কাজের নাম ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/[illegible] এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বারুইপুরের অধীনে [illegible] আপ ও ডাউন লাইনে [illegible] কাজ। টেন্ডার মূল্যমান ঃ [illegible] টাকা। ইএমডি ঃ [illegible] টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ উভয় ক্রম নম্বরের জন্য নেই। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ উভয় ক্রম নম্বরের জন্য ১৫ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ উভয় ক্রম নম্বরের জন্য ২৮.১২.২০২৩-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় হল উভয় টেন্ডারের জন্য ২৮.১২.২০২৩-এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। [illegible]

(SDAH-284/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

লামডিং ডিভিশনে বিভিন্ন "বিজ্ঞাপন সম্পদ"-এর জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে বিভিন্ন "বিজ্ঞাপন সম্পদ" -এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ এডিভিটি-এলএমজি-০৬-২৩, তারিখ ঃ ৩০-১১-২০২৩, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ ১৫-১২-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৫-১২-২০২৩ তারিখের ১৭.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল। ট্রিপ/দিন ঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএই চ-১৭১-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং. সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-৭ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই নিলাম।
এএ/২	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএই চ-১৭৩-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং. সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-১৫ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই নিলাম।
এএ/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিও-ওএই চ-১৮৮-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৭২ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৮২-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং.-হয়বরগাঁও সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৪ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৫	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে -ওএই চ-১৭২-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং. সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-১১ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৬	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৭৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং.-আমনি সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-২৫ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৭	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন -ওএই চ-১৮৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৩১ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৮	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৮১-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং.-হয়বরগাঁও সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-১ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/৯	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএই চ-১৭৯-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	আমনি-শিলঘাট টাউন সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-৬৫ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১০	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৭৬-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং.-আমনি সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-২৬ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন -ওএই চ-১৮৬-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৫০ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১২	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএই চ-১৭৮-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	আমনি-শিলঘাট টাউন সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-৬৩ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন -ওএই চ-২৩৮-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৬১ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন -ওএই চ-১৮৫-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৩৬ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৮৩-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং.-হয়বরগাঁও সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৫ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমএল-ওএই চ-১৬৩-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	ধরমতুল-ঠেকেরাগুরি সেকশনে এলসি গেট নং. এসটি-৩০ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএই চ-১৬৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	চাপরমুখ জং. ইয়ার্ডে এলসি গেট নং. এসটি-৩৩ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএই চ-১৭৭-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	আমনি-শিলঘাট টাউন সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-৫০ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিই -ওএই চ-১৭৪-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	সেনচোয়া জং. ইয়ার্ডে এলসি গেট নং. সিএস-১৯ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২০	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমএল-ওএই চ-১৬২-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	ধরমতুল-ঠেকেরাগুরি সেকশনে এলসি গেট নং. এসটি-২৯ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২১	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন-ওএই চ-১৮৭-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	হয়বরগাঁও-মৈরাবাড়ি সেকশনে এলসি গেট নং. এসএম-৬২ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এএ/২২	এডিভিটি-এলএমজি-এওএনআই-ওএই চ-১৮০-২২-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-আউট অব হোম)	আমনি-শিলঘাট টাউন সেকশনে এলসি গেট নং. সিএস-৬৮ -এ নির্দিষ্ট এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-এনএইচএলজি-ওএসডি-২১৭-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	নিউ হাফলং রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-ডিপিইউ-ওএসডি-২১৩-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	ডিফু রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৩	এডিভিটি-এলএমজি-কেওয়াইকিউ-ওএসডি-২০৪-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এসসিএল-ওএসডি-২১৮-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৫	এডিভিটি-এলএমজি-এলএমজি-ওএসডি-২১৫-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৬	এডিভিটি-এলএমজি-জেআইডি-ওএসডি-২০৭-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৭	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমভি -ওএসডি-২১৪-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৮	এডিভিটি-এলএমজি-এজিটিএল-ওএসডি-২২১-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/৯	এডিভিটি-এলএমজি-বিপিবি-ওএসডি-২২০-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১০	এডিভিটি-এলএমজি-বিএক্সজে-ওএসডি-২১২-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	বোকাজান রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এইচবিএন-ওএসডি-২০৮-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১২	এডিভিটি-এলএমজি-কেডব্লিউএম-ওএসডি-২১১-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	কামপুর রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-এলকেএ-ওএসডি-২১০-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	লংকা রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-জিএইচওয়াই-ওএসডি-২০৩-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-এইচজেআই-ওএসডি-২০৯-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	হোজাই রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিজি -ওএসডি-২১৬-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	মাইবাং রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-এনএনজিই -ওএসডি-২০৫-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	নারেঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-কেইউজিটি-ওএসডি-২২৩-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-ডিএমআর-ওএসডি-২২২-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/২০	এডিভিটি-এলএমজি-কেএক্সজে-ওএসডি-২১৯-২৩-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।
এবি/২১	এডিভিটি-এলএমজি-সিপিকে-ওএসডি-২০৬-২৩-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশনে অধিসূচিত এলাকায় রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্কের ইনস্টলেশন, ডিসপ্লে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের অধিকার (পছন্দনীয় ক্লাউড বেস বিজ্ঞাপন) এবং ৫০ : ৫০ টাইম/স্পেস শেয়ারিং ভিত্তিতে রেলওয়ে তথ্য প্রদর্শনের জন্য ই-নিলাম।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি)/ লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভারতে প্লেয়ার তোলার বদলে বাতিল করা হয়

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ জাডেজার

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়ারা দলে থাকা মানেই শক্তি বাড়ে টিম ইন্ডিয়ার। তবে এই সিনিয়র ক্রিকেটাররা দলে থাকলে একাধিক জুনিয়র ক্রিকেটাররা একাদশে সুযোগ পান না। ওডিআই বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। এই সিরিজে একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারদের খেলতে দেখা গিয়েছিল। এবং তাঁরা প্রতি ম্যাচেই ছাপ রেখেছেন। সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ভালো খেললেও সব ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি ঈশান কিষাণ। এই পরিস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ তুর্কি ঈশান কিষাণকে কেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবক'টি ম্যাচে খেলানো হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন জাডেজা। কী বললেন তিনি? সম্প্রতি ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাডেজা বলেছেন, ''বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরই ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ হল। ঈশান কিষাণ তিনটে ম্যাচ খেলল। তারপর ওকে বাড়ি পাঠিয়ে

দেওয়া হল। ও কি সত্যি এতটা টায়ার্ড ছিল, যে ওকে বিশ্রাম দিতে হল? বিশ্বকাপেও ও ভারতের একাদশে বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। ভারতীয় দলে কতজন ক্রিকেটার রয়েছে যারা একদিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে ২০০ রান করেছে? যে দিন ও ফর্মে থাকে দুরন্ত পারফর্ম করে। ও কবে প্রস্তুত হবে? ওকে নিয়ে কি ট্রায়ালই চলবে? গত দুই বছর ধরে ও কতগুলো ম্যাচ খেলল? ভারতীয় ক্রিকেটের এই সমস্যা আজকের নয়। এটা অনেক পুরনো। ভারতে প্লেয়ার তোলার বদলে বাতিল করা হয়।'' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ৩ টি-টোয়েন্টিতে ছিলেন না শ্রেয়স আইয়ার। তৃতীয় ও চতুর্থ টি-২০তে ভারতীয় দলে ফেরেন শ্রেয়স আইয়ার। তিনি ফিরতেই একাদশ থেকে বাদ পড়েন ঈশান কিষাণ। তাঁর বদলে টি-২০ সিরিজের শেষ ২টি ম্যাচে উইকেটকিপারের দায়িত্বে দেখা যায় জীতেশ শর্মাকে। ভারতের হয়ে ২৭টি ওডিআইতে খেলেছেন ঈশান। এবং ৩২টি টি-২০ ও ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তিনি। অজিদের বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া টি-২০ সিরিজের প্রথম ২ ম্যাচে ২টি হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন ঈশান কিষাণ।

হার্দিককে ২২ গজে ফেরাতে মেগা প্ল্যান

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ চলাকালীন (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে) বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। টুর্নামেন্টের মাঝপথে ফিরবেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু আর তেইশের বিশ্বকাপে খেলা হয়নি হার্দিকের। আগামী বছর রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের পর থেকে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে নেতৃত্বের দায়িত্ব বোর্ড হার্দিকের কাঁধেই দিয়েছিল। কিন্তু ওডিআই বিশ্বকাপের সময় তিনি যে চোট পেয়েছেন, তা থেকে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি হার্দিক। বিসিসিআই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ভেবে হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য এ বার আনল এক বিশেষ প্রোগ্রাম। এক ক্রীড়া ওয়েবসাইটের সূত্রের খবর অনুযায়ী, এনসিএ ও বিসিসিআই

মিলে হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য ১৮ সপ্তাহের একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এনসিএর এক সূত্র বলেন, ''আমরা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বলি। টি-২০ ক্রিকেটার হিসেবে হার্দিকের দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন কি আছে? না। বরং আমাদের যেটা প্রয়োজন তা হল দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করা।'' হার্দিককে নিয়ে কোনও তাড়াহুড়ো চায় না বোর্ড। যে কারণে তাঁকে দ্রুত মাঠে না ফিরিয়ে, ১৮ সপ্তাহের একটি হাই পারফরম্যান্স প্রোগ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী বছরের মার্চ অবধি হার্দিক পান্ডিয়াকে পর্যবেক্ষণ করবে বোর্ড ও জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নির্দিষ্ট টিম। হার্দিক বেশ চোটপ্রবণ। কিন্তু তাঁর পুরনো চোটের সঙ্গে বিশ্বকাপে পাওয়া চোটের কোনও সম্পর্ক নেই। এনসিএ-র ওই সূত্র বলেন, ''হার্দিকের পুরনে চোটের (পিঠের চোট) সঙ্গে বাংলাদেশ ম্যাচের পাওয়া চোটের কোনও যোগসূত্র নেই। বিশ্বকাপের সময় তিনি পুরোপুরি ফিট ছিলেন না, কিংবা তিনি চোটপ্রবণ ছিলেন, এইরকম বলার কোনও কারণ নেই। ওভাবে বিশ্বকাপে চোট পাওয়াটা ওর জন্য দুর্ভাগ্যজনক ছিল।'' তারকা অলরাউন্ডারের জন্য বিশেষ ভাবনাচিন্তা রয়েছে বোর্ডের। এ বার দেখার তাতে কতটা লাভ হয় হার্দিকের। এবং কত দ্রুত তিনি ফের ক্রিকেটে ফেরার জন্য ফিট হয়ে ওঠেন, সেটাই দেখার।

বিরাট বিতর্কে আবার খুল্লামখুল্লা সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ বিরাট কোহলিকে ঘিরে সেই বিতর্ক এক সময় তছনছ করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। হঠাৎই ভারতের নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন বিরাট। কে ছেড়েছিলেন, শুরুতে জানা না গেলেও যত সময় গিয়েছে পিছনের পুরো ঘটনা প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। রাতারাতি নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ডকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন বিরাট। যা নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিল। সেই পুরনো বিতর্ক নিয়ে এর আগেও মুখ খুলেছেন, এ বারও খুললেন সৌরভ। 'দিদিগিরি'র অনুষ্ঠানে মহারাজ বলে দিলেন, বিরাট কোহলিকে তিনি নেতৃত্ব থেকে সরাননি। ভারতীয় ক্রিকেটে সেই গ্রেগ চ্যাপেল বনাম সৌরভের মতোই বিরাট বনাম সৌরভ বিতর্কিত অধ্যায় হয়ে রয়ে গিয়েছে। নেতা হিসেবে দেশে-বিদেশে ভারতীয় ক্রিকেটকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন বিরাট। মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো আইসিসি টুর্নামেন্টে সাফল্য না এলেও টিম হিসেবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল বিরাটের ভারত। সেখান থেকেই হঠাৎই সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। যে বিতর্ক আজও ঘুরে ফিরে আসে। সৌরভ অবশ্য বলেছেন, ''আমি বিরাটকে ভারতের নেতৃত্ব থেকে সরাইনি। এটা নিয়ে কিন্তু এর আগেও আমি অনেকবার বলেছি। বিরাট টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় টিমের নেতৃত্ব দিতে রাজি ছিল না। ও যখন নেতৃত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল, তখন ওকে আমি বলি, যদি তুমি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী না হও, তা হলে পুরো সাদা বলের ক্রিকেটেই আর ক্যাপ্টেন্সি করো না। লাল ও সাদা বলের ক্রিকেটে দু'জন ক্যাপ্টেন হোক।'' তিন বছর আগের সেই বিতর্ক ঘিরে কিন্তু অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ছিল ভারতীয় ক্রিকেট মহলে।

ওয়ার্নারের ওপর কেন খেপেছেন, জানালেন মিচেল জনসন

সিডনি, ৫ ডিসেম্বরঃ হঠাৎ কেন ডেভিড ওয়ার্নারের ওপর খেপে গেলেন মিচেল জনসন? কেনই-বা জাতীয় দলের একসময়ের সতীর্থের টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হলেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ফাস্ট বোলার? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিছুটা হলেও পাওয়া গেল। আর সেটি জানালেন জনসন নিজেই। ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় নিজের লেখা এক কলামে ওয়ার্নারকে কেন টেস্ট ক্রিকেট থেকে ঘটা করে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো, তা নিয়ে সমালোচনা করেন জনসন। টেস্টে ওয়ার্নারের ফর্মহীনতা ও ২০১৮ সালে কেপটাউন টেস্টে 'স্যান্ডপেপার কেলেঙ্কারি'তে অস্ট্রেলীয় ওপেনারের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন নিজের লেখায়। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলির সঙ্গে খেলোয়াড়দের ঘনিষ্ঠতা নিয়েও সমালোচনা করেন জনসন। ওই কলাম লেখার পর বেইলি জনসনের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ওয়ার্নার অবশ্য এখনো প্রকাশ্যে কিছু বলেননি এ বিষয়ে। তবে ওয়ার্নারের সতীর্থ উসমান খোয়াজা সমালোচনা করেছেন জনসনের। এ নিয়ে মাইকেল ক্লার্ক ও টিম পেইনের মতো দুই প্রাক্তন অধিনায়কও কথা বলেছেন, তাঁরা জনসন-ওয়ার্নারের বিরোধের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কী কারণ, সেটি আজ দ্য মিচেল জনসন ক্রিকেট শো পডকাস্টে নিজেই জানালেন। সেখানে জনসন বলেছেন, ''গত এপ্রিলে ওয়ার্নারের কাছ থেকে পাওয়া একটি খুদে বার্তা বা এসএমএসই তাঁর এতটা খ্যাপার কারণ। সেই খুদে বার্তাও ওয়ার্নার পাঠিয়েছিলেন জনসনের কাছ থেকে সমালোচনা শোনার পর। সে সময়েও ওয়ার্নারের ফর্ম নিয়ে কথা বলেছিলেন জনসন। জনসন সমালোচনা করেছিলেন ওয়ার্নারের স্ত্রী ক্যান্ডিসেরও। ক্যান্ডিস কেন ওয়ার্নারের টেস্ট দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে টেলিভিশনে কথা বলেছেন, সেটিরও সমালোচনা করেন জনসন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৩টি টেস্ট খেলা বাঁহাতি ফাস্ট বোলার জনসন আজ পডকাস্টে বলেন, ''ওই ঘটনার পর আমি ডেভের (ওয়ার্নার) কাছ থেকে বার্তা পেলাম, খুবই ব্যক্তিগত (আক্রমণ) ছিল সেটি। আমি তখন ওকে ফোনে ধরার চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম কথা বলতে। আমি সব সময়ই যেকোনও কিছু নিয়ে কথা বলতে রাজি আছি। খেলা ছাড়ার

পরও ওদের (সতীর্থ) সঙ্গে সব সময়ই কথা বলেছি। আমি বলেছি, সংবাদমাধ্যমে আমার লেখা ও কথা যদি কারও ভালো না লাগে, আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে।'' গত এপ্রিলে এ নিয়ে কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয়নি বলেও জানালেন জনসন, ''ওই সময়ের আগে বিষয়টি কখনওই ব্যক্তিগত পর্যায়ে যায়নি। আর এই কারণেই তখন নিবন্ধটি লিখেছিলাম। ওটা একটি কারণ তো বটেই। এমন কিছু বলেছিলাম, যা আমার বলা উচিত হয়নি। আমার মনে হয় ডেভেরই বলা উচিত ছিল যে সে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ওই মেসেজে এমন কিছু ছিল, যা আমার জন্য খুবই হতাশাজনক ছিল। সে যা বলেছে, সত্যি কথা বলতে, খুবই বাজে ছিল তা।'' অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক বেইলির সঙ্গে বিরোধেও বার্তার ভূমিকা ছিল বললেন জনসন। পাকিস্তান সিরিজের অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে ডাক পাওয়া ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিসকে কেন শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচ থেকে সরিয়ে বিশ্রাম দেওয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জনসন। বেইলি তখন বার্তা পাঠান জনসনকে। সেই মেসেজে কী ছিল, সেটি জানালেন জনসন, ''মরিসকে নিয়ে লেখার পর সে (বেইলি) মেসেজ পাঠাল। সেখানে সে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সকাল সকাল যদি এমন কিছু চলে আসে, কার না মেজাজ খারাপ হয়।'' এরপর এবার আবার জনসনের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেইলি। জনসন আজ জবাব দিলেন সেটিরও, 'আমি ঠিক আছি কি না, জিজ্ঞাসা করেছে সে। আমার সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মানে হলো, আমার লেখাকে ছোট করা। খুবই জঘন্য ব্যাপার। আমি জানাতে চাই, আমার মাথা পরিষ্কার আছে। আমি পুরোপুরি ঠিক আছি। কারও প্রতি রাগ করে বা ঈর্ষায় নয়, আমার যা লেখার দরকার ছিল, তাই লিখেছি শুধু। আমি কেন শুধু বার্তা পাব, কেউ কি ফোন করার মতো একটু ভদ্রতা দেখাতে পারে না!'' তিনি যে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কারও সমালোচনা করেন না, সেটিও বলেছেন জনসন, ''আমি হইচই ফেলতে চাই না। আমি শুধু নিজের মতামত জানাই।''

কোপা আমেরিকার ভেন্যু চূড়ান্ত ফাইনাল মেসির মায়ামিতে

লুকু, ৫ ডিসেম্বরঃ আগামী বছর জুনে কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ রাজ্যের ১৪ ভেন্যুতে। সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে আয়োজকেরা। এটি হতে যাচ্ছে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি দেশ ও উত্তর আমেরিকার ৬টি দেশ। কোপা আমেরিকার আয়োজন কনমেবল এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে টুর্নামেন্ট শুরু হবে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেনজ স্টেডিয়ামে। আর ১৪ জুলাই ফাইনাল হবে মেসির শহর ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে। সোমবার কনমেবল জানিয়েছে, টেক্সাসের আরলিংটনের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়াম ও এনআরজি স্টেডিয়াম হিউস্টন, আরিজোনার গ্লেনডেলের স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম, নেভাদার লাসভেগাসের অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম হবে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ। সেমিফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়াম ও নর্থ ক্যারোলাইনার শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের অন্য ভেন্যুগুলো হলো-অস্টিনের কিউ২ স্টেডিয়াম, লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়াম, সান্তা ক্লারার লেভিস স্টেডিয়াম, অরল্যান্ডোর এক্সপোলোরিয়া, ফ্লোরিডা ও ক্যানসাস সিটির চিলড্রেনস মারসি পার্ক। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব হবে ২০ জুন থেকে ২ জুলাই। কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ থেকে ৬ জুলাই। সেমিফাইনাল ৯ ও ১০ জুলাই। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ১৩ জুলাই। কোপা আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার টুর্নামেন্ট হলেও এর আগেও উত্তর আমেরিকায় আয়োজিত হয়েছে। এবার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপকে মাথায় রেখে এবারের কোপা আমেরিকা হবে যুক্তরাষ্ট্রে। কনবেমল সভাপতি ও ফিফা সহসভাপতি আলেহান্দ্রো দমনিগেজ বলেছিলেন, ''ফুটবলের আবেগ এই দুর্দান্ত দেশের মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে যাবে, যা ভেন্যুতে উপস্থিত থাকা হাজার হাজার ভক্ত এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ দর্শকের জন্য উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ নিয়ে আসবে।'' কোপা আমেরিকার ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগামী বৃহস্পতিবার।

কোর্টে ফিরছেন রাফায়েল নাদাল রাখবেন না আর প্রত্যাশা

মাদ্রিদ, ৫ ডিসেম্বরঃ চোট সারিয়ে প্রায় এক বছর পর আবার কোর্টে ফিরতে চলেছেন রাফায়েল নাদাল। আগামী বছরের শুরুতেই তাঁকে দেখা যাবে একটি টুর্নামেন্টে। যা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে প্রস্তুতি হিসেবে নেবেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে কোমরের চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছিলেন কোর্ট থেকে। তার পর থেকে চেষ্টা করলেও আর টেনিস র‍্যাকেট হাতে নামতে পারেননি। হিপে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছে। দীর্ঘ রিহ্যাবের পর আবার কোর্টে ফিরছেন ২২টা গ্র্যান্ড স্লাম জেতা নাদাল। তবে ৩৭ বছরের তারকাকে চোটের সঙ্গে যে লড়তে হবে, তাও ভালো করে জানেন। আগামী বছরটাই কি কেরিয়ারের শেষ মরসুম হতে চলেছে? নাদাল কী বলছেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে নাদাল বলেছেন, ''আমার মনে হয়, আমি কোর্টে নামার জন্য তৈরি। সব যদি ঠিকঠাক এগোয়, যে ভাবে পরিকল্পনা করেছি, সেই মতো স্বপ্ন দেখতে পারি, তা হলে কোর্টে নেমে আবার টেনিস উপভোগ করতে পারব। আর সোজা কথা হল, আমি নিজের কাছে কোনও প্রত্যাশাই রাখছি না।'' ব্রিসবেন ওপেনে নিজের প্রস্তুতি সারতে চাইছেন নাদাল। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন নোভাক জকোভিচ। রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদালকে টপকে গিয়েছেন তিনি। সর্বকালের সেরা টেনিস প্লেয়ার হওয়ার পথেও এগিয়ে গিয়েছেন। সেই জোকারকে কি থামাতে পারবেন রাফা? কোর্টে ফেরার ঠিক এক কদম আগে দাঁড়িয়ে থাকলেও বিশ্ব টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাপক পতন হয়েছে নাদালের। দীর্ঘদিন না খেলার জন্য ৬৬৩ নম্বরে নেমে গিয়েছেন। সেখান থেকে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখবেন বাঁ হাতি টেনিস প্লেয়ার। রাফা বলে দিচ্ছেন, ''কেরিয়ার জুড়ে নিজের কাছে যা প্রত্যাশা করেছি, এ বার সেটা করা যাবে না। আমি অন্তত করছিও না।'' কোনও লক্ষ্য সামনে না রেখেই এগোতে চাইছেন রাফা। আগামী বছরই অবসর নিতে পারেন টেনিস থেকে, এমনও বলা হচ্ছে। টেনিস উপভোগ করতে চান তার আগে। নাদালের কথায়, ''এই মুহূর্তে আমি একদম অন্য রকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি সম্পূর্ণ নতুন একটা দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে আছি। সোজা কথাটা সোজা ভাবেই মেনে নিতে হবে। এখন আমি অনেক কিছুই আমি করতে পারব না। শুরুতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। নিজেকে প্রয়োজনীয় সময় দিতেই হবে।''

বিজয় হাজারেতে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করছেন সামির ভাই

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ বিশ্বকাপে আগুন ঝরিয়েছেন মহম্মদ সামি। এক কথায় স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। একের পর এক দুরন্ত পারফরম্যান্স, সামি ঝড়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে বেগ পেতে হয়েছে প্রতিপক্ষকে। এ বার সেই ধারা বজায় রাখছেন তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ। বাংলার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফুল ফোটাচ্ছেন কাইফ। ২০২১ সালে বিজয় হাজারে ট্রফিতে অভিষেক হয়। তারপর থেকেই মুক্ত ঝরাচ্ছেন এই তরুণ। এই মরসুমেও সেই বলের সেই ধার ধরে রেখেছেন। বিশ্বকাপে ভারতের জার্সিতে সোনা ফলিয়েছেন সামি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে একাই তুলে নেন ৭ উইকেট। এ বার দাদাকে দেখেই শিখছেন ভাইও। বিজয় হাজারের মঞ্চে আগুন ঝরাচ্ছেন সামির ছোট ভাই কাইফ। এখনও পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৭ উইকেট তুলে নিয়েছে এই তরুণ। শেষ ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে ৩ উইকেট নিয়েছেন। দিকে দিকে চর্চায় এখন কাইফ। ২০২১ সালে বাংলার জার্সিতে বিজয় হাজারের মঞ্চে অভিষেক হয় তাঁর। শুরু থেকেই দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন তিনি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লর বেশ প্রিয় কাইফ। বিশ্বকাপের সময় যখন সামিকে নিয়ে চারিদিকে উন্মাদনার পারদ তুঙ্গে, তখন এই পারফরম্যান্সের পিছনে দাদার পরিশ্রমের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছিলেন কাইফ।

১৬ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা ঢেলে কী পেল পিএসজি

প্যারিস, ৫ ডিসেম্বরঃ চ্যাম্পিয়নস লিগে প্যারিসে নিউক্যাসল বনাম পিএসজি ম্যাচ। ঘরের মাঠে শুরুটা ভালোই করেছিল পিএসজি। প্রথম দিকে কয়েকটি সুযোগও পায় তারা। যদিও তখন গোল পায়নি। পিএসজি না পারলেও নিউক্যাসল ঠিকই ম্যাচের ২৪ মিনিটে আদায় করে নেয় গোল। আলেক্সান্দার ইসহাকের গোলে এগিয়ে যায় 'ম্যাগপাই'রা। এরপর শুরু হয় ম্যাচে ফিরতে পিএসজির মরিয়া চেষ্টা। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে নিউক্যাসলের ওপর আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিয়েও গোলের দেখা পাচ্ছিল না লুইস এনরিকের দল। শেষ পর্যন্ত ঠিকই হার এড়িয়েছে তারা কিন্তু যেভাবে গোলটি এসেছে তা ছিল পুরোপুরিই বিতর্কিত। বক্সের ভেতর উসমান দেম্বলের শট লাগে টিনো লিভরামিন্তোর হাতে। ভিএআর দেখে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। রিপ্লেতে অবশ্য দেখা যাচ্ছিল দেম্বেলে ও লিভরামেন্তো কাছাকাছি অবস্থানে ছিলেন। ফলে দেম্বেলে যে জায়গা থেকে শট নেন সেখানে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখানো ছিল কঠিন। যে কারণে রেফারির দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হয়েছে অনেক। এমনকি পরের ম্যাচের দায়িত্ব থেকে সেই রেফারিকে সরিয়েও দেওয়া হয়। সেদিন এত নাটকীয়তার পর ম্যাচ ড্র করতে না পারলে এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজিকে নিয়ে আরও একটি এপিটাফ লেখার প্রস্তুতি নিতে হতো। এখনো অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত নয় কিছু। তবে ব্যাটনটা পিএসজির হাতেই আছে। তবে শেষ পর্যন্ত পিএসজির তরি পার হলেও সামনে পথটা যে অনেক কঠিন তা বলাই বাহুল্য। ব্যর্থতার এই চিত্র অবশ্য পিএসজির জন্য নতুন কিছু নয়। ইউরোপিয়ান

সাফল্যের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেও এখন পর্যন্ত পিএসজির সর্বোচ্চ অর্জন একবার ফাইনাল খেলা। এ ছাড়া প্রতিবার আশা জাগালেও প্রতিবার তা হতাশায় মুড়েই শেষ হয়েছে। অথচ চ্যাম্পিয়নস লিগ সাফল্যের জন্য পিএসজি এখন পর্যন্ত স্কোয়াডের পেছনে খরচ করেছে ১.৮৩ বিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬ হাজার ৫৩২ কোটি টাকা)। ইউরোপিয়ান ফুটবলে নতুন বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন নিয়ে কাতার স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্টস পিএসজির নিয়ন্ত্রণ নেয় ২০১২ সালে। সেরা দলটি গড়ে সাফল্য লাভের আশায় তারা শুরু থেকেই ক্লাবের পেছনে জলের মতো টাকা ঢেলেছে। অর্থের ঝনঝনানিতে গত ১১ বছরে একের পর সেরা তারকাদের দলেও টেনেছে তারা। যে তালিকায় জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ, এদিনসন কাভানি, আনহেল দি মারিয়া, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে এমনকি লিওনেল মেসির মতো তারকাও ছিলেন। সব মিলিয়ে দলবদলের বাজারে ক্লাবটি খরচ করেছে ১.৮৩ বিলিয়ন ইউরো। এর অর্থ হচ্ছে কিউএসআই দায়িত্ব নেওয়ার পর কেবল তিনটি ক্লাব তাদের চেয়ে বেশি খরচ করেছে। আর নেট খরচ হিসাব করলে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ১.১১ বিলিয়ন ইউরো। আর এই তালিকায়ও পিএসজির অবস্থান চতুর্থ। কিন্তু এত খরচের পরও অর্জনের ট্যালি খাতায় শুধুই একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল। বাকি মরসুমগুলোতে জুটেছে কেবলই হতাশা। কিউএসআই দায়িত্ব নেওয়ার গত ১১ বছরে পিএসজি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছে মাত্র ৪ মরসুমে। সেমিফাইনালে খেলেছে একবার এবং একবার খেলেছে ফাইনালে। ২০২০ সালের সেই ফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে তারা হেরেছে ১-০ গোলে। সবচেয়ে হতাশার ব্যাপার হচ্ছে, শেষ ১১ মরসুমে সব মিলিয়ে ৫ বার শেষ ষোলোর বাধা পেরোতে ব্যর্থ হয়েছে পিএসজি। এমনকি ইউরোপিয়ান মঞ্চের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায়ও পিএসজির পারফরম্যান্স খুবই সাদামাটা। ২০১২ সালের পর রিয়াল মাদ্রিদ ফাইনাল খেলেছে ৫ বার এবং লিভারপুল ফাইনাল খেলেছে ৩ বার। এ ছাড়া ২ বার করে ফাইনাল খেলেছে বায়ার্ন মিউনিখ, ম্যানচেস্টার সিটি এবং জুভেন্টাস। এই দলগুলোর মধ্যে কেবল ম্যান সিটি পিএসজির চেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেছে। অনেক খরচ করেও না পাওয়ার দৌড়ে পিএসজির চেয়ে এগিয়ে আছে কেবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তারা অবশ্য অনেক সময় মূল পর্বেই জায়গা করতে পারেনি। তবে পিএসজি এবং ইউনাইটেডের লক্ষ্যটা ছিল ভিন্ন। ইউনাইটেডের লড়াইটা ছিল মূলত একটা সুদৃঢ়-দীর্ঘস্থায়ী দল গড়ার দিকে। আর পিএসজি চেয়েছিল তাৎক্ষণিক সাফল্য। তাই তাদের না পাওয়ার হাহাকারটাও যেন অনেক বেশি।

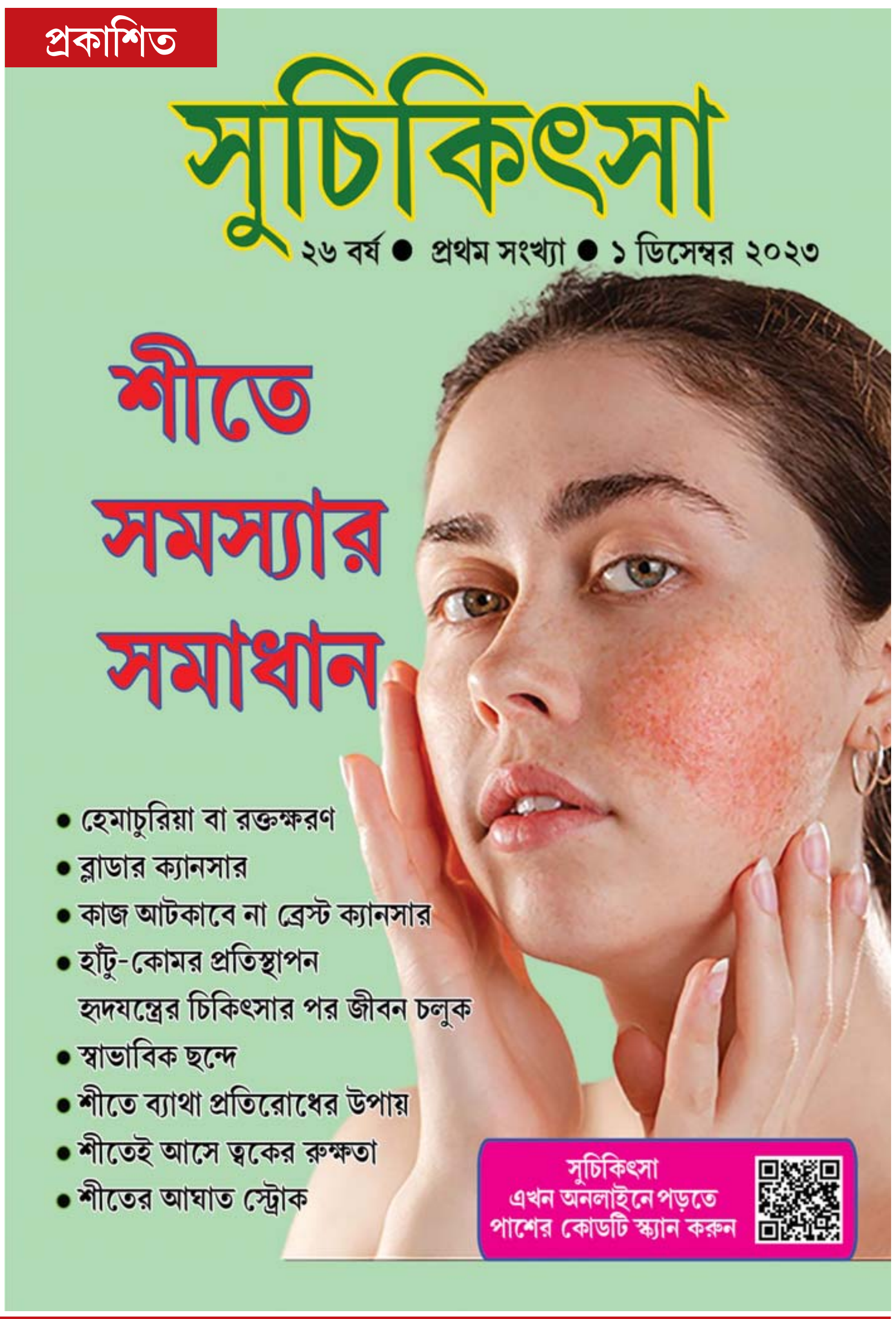

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501